আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।
নারী, তুমি স্বাধীনতা
১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভারতকে নিশানা ট্রাম্পের
ভারতকে কৌশলগতভাবে বিপাকে ফেলার চেষ্টা ট্রাম্পের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আমেরিকার পণ্য থেকে শুল্ক ছাঁটাই করছে ভারত সরকার। এই ঘোষণার পরই জলঘোলা শুরু দিল্লিতে। ৭

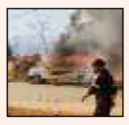
মণিপুরে হিতে বিপরীত
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কথামতো অবরোধ তুলতে গিয়ে ফের অশান্ত মণিপুর। সংঘর্ষে নিহত ১। জখম হয়েছেন ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩১°	সর্বনিম্ন ১৭°	সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ১৬°	সর্বোচ্চ ৩২°	সর্বনিম্ন ১৬°	সর্বোচ্চ ৩১°	সর্বনিম্ন ১৬°

জেলা স্তরের কমিটি স্থগিত
ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে তৃণমূলে জেলা স্তরে কোনও কোর কমিটি এখনই হচ্ছে না। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বেই কর্মীরা ওই কাজ করবেন। ৩

শিলিগুড়ি ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 9 March 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 289

প্রোমোটাররাজ

শিলিগুড়িতে মাথা তুলছে একের পর এক বহুতল। -ফাইল চিত্র

টাকা দিলে হাতে নেতা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : নথিতে গ্যারাজ রয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে কোথাও গ্যারাজের জায়গায় দোকান, কোথাও আবার কয়েকটি গ্যারাজের জায়গা মিলিয়ে আস্ত ফ্ল্যাট। পুর আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাড়তি রোজগার প্রোমোটার বা বিল্ডারদের একাংশের। আশ্রমপাড়া থেকে সূর্যনগর, রবীন্দ্রনগর থেকে দেশবন্ধুপাড়া, শহরের সর্বত্র ছবিটা একই। বাম আমল থেকে বর্তমান তৃণমূল জমানা, অবৈধ কারবারই যেন বৈধ স্বীকৃতি পেয়েছে শহরে। ব্যক্তিগত বাড়ির ক্ষেত্রে পুরনিগম পদক্ষেপ করলেও, প্রোমোটারদের বিল্ডিংয়ে নাকি হাত পড়ে না, এমন অভিযোগের গুঞ্জন শোনা যায় শহরের সর্বত্র। এর মূলেই নাকি রয়েছে এলাকার রাজনৈতিক দাদার সঙ্গে 'সেটিং' এবং যে কারণে পুরনিগমের নজরদারির অভাব। তাই শহরে বেআইনি নির্মাণ এবং অবৈধভাবে বহুতলগুলির ব্যবহার দিন-দিন বাড়ছে।

শিলিগুড়িতে বেআইনি নির্মাণ নতুন নয়। ক্ষমতার রং পরিবর্তন ঘটলেও বেআইনি নির্মাণের বদল ঘটে না শহরে। বাস্তবে ব্যক্তিগত

নির্মাণকারীদের থেকে অনিয়ম বেশি প্রোমোটারদের তৈরি ফ্ল্যাটেই। অধিকাংশ প্রোমোটারই গ্যারাজের জায়গায় দোকান কিংবা

এরপর বারোর পাতায়

আধিকারিকদের ঘাড়েই দায় চাপালেন মেয়র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আধিকারিকদের ঘাড়েই কার্যত 'দায়' চাপালেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে ফের তোপ দাগলেন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, 'বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আসছে। নোটিশ করে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিচ্ছি। কিন্তু দেখছি কাজ বন্ধ করার অছিলায় লম্বা সময় দিয়ে নোটিশের পর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে বেআইনি নির্মাণকারীকে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।'

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী আধিকারিকদের একাংশ বেআইনি নির্মাণকারীদের সঙ্গে সমঝোতা করছেন? যদি সমঝোতা করে থাকেন, তবে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? মেয়র অবশ্য বলেছেন, 'কোনও ঘটনা ধরতে পারলে আমি উপযুক্ত জায়গায় জানিয়ে ব্যবস্থা নেব। আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বেআইনি কাজগুলি বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমরা সময়মতো ব্যবস্থা নিতে না পারায় বেআইনি কারবারিরা ভয় পাচ্ছে না। এটা মেনে নেব না।' এর আগেও একাধিকবার টক টু মেয়রে গৌতম আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। রাস্তার কাজ না করায় এজেন্সিকে কালো তালিকাভুক্ত করার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পদক্ষেপ হয়নি। তাহলে কি জনসমক্ষে আধিকারিকদের ওপরে দোষ চাপিয়ে মেয়র নিজের ইমেজ ভালো করতে চাইছেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই মেয়র সেবক মোড়ের বিতর্কিত বহুতল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পুরনিগমের আধিকারিক, আইনজীবীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বহুতলটির সংস্কারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংস্কারের নামে সেখানে লিফট বসানো সহ অন্য বেআইনি নির্মাণ হচ্ছিল। কাজ বন্ধ করে নির্মাণের একটা অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আবার বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছে। অথচ বারবার বলার পরেও সঠিকভাবে ওই নির্মাণকারীকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে না।' নোটিশ ইস্যু করে অনেকটা সময় দিয়ে ডাকায় ওই নির্মাণকারী বেআইনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন বলে তাঁর বক্তব্য। বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, এর পিছনে কী রহস্য রয়েছে, জানতে চান তিনি।

এরপর বারোর পাতায়

রাজকীয় মেজাজে

ভারতের কাছে আজ বদলার ফাইনাল

দুবাই, ৮ মার্চ : ১৫ অক্টোবর ২০০০ সাল। কেনিয়ার নাইরোবি জিমখানার মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শতরানের পরও নিউজিল্যান্ডের কাছে ম্যাচ হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। ক্রিস কেয়ার্নসের ব্যাটিং ঝড়ের সামনে পরাজিত হয়েছিল সৌরভের ভারত।

সেই ফাইনালের পঁচিশ বছর পার। মাঝে ক্রিকেটে বহু বদল হয়েছে। সেদিনের ফাইনালে শতরানের পরও অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ তাঁর দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আগামীকাল দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে কি আর দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে?

শুধু একা রোহিতই নন। সব ঠিকমতো চললে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসনও আগামীকাল একদিনের ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন বলে খবর। রোহিতের মতোই উইলিয়ামসনও

তাঁর কেরিয়ার নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রেখে কাল ফাইনাল খেলতে নামছেন। দুই শিবিরের দুই তারকার একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সম্ভাবনার মাঝে অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে মন্থর পিচে স্পিন বনাম স্পিনের যুদ্ধ। আরও স্পষ্ট করে বললে, কিউয়ি ব্যাটিং বনাম ভারতের

এরপর বারোর পাতায়

ছয় মাসে পরিবর্তন, বিমল-কথায় জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে পাহাড়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন আসছে বলে মন্তব্য করলেন বিমল গুরুং। শনিবার মিরিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি এই মন্তব্য করার পরই রীতিমতো শোরগোল পড়েছে পাহাড়ের রাজনীতিতে। বিমলের এই কথার পেছনে কোন রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

বকেয়া পুজো বোনাসের দাবিতে ফার্স্ট ফ্লাশের চায়ের উৎপাদনে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতার কথা শোনা গিয়েছে বিমলের মুখে। তাঁর বক্তব্য, 'এসব হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রত্যেক শ্রমিকেরই বাগানে গিয়ে চা পাতা তোলা উচিত।'

গত লোকসভা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে বিমল ফের পাহাড়ের শাসক এবং রাজ্য সরকারপন্থী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি নিজেকে পুনরায় পাহাড়ে প্রাসঙ্গিক করতে তুলতে কালিম্পং থেকে মিরিক, পানিঘাটা ছুটে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'উনি আবার মূল ময়দানে ফিরে আসবেন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওঁর কাছে বর্তমানে কোনও ইস্যু নেই। তাই চা বাগানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বার্তা দিচ্ছেন। আগামীতে কী হয় দেখা যাবে।' *এরপর বারোর পাতায়*

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের বিবাহ স্থির হতে পারে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে।

বৃষ : বাবা ও মা-কে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সুযোগ। এই সপ্তাহে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সম্মানিত হতে পারেন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন।

মিথুন : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো ফলের আশা করতে পারেন। তীব্র ভোগেচ্ছাকে সামলে রাখুন। বাড়ি সংস্কারের সম্ভাবনা। নতুন গাড়ি কেনার শুভ সময়।

কর্কট : ব্যবসায় মন্দাভাব কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হলেও, অর্থাগমে খামতি থাকবে না। এ সপ্তাহে পরিচিত কোনও ব্যক্তির পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পেশাগত কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সিংহ : এ সপ্তাহে অবসর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। ক্রীড়া ও রাজনীতির ব্যক্তিগণ এ সপ্তাহে বড় কোনও সুযোগ পাবেন। সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য সম্মানিত হতে পারেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কন্যা : কাউকে অযথা উপদেশ দিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানা দরকার। ব্যক্তিত্বরা চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

তুলা : ভাইয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলে পরে অনুশোচনা। বিদ্যার্থীরা এ সপ্তাহে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অতি ভোগলালসায় ক্ষতি। নতুন ব্যবসার জন্যে দূরস্থানে যাত্রা করতে হতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সমস্যা তৈরি করবে। অধিক পরিশ্রমে নতুন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরোনো কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে এ সপ্তাহে নিজের কর্মদক্ষতার কারণে উপযুক্ত সম্মান পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

ধনু : বহুদিনের প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজনবিরোধের অবসান হবে। মা ও বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর : কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পত্তি ক্রয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়াশোনায় অগ্রগতি মানসিক শান্তি দেবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীরা এ সপ্তাহে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ ঘটতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসা ভালো যাবে। সাংবাদিকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। গবেষণার কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে। দাম্পত্যের কলহ আরও বেশি জটিল হতে পারে।

মীন : সন্তানের বিদেশযাত্রার বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বেগ। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যেই কর্মক্ষেত্রে প্রশংসাপ্রাপ্তি। কোনও কারণেই ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করবেন না। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সম্পদ নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধে মনঃকষ্ট। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সপ্তাহটিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ ফাল্গুন, ৯ মার্চ, ২০২৫, ২৪ ফাগুন, সংবৎ ১০ ফাল্গুন সুদি, ৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৫।৩৯। রবিবার, দশমী দিবা ১০।৩৯। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ২।২২। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ৫।৪২। গরকরণ দিবা ১০।৩৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।১৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৮।৪৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ২।২২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।২২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ১০।৩৯ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।২১ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২১ গতে ২।৫৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৩ গতে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৯ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ২।৫৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন, দিবা ১০।২১ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন, রাত্রি ১০।১৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অদ্য বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব পালন। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১২ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২২ গতে ৯।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

৫৪ বার রক্তদান

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৮ মার্চ : ঝড়ের রাত হোক বা সাধারণ দিন, যে কোনও মুহূর্তে রক্তের প্রয়োজনে ডাক এলে বিশেষভাবে সক্ষম হরিমোহন রায় রক্ত দিতে হাসপাতালে ছোটেন। নিজের পায়ে চলতে সমস্যা থাকলেও তিনি আর্তের সেবায় কখনও পিছপা হন না। মাত্র ৪০ বছর বয়সে ৫৪ বার রক্তদান করে তিনি ৫৪ জন রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সেইসঙ্গে ফালাকাটা ব্লকে ৫৪ বার রক্তদান করে সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছেন। এলাকার সর্বোচ্চ রক্তদাতা হরিমোহনের কৃতিত্বে তাঁর পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী খুশি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষের বক্তব্য, 'যেখানে সুস্থ সবল মানুষ রক্ত দিতে চান না সেখানে হরিমোহনকে দেখে আমাদের শেখা উচিত। ওঁর জন্য আমরা গর্বিত।'

হরিমোহনের বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খগেনহাট বাজার এলাকায়। হরিমোহন বলেন, '১৮ বছর বয়সে পাড়ার রক্তদান শিবিরে প্রথম রক্ত দিই। এলাকার অনেক তরুণ-তরুণীকে রক্তদানে উৎসাহিত করেছি। এখনও নিয়ম করে রক্তদান করি। রক্তদানের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা তো বটেই, পাশাপাশি মালদা, শিলিগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ডাক এলে ছুটে যাই।' বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও কীভাবে এতটা পথ যাতায়াত করেন? হরিমোহন বলেন, 'এখন তো সবেতে প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমি কোনও প্রতিযোগিতায় নেই। নিয়ম করে রক্ত দিয়ে যাচ্ছি। আগামীতেও দেব।'

হরিমোহন রায়

তবে একাধিকবার মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিতে গিয়ে হরিমোহন কখনও দালালের খপ্পরে পড়েছেন। আবার নানাভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন।

হরিমোহনের স্ত্রী রঞ্জনা রায়ের কথায়, 'স্বামীকে কখনও বাধা দিই না। মানুষের উপকার হচ্ছে এটা ভেবে গর্ব হয়।'

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-2", B.Com. অনার্স, ইংলিশ মিডিয়াম, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়ির মাঙ্গলিক পাত্র চাই। নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও চলবে। (M) 8944099176. (C/115150)

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/115153)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, 29/5'-1", পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 7908221009. (C/115154)

■ গৌহাটি নিবাসী, কায়স্থ, সাহা, অবিবাহিতা পাত্রী, ফর্সা, সুদর্শনা, গৃহকর্মে নিপুণা, 38/5'-3", B.Com. (H), পিতা Retd. কেঃ সঃ 1st class অফিসার, নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি। 40-45 মধ্যে উপযুক্ত সুদর্শন, অবিবাহিত পাত্র চাই, উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9775158526, 9476570708. (C/115230)

■ রাজবংশী, 34/5'-3", M.A. (বাঁ হাত দিয়ে কিছু করতে পারে না), ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য স্বহৃদয় পাত্র কাম্য। W/A : 7407434078. (C/115151)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ পাত্রী কায়স্থ, 26+/5'-4", সংস্কৃতে M.A. ও D.El.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 7602552439, কোচবিহার। (C/114639)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, 28/5'-2", M.A., B.A. in Music, বাবা-Retired Govt. Service, মাতা-Housewife, নমশূদ্র পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মধ্যে। Caste no bar. Mo. 8653061606. (C/115159)

■ 31/5'-1", B.Com., CAL/MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ভ্রমণপিপাসু, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুর/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজগৃহ), 9832455063 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/113799)

■ কায়স্থ, ২৮+/৫', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A., B.Ed., Geo.(H), বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিঃ অগ্রঃ। (M) 9735136268. (A/B)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, একমাত্র মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা, চাকরিরতা, সুশ্রী, ৩৪-৩৮'এর মধ্যে শিক্ষিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। 7430844423. (C/113435)

■ ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, সুন্দরী, ৫০, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9064788254. (C/115184)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-3", বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। বঃ অনূর্ধ্ব 35, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8250529630. (C/115190)

■ কায়স্থ, 34/5'-1", MCA, B.Ed., Pvt. শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী চলিবে। (M) 9434496063, 9547704455. (B/B)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ বোস, বয়স ৩৪, শ্যামবর্ণা, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/115161)

■ ৩২/৫'-২", নরগণ, সুশ্রী, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ ৭৫০১৭৫৩৮৮৯. (C/115164)

■ SC, বাংলায় M.A., ডিএলএড, আর্ট and ক্র্যাফট জানা, বয়স ২৮+, উচ্চতা ৫'-১", ফর্সা, সুন্দরী একমাত্র মেয়ের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ির/কাছাকাছি অগ্রগণ্য। Contact : 9832060224, 8918035536. (C/115171)

পাত্র চাই

■ ঘোষ, ২২/৫'-২", M.A. Beng. 4th Sem., শ্যামবর্ণা, দেবগণ, 32 বছর-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঘোষ পাত্র কাম্য। (M) 7479279243. (C/115174)

■ EB কায়স্থ, আইচ রায়, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5'-4", M.A., নরগণ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিরত, কায়স্থ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7384070777. (C/115179)

■ কায়স্থ, ২৩/৫', M.A., ফর্সা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর সরকারি চাকরি অথবা বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 6294808317. (C/114645)

■ কায়স্থ, 28/5'-2", MHA, সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা, হেলথ ম্যানেজার (WB), পাত্রীর জন্য ৩৩-এর মধ্যে সঃ চাঃ-জীবী (উঃ বঃ) উপযুক্ত পাত্র চাই। 8436969989. (C/115503)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ স্কুল শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/115222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc. ইন Math, সুন্দরী, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/115222)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 30, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি অধ্যাপক/ব্যাংককর্মী/অফিসার পাত্র চাই। (M) 8101116830. (C/115186)

■ পাত্রী বৈশ্য, 5', বয়স-31, B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, শ্যামবর্ণা, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7866822885. (C/115230)

■ বিএ পাশ, ৩২/৫'-৪", পাত্রীর জন্য ড্রাইভার/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 38-এর মধ্যে পাত্র চাই। মোঃ 8509412903. (C/115196)

■ ফালাকাটা নিবাসী, কায়স্থ, ৩৫, সঃ প্রাঃ শিক্ষিকা, অনূর্ধ্ব ৩৮, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ফালাকাটা ও সংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 8609314405. (B/B)

■ নমশূদ্র, 24/5'-1", M.A. (Edu.), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, B.Ed., 3rd Sem. Jal. Govt., বাবা চা বাগানে কর্মরত, মা সঃ স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474415927. (S/C)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুন্দরী, 37/4'-9", H.S. Back পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি অথবা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Con. 8167581218. (B/B)

■ Gen., 25/5'-3", M.Sc., সুন্দরী, সঃ কর্মচারী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রীর জন্য ভালো ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9432076030. (C/115229)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-২", MBA, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 8927520527. (C/115230)

■ EB ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য), 27+/5'-5", কাশ্যপ/দেবারি, MCA & IT, MNC Bangalore-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য দাবিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উঃ বঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 8250602844. (C/115233)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা ফর্সা 1997 জন্ম ইংলিশ মিডিয়াম থেকে মাস্টার ডিগ্রি করা উচ্চতা 5'1"। পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। মোবাইল নাম্বার 8967190372, 9434106318 (M-CH)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কলেজের প্রফেসর, (১৫ লাখ P.A.), ৩৫/৫'-৯½", লম্বা, হ্যান্ডসাম, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি শহরে দুটো বাড়ি, গাড়ি ও জমি, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। SC/ST চলবে না, কোনও দাবি নেই, প্রকৃত সুন্দরী বিবেচ্য। 9434208290. (C/115160)

■ নমশূদ্র, 29/5'-8", B.Tech., রেলের Asst. Engineer, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/115229)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 35+/5'-6", কলেজে কর্মরত (Casual), কোচবিহার, নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8250356311. (C/114642)

■ পাত্র সুবর্ণবণিক, ৩০+/৫'-৮", দেবগণ, সুদর্শন, শাণ্ডিল্য গোত্র, নিজস্ব ব্যবসা+চাকরি (বেঃ সঃ) বিটেক সিভিল, রাশিতে মাঙ্গলিক। উঃ বঃ নিবাসী (Gen.), সুশ্রী, শিক্ষিতা, নর/দেবগণের মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (M) 8967183668, 9832454199 (W/App.). (C/114643)

■ কায়স্থ, দেবারিগণ, 34/5'-6", গোদরেজ এগ্রিকালচার কোম্পানিতে Sr. Sales Manager পদে শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য কায়স্থ, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9641663373. (C/115502)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, B.Com., 5'-7"/40+, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8617837871. (C/115156)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/115501)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত, এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ৩২ বছর বয়সি, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৪১+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। আলোচনাসাপেক্ষ সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/115221)

■ কায়স্থ দত্ত, 38+/5'-3", APD. Jn., M.R., Area Business Manager পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9733476797. (U/D)

■ বসাক, 36/5'-5", MCA, বেঃ সরকারি চাকুরে, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7047844874. (A/B)

পাত্রী চাই

■ পূঃ বঃ কলকাতা নিবাসী, কায়স্থ, কনিষ্ঠ পুত্র, দাবিহীন, ৩২/৫'-৬", B.Com., বেঃ সঃ চাঃ (নামী স্টিল কোম্পানি), বিরাটিতে নিজস্ব বাড়ি। ২৪-২৯'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9674885502. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", নর, সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/115200)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", MBA, Bangalore-এ কর্মরত। 14 LPA, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9733049211. (K/D/R)

■ ৩০ বৎসর, কায়স্থ, B.Tech., ডিভোর্সি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910449031. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 43/5'-8", কোচবিহারে বাড়ি, অধ্যাপক পিতা, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রী চাই। 9679610832, 9474569616. (C/115606)

■ সাহা, 31/5'-5", ডাক্তার (M.D.S.), পিতা ডাঃ সাহা, একমাত্র পুত্র, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, সাহা পাত্রী কাম্য। (M) 6291238826. (C/114649)

■ মোদক, ৩৩+, গ্রামে বাড়ি, র‍্যাশন দোকানে কাজ করে, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9434188148. (C/115228)

পাত্রী চাই

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 29/5'-11", B.Tech., বেঙ্গালুরু MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য বেঙ্গালুরু MNC-তে কর্মরতা/ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ২৭ অনূর্ধ্বা, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 8001914210. (C/113797)

■ Siliguri, 30/5'-6", qualification : B.Tech., employed in Indian Railways, Rajbanshi/Namasudra. Contact : 9933819703. (K)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 32+/5'-6", M.A., B.Ed., বেসঃ চাঃ/ন্যূনতম স্নাতক, ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। (M) 7384857713. (C/114640)

■ পাত্র SC, 36/5'6", M.A., B.Ed, সঃ প্রাথমিক শিক্ষক। বয়স 27-31, কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী চাই। M/WA-9064904723 (M-E.D)

■ ৩৩+/৫'৩", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, গুজরাটে কর্মরত পাত্রের জন্য, সুন্দর সুশ্রী শিক্ষিত ২৬+-এর মধ্যে পাত্রী চাই। যোগাযোগ - 9647517642/9475093903 (M-114046)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, দেব, 34/5'-9", B.A. পাশ, প্রাইঃ কোঃ চাকরিরত পাত্রের সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8436361404. (C/114647)

■ কুলীন কায়স্থ, 5'-11"/44 বছর, সুদর্শন, পুলিশ ইনস্পেকটর পাত্রের জন্য 31-36, উচ্চতা 5'-4", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নম্র সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832885522, 9733156407. (C/113800)

পাত্রী চাই

EB, ব্রাহ্মণ, 30/5'-9", কর্কট রাশি, দেবারিগণ, উত্তর ২৪ পরগনা, Ph.D., রাশিবিজ্ঞান, সরকারি চাকরি, Asst. Professor কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা, ২৫/২৬, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। Matrimony সংস্থা নয়। Mobile : 9830058482.

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩০/৫'-৬", উঃ মাঃ পাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ, দুবাইয়ের বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। (W/A) 9933357298. (C/115603)

■ সাহা, 31/5'-8", কলিঃ বাড়ি, আয়-15000/-, মধ্যবিত্ত, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নহে। 9903130281. (C/115195)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 38/5'-5", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অমাঙ্গলিক, ফর্সা, সুশ্রী, নরগণ বা দেবগণ, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9733262845. (C/115602)

■ পাত্র কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে। 42/5'4", মাধ্যমিক, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M- 8101753704 (11-8PM), রায়গঞ্জ। (M-115302)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, বেসরকারি চাকরিরত, নিজস্ব বাড়ি। বয়স 34, উচ্চতা 5'-4", মধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী, গৃহকর্ম জানা পাত্রী প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434700938. (C/115233)

■ শূত্রধর, 39+/5'-4", M.A., B.Ed., D.El.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে ও গৃহশিক্ষকতায় কর্মরত, কনিষ্ঠ পুত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918429617. (S/C)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/115209)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর বিবাহের জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686 (শিলিগুড়ি)। (C/115230)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৫, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/115222)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech., MNC-তে কর্মরত। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯, গৃহকর্মে নিপুণা এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/115221)

■ EB বৈদ্য, 33/5', গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর জন্য চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9932956521. (C/115230)

■ সাহা, 23/5'-4", পরমা সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9733066658. (C/115229)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35/5'5", ইনফোসিসে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার (ব্যাঙ্গালোর)। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। M-8050786252 (M- 112691)

■ মৈথিলি ব্রাহ্মণ 37/5'4" Phd, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য চলবে)। M -9564135608/8250810751 (M-114040)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, 35+/5'2", হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M -9474848869 (M115302)

■ মালদা (Gen) দাস 33+/5'3" ধনুরাশি, নরগণ M.A.,B.Ed. ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M-8927944491 (M-ED)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-6", দেবগণ, পরাশর গোত্র, মালদা নিবাসী, বেসরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুন্দরী পাত্রী চাই। মোঃ 9647729701. (C/114760)

■ নমশূদ্র, 40/5'-7", সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9800353689. (C/115166)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39/5'-10", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সুশ্রী, ফর্সা, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33 পাত্রী কাম্য। SC-ST বাদে, Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/115173)

■ পাত্র সাহা, 43/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9436634393, 9046472177. (A/B)

■ সাহা, রায়গঞ্জ নিবাসী, নিজ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, 39, বি.এ.। উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M - 8637537796 (M - 115303)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় Area Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। 24-28, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/114758)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/115222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ জব করে। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/115222)

■ সাহা, ৩১/৫'-৯", এমবিএ, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, এলআইসি এজেন্ট পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ২৬, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9734939783. (C/115187)

■ কায়স্থ, ৪২, বিটেক, এমবিএ, এমএনসি সিনিয়ার ম্যানেজার, ব্যাঙ্গালোরে নিজস্ব ফ্ল্যাট, আলিপুরদুয়ার জেলার ডিভোর্সি পাত্রের ব্যাঙ্গালোরে চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডিভোর্সি চলবে। মোঃ নং-7063177850. (C/115188)

■ ব্রাহ্মণ, 40, M.P., 5'-5", বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব বাড়ি, দাবিহীন, মাধ্যমিক পাশ, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/জেঃ কাস্ট পাত্রী চাই। (M) 9474764202. (C/115191)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, ৩২, সরকারি ডাক্তার, ৩০-এর মধ্যে সঃ চাকরি/কর্মরতা, উঃ শিক্ষিত, কায়স্থ পাত্রী অগ্রগণ্য। শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। 7427998337. (C/115198)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বয়স ৪০, উচ্চতা ৫'-১০", শিক্ষা-বিকম, এমবিএ, ডিএলএড, প্রাইমারি সরকারি স্কুল শিক্ষক, অসমে কর্মরত, জলপাইগুড়িতে ফ্ল্যাট, মা রিটায়ার্ড হাইস্কুল শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 7002949251. (C/115167)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯১, সরকারি ব্যাংক-এর উচ্চপদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/115222)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", BCA, অফিস এগজিকিউটিভ (WBSEDCL), পাত্রী চাই। (M) 9593290034. (C/115221)

■ সাহা, 36/5'-9", Central Govt.-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সাহা পাত্রী চাই। (M) 9932414056. (C/115221)

■ কায়স্থ, 28/5'-5", H.S.Pass, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9635516214. (C/114759)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, 5'-2", SC, 38+, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/115228)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 33/5'-8", M.Tech., সরকারি অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 7003763286. (C/115229)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-8", B.Tech., গভঃ ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9144170307. (C/115229)

■ B.Tech. Engg., 41/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784. (C/115608)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 32/5'-6", B.Firm., Multinational Co.-তে কর্মরত। বাৎসব গোত্র, নরগণ, কন্যা রাশি, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 30, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9832503652. (C/115157)

■ পাত্র কায়স্থ, 32/5'-10", M.Sc., কেঃ সঃ চাকরিরত, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি। সুশ্রী, লম্বা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9832365225. (C/115140)

■ কায়স্থ, 29/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, Bangalore নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা Retd. Bank Manager, মাতা Housewife, নিজস্ব বাড়ি/গাড়ি, দেবারি, কর্কট, শিলিগুড়ি/কোচবিহার অগ্রগণ্য, Bangalore-এ কর্মরতা, B.Tech., স্লিম, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 26, পাত্রী কাম্য। 8918830336. (C/115147)

■ ৩১, কায়স্থ, ৫'-৫", এরিয়া ম্যানেজার, ফার্মা কোঃ, বাবা পেনশনার, মা হাইস্কুলের ক্লার্ক, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7384386399. (C/114757)

রং খেলায় বিশেষভাবে সক্ষমরা। শনিবার শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে। ছবি : আবির চৌধুরী

ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার অভিযান

কমিটি স্থগিতই, দায়িত্ব নেতাদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : এখনই তৃণমূলে জেলা স্তরে কোনও কোর কমিটি গঠন করা হচ্ছে না। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা আগের মতোই ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ করবেন।

শনিবারই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এই নিয়ে প্রতিটি জেলা সভাপতি ও রাজ্য স্তরের কোর কমিটির চেয়ারম্যানদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। ওই চিঠিতেই জেলা স্তরের কোর কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথাও আনুষ্ঠানিকভাবে সুব্রত বক্সী জানিয়ে দিয়েছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে দলের জেলা স্তরের কোর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। আপাতত ওই কমিটি আর গড়া হচ্ছে না। জেলা নেতাদের ওপরেই ভূতুড়ে ভোটার ধরার ভার ছেড়ে দিচ্ছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনায় বসেন সুব্রত বক্সী। সেখানে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। ওই বৈঠকের পরই দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ও লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৫ মার্চ দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে অভিষেকের যে ভার্চুয়াল বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দিন হোলি। তাই ওই বৈঠক ১৬ মার্চ করা হয়েছে। ওইদিন বিকাল ৪টেয় অভিষেক ভার্চুয়ালি বৈঠক করে ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে কথা বলবেন। এখনও পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে। ওই তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়ে সেগুলি তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুব্রত বক্সী যে নির্দেশিকা এদিন পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, প্রতিটি বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের কাজ করতে হবে। প্রতিদিন কতগুলি বাড়িতে গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের কাজ হয়েছে, তার রিপোর্ট প্রতিদিন কলকাতায় তৃণমূল ভবনে পাঠাতে হবে।

এদিনের নির্দেশিকাতেও বলে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি বাড়িতে যাচাইয়ের কাজ সন্তোষজনক না হলে সেখানকার পদাধিকারী বদল করা হবে। ১৬ মার্চ অভিষেক যে বৈঠক করবেন, সেখানেও ওই জেলাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হবে।

কারণ দলনেত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে তাঁদের পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। সেখানে সাংগঠনিক বদল করে দেওয়া হবে। এদিন বক্সীর চিঠিতেও তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুর নিয়ে হুঁশিয়ারি সায়নীদের

কলকাতা, ৮ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দমন নীতিতে বিশ্বাসী নন, তিনি অত্যন্ত সহনশীল। এজন্যই যাদবপুরে পুলিশ ঢুকছে না, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে পুলিশ অনেক কিছু করতে পারত। শনিবার সায়নীর এই মন্তব্যে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

আবার এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র 'চালিয়ে খেলা'-র মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'তৃণমূল খেলার জন্য জার্সি পরতে যাচ্ছে শুনলেই ওদের খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।' তার পালটা দিয়েছেন এসএফআইয়ের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'এত খেলাধুলার শখ থাকলে পুলিশি নিরাপত্তা ছেড়ে, মন্ত্রীর তকমা ছেড়ে নিজের দমে যাদবপুর যান। ছাত্ররা ভালোবেসে আপনাকে প্রণাম করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।' শনিবার সৃজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালবাজারে ডেকে পাঠায়। এদিন সন্ধ্যায় দমদম থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে এসএফআই। শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

যাদবপুর নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা এখনও তুঙ্গে। এর আগে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে সৌগত রায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'ওরা ভাবছে লেনিন হাডুডু খেলতেন, মাও সে তুং পুকুরপাড়ে সাঁতার কাটতেন। কিন্তু এটা পশ্চিমবঙ্গ। ওরা এমন খেলা খেলছে যে বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছে। এবার একটু বিধানসভায় পা দেওয়ার খেলা খেলুন। তবে মানুষ ওদের সঙ্গে নেই।' এই নিয়েই পালটা দেন সৃজন। সায়নী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যাদবপুরে কার্যত গুন্ডামি চলছে। এইভাবে গুন্ডামি চলতে থাকলে যাদবপুরের নাম মাটিতে মিশতে খুব বেশি সময় লাগবে না।' তাঁর সাফ কথা, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ বছরের সিপিএম আমলের গুন্ডারাজ বন্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাদবপুরও শান্ত করতে পারতেন। কিন্তু সহনশীলতা দেখাচ্ছেন।' যাদবপুরের ঘটনায় পুলিশ কোর্টের নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র সহ বেশ কয়েকজনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে। এদিন পুলিশ ঘটনার তদন্তে ওমপ্রকাশের বাড়িতে যায়। প্রায় ২৫ মিনিট কথা বলে। ওমপ্রকাশ বলেন, 'সেদিনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ জানতে চেয়েছিল, বলেছি।'

এদিন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর সুস্থতা কামনায় ফুল দেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, সোমবারই বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সভায় এলেন না শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে শনিবার বিশেষ সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি মহিলা মোর্চা। সেই সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে আসেননি তিনি। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, অসুস্থতার জন্য বিরোধী দলনেতার পক্ষে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। শুক্রবার জরুরি তলব পেয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেদিন রাতে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মহলের এই বার্তায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জল্পনা আবার ডানা মেলেছে।

এদিন বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা যোগ দেবেন এমনটাই জানানো হয়েছিল দলের মিডিয়া সেলের তরফ থেকে। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয় শুভেন্দু দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পর। অনুষ্ঠান শুরুর পর উদ্যোক্তাদের তরফে মঞ্চে শুভেন্দুর কর্মসূচি বাতিলের ঘোষণা করা হয়। জানানো হয় তাঁর অসুস্থতার কথা।

একইসঙ্গে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মহলে জানায়, রবিবার যাদবপুরের কর্মসূচিতে নির্ধারিত সময়েই যোগ দেবেন তিনি। যাদবপুর ইস্যুতে আদালতের শর্তে দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের নবীনা সিনেমার সামনে থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত মিছিল করার কথা শুভেন্দুর। দক্ষিণ কলকাতা ও যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। দলীয় হলেও, এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ শুভেন্দুই।

বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, বিরোধী দলনেতা অসুস্থতার জন্য এদিনের দলীয় সভা বাতিল করলেও তাঁর আগামীকালের কর্মসূচি কিন্তু বহাল রয়েছে। তাহলে কি এদিনের সভা এড়াতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু?

সূত্রের খবর, শুক্রবার দিল্লিতে বাংলার রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে জরুরি কিছু কথাবার্তার জন্য বিরোধী দলনেতাকে দিল্লিতে ডেকেছিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। বৈঠক সেরে কলকাতায় ফেরার পরই তাঁর অসুস্থতার কথা জানা যায়।

তবে দলের একাংশের মতে, এটি তাৎপর্যপূর্ণ। ওই অংশের দাবি, রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে অনড় সংঘ। নাম চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আর দেরি করতে চাইছে না তারা। বিজেপি নেতৃত্বকে সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আরএসএস।

কী ঘটেছে

- আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে শনিবার বিশেষ সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি মহিলা মোর্চা
- সেই সভায় থাকার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর
- কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে আসেননি তিনি
- উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, অসুস্থতার জন্য শুভেন্দু আসেননি
- যদিও রবিবার যাদবপুরের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি

প্রমাণ লোপাটে আদি গঙ্গায় 'কাকু'র ফোন

কলকাতা, ৮ মার্চ : দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করতে দুটি মোবাইল আদি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সিবিআইয়ের তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সহ তিনজনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। ওই চার্জশিটেই সুজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিবিআই ও ইডির তদন্ত চলাকালীন দুটি মোবাইল আদি গঙ্গায় ফেলে দেন তিনি। ওই মোবাইলে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। সেই কারণে তা ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে সিবিআই মনে করছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত চার এজেন্ট শেখ আবদুল সালাম, বকুল বিশ্বাস, রওসন আলাম, ত্রিস্তান মান্নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। তাঁদের থেকে ১০টি ডায়েরি উদ্ধার করেছে সিবিআই। ওই ডায়েরিগুলিতে টাকার হিসেব থাকত। চাকরি বিক্রির ওই টাকা পৌঁছে যেত সুজয়কৃষ্ণের কাছে।

টিভির বাক্সে চাকরি বিক্রির টাকা

যখন টাকা নেওয়ার পরও চাকরি নিশ্চিত করতে পারেননি সুজয়কৃষ্ণরা, তখন চাপের মুখে টাকা ফেরত দিতে জমিও বিক্রি করতে হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণকে। এমনকি চাকরি বিক্রির টাকা সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে টিভির বাক্সে করে পৌঁছে যেত। ওই সময় সুজয়কৃষ্ণের বাড়ির সিসিটিভির ক্যামেরাও বন্ধ থাকত। সিবিআইকে এক সাক্ষী বয়ানে জানিয়েছেন, এক তৃণমূল নেতা চাকরির জন্য সুজয়কৃষ্ণের এজেন্টকে ৪ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা ব্যাগে ভরে টিভির বাক্সে করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত।

রাজনৈতিক তর্জায় সরগরম নারী দিবস

কলকাতা, ৮ মার্চ : কেউ নারী সুরক্ষা, কেউ নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদযাপন করল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মিটিং, মিছিল, সভার ফাঁকে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তর্জাও জারি রইল দিনভর। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আরজি করের নির্যাতিতার পানিহাটির বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৈরি একাধিক সামাজিক প্রকল্পের ট্যাবলো নিয়ে শনিবার রবীন্দ্র সদন থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেছে তৃণমূল। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ সায়নী ঘোষ প্রমুখ মিছিলে পা মেলান। সিপিএম ও বাম মহিলা সংগঠনগুলির উদ্যোগে মিছিল হয়েছে শিয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত। সকালে সল্টলেকের ইজেডসিসি ও বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে সভা করেছে বিজেপি।

এদিন অগ্নিমিত্রা বলেন, 'কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এসব এখন থাক, আগে দরকার নারীর সুরক্ষা, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো এখানেও নারীর সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে।' বিজেপির এই দাবিকে কটাক্ষ করে সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠনের নেত্রী কনীনিকা ঘোষ বলেন, 'বিজেপি মনুবাদের সংস্কৃতির বাহক। যারা বিলকিস বানুর সুরক্ষা দিতে পারে না, তাদের মুখে নারী সুরক্ষার কথা মানায় না। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অবশ্যই চাই। এটা কারোর দয়ার বিষয় নয়। আর বিজেপি তো এরকমই নানা ভাণ্ডার চালু করেছে দেশজুড়ে।' এছাড়া এদিন বামপন্থী মহিলা সংগঠন, অভয়া মঞ্চ শ্রমজীবী নারী সংগঠনের মতো একাধিক সংগঠনের তরফে মিছিল হয়েছে।

গর্ভগৃহে দলিতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৮ মার্চ : বিজ্ঞানের যুগেও পূর্ব বর্ধমান জেলায় মাথাচাড়া দিয়েছে সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার ঘটনা। গ্রামের শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকারের দাবিতে তৈরি হওয়া দু'পক্ষের সংঘাতের জেরে এখন তপ্ত কাটোয়ার গীধগ্রাম। প্রশাসন দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দ্বন্দ্ব তো মেটেইনি, বরং শুক্রবার গীধগ্রামে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। আপাতত পুলিশ পিকেটের দৌলতে গীধগ্রামে শান্তি বিরাজ করলেও স্থায়ী শান্তির পথ অধরাই।

অশান্ত গীধগ্রাম

এই মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে যত বিতর্ক।

গীধগ্রামে রয়েছে সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো একটি শিব মন্দির। এই শিব গীধেশ্বর নামে পরিচিত। গ্রামবাসীদের আরাধ্য দেবতা গীধেশ্বরের সারাবছর নিত্যসেবা হয়। তবে শিবরাত্রি ও গাজন উৎসবে ব্যাপক ধুমধাম হয়। শিবরাত্রির দু' তিনদিন আগে গীধগ্রামের দাসপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, গীধেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিতে দাসপাড়ার দলিত সম্প্রদায়ের শতাধিক পরিবারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁরা মন্দিরে ঢুকতে গেলে গালিগালাজ করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি ছিল, যাতে তাঁরা শিবরাত্রির দিন গীধেশ্বর শিবের পুজো করার অধিকার সমানভাবে পান। যদিও গ্রামবাসীদের একাংশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত গর্ভগৃহে কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। এটাই তিন শতাব্দী ধরে চলে আসছে। এই প্রথা যেন না ভাঙা হয়। এই অবস্থায় সমস্যা সমাধানে কাটোয়া মহকুমা শাসক অহিংসা জৈনের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসে বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, গ্রাম্যদেবতার পুজো করার অধিকার সব গ্রামবাসী সমানভাবেই পাবেন। দু'পক্ষ সম্মতিও দেয়। কিন্তু সম্মতি মিললেও সমাধান মেলে না।

একই সমস্যা ঘিরে ফের গীধগ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। দাসপাড়ার বাসিন্দা এককড়ি দাস বলেন, 'আমরা শিব মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তালা খোলা হয়নি। পুজো দিতে পারিনি।' যদিও গীধেশ্বর শিবের এক সেবাইত মাধব ঘোষের বক্তব্য, 'প্রতিদিনের মতো নিত্যসেবার হয়ে যায়। পুরোহিত গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে চলে যান। সন্ধ্যার আগে ওই দরজা খোলার বিধি নেই। কিন্তু দাসপাড়ার কিছু লোক দাবি করেছিলেন ফের গর্ভগৃহ খুলে দিতে হবে। না খোলায় তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।'

যদিও জেলা পরিষদের (পূর্ব বর্ধমান) সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, 'শুধুমাত্র প্রশাসনকে দিয়ে এই সব বিষয়ের সমাধান হবে না। শুধু গীধগ্রাম নয়, জেলায় আরও কয়েকটি জায়গায় একই রকমভাবে নীচুজাত অপবাদ দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এর জন্য লাগাতার সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে মানুষজনকে বোঝাতে হবে।' পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কাশীনাথ মিস্ত্রি।

আপনার আগাম কর একটি বিনিয়োগ
আজকের জন্য এবং তাদের আগামীকালের জন্য

আপনার আগাম কর জাতিকে গড়ে তোলে

আপনার ৪র্থ কিস্তির আগাম কর পরিশোধ করুন
১৫ই মার্চ, ২০২৫

যারা আগাম কর প্রদান করতে বাধ্য
▶ যে কোনো করদাতা, যার কর দায়িত্ব আর উৎসে কর্তন/সংগ্রহকৃত কর থেকে বাদ ₹১০,০০০/- বা তার বেশি।
▶ যে কোনো বাসিন্দা সিনিয়র সিটিজেন, যাদের ব্যবসা/পেশা থেকে আয় নেই, তারা কর প্রদানে বাধ্য নয়।

পেমেন্টের মাধ্যম
▶ কর্পোরেট এবং সেইসব মূল্যনির্ণায়ক যাদের অ্যাকাউন্টগুলি ১৯৬১ সালের আয়কর আইন অনুযায়ী ৪৪ AB ধারায় নিরীক্ষণ করা আবশ্যক।
▶ অন্যান্য করদাতাদের জন্যও ই-পেমেন্ট সুবিধাজনক, কারণ এটি সঠিক ক্রেডিট নিশ্চিত করে।

সময়সূচি

শেষ তারিখ	পরিমাণ
১৫ই মার্চ, ২০২৫ এর আগে	আগাম করের ১০০% পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্র/অ-প্রদানকারী অর্থাদি অথবা অগ্রিম করের বিলম্বিত অর্থপ্রদান ফলস্বরূপ হিসেবে অতিরিক্ত সুদ ধার্য করা হবে।

For e-Brochures scan QR Code
আয়কর বিভাগ
আয়কর বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন : www.incometax.gov.in
For more information scan QR Code
@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndia.Official @IncomeTaxIndiaOfficial @Income Tax India @Income Tax India Official
cbc 15401/13/0021/2425

আত্মহত্যা নয়, বার্তা দিচ্ছেন সঞ্জীব

জয়গাঁ, ৮ মার্চ : ডিপ্রেশন দূরে হঠাতে ভ্রমণের বার্তা দিচ্ছেন সঞ্জীব। 'ডিপ্রেশন এলে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ুন, মন ভালো হবে।' এই বার্তা নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার তরুণ সঞ্জীব বিশ্বাস এসেছেন জয়গাঁতে। এখান থেকে ভুটানে যাবেন তিনি।

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়, সেই বার্তাই ছড়িয়ে দিতে প্রায় চার বছর আগে সাইকেল নিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সঞ্জীব। তারপর ঘুরেছেন বহু রাজ্য। এক এক করে সব জায়গায় সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়ার পর সঞ্জীব শনিবার পৌঁছান জয়গাঁয়। সঞ্জীব জানালেন, বছর চারেক আগে ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। অতিমারির কারণে সেই চাকরি চলে যায়। এরপর একসময় তাঁর মাথায় এসেছিল আত্মহত্যার কথাও। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবে তিনি আর সেই পদক্ষেপ করেননি। বরং বাইক ছেড়ে সাইকেলকে আপন করে নেন। একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেন। সাইকেল নিয়ে তাঁর জেলার যে এলাকায় যেতেন সেটাই ভিডিও তুলে ইউটিউবে আপলোড করতেন তিনি। সেখানে ধীরে ধীরে সকলের বাহবা পেতে লাগলেন। তারপর ভারত ভ্রমণের সিদ্ধান্ত তাঁর মাথায় আসে। ব্যাস সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

আজ টিভিতে

অন দ্য ট্রেল অফ দ্য স্নো লেপার্ড সন্ধে ৭.৫২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ত্রয়ী, ১০.০০ রহমত আলি, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ আক্রোশ, ১.০০ ব্ল্যাক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুলতান, দুপুর ২.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৫.০০ বাজি, রাত ১০.০০ লোফার, ১২.৩০ বাঞ্ছা এল ফিরে

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩৫ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ৮.৩৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, ১১.০৫ হামি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রঙীন বসন্ত, সন্ধে ৭.৩০ মামা ভাগ্নে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিদ্রোহ, রাত ৯.০০ বিন্দাস

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ উড়ো চিঠি

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, দুপুর ২.৫০ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৫.০৮ স্যামি-টু, রাত ৮.০০ সূর্যা-এস থ্রি, ১০.৪৯ দ্য রিয়েল টাইগার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.১৫ বচনা অ্যায় হসিনো, দুপুর ২.০০ হমরাজ, বিকেল ৪.৩০ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধে ৬.৪৫ লুটেরা, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১১.০০ আই, মি অওর ম্যায়

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.০৯ ওয়েলকাম ব্যাক, বিকেল ৫.০০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৮ সিং ইজ কিং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.২৮ জিরো, দুপুর ১২.১১ ফরেন্সিক, ২.২২ রাজি, বিকেল ৪.৪৩ খুবসুরত, সন্ধে ৬.৪০ গাঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.১৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর

রমেডি নাউ : দুপুর ২.৫৫ মার্মাডিউক, বিকেল ৪.২০ ডেক দ্য হলস, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস

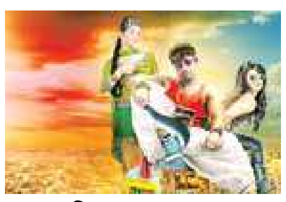

বিন্দাস রাত ৯.০০ কালার্স বাংলা

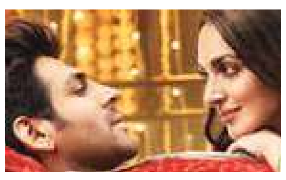

সত্যপ্রেম কি কথা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

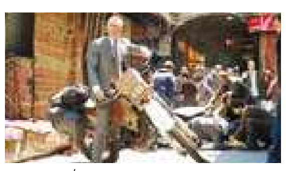

স্কাইফল দুপুর ১২.৪০ মুভিজ নাউ

দম লগাকে হইসা রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম এক জওয়ান

গুলিতে হত গোরু পাচারকারী

উদ্ধার হওয়া গোরু। রাজগঞ্জ থানার কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন সীমান্ত চৌকিতে। শনিবার।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৮ মার্চ : শুক্রবার গভীর রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হল এক বাংলাদেশি গোরু পাচারকারী। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন সীমান্ত চৌকিতে। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে ওই সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ায়।

বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার সূত্রে খবর, সীমান্ত পাহারার সময় রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ জওয়ানরা লক্ষ করেন, কয়েকজন গোরু নিয়ে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। কর্তব্যরত জওয়ানরা তাদের বাধা দেন। এ সময় দলটি জওয়ানদের আক্রমণ করে। বাধ্য হয়ে জওয়ানরা দশ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। একজন পাচারকারী লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাকিরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। ঘটনায় এক বিএসএফ জওয়ান জখম হন। পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া দুটি গোরু আটক করা হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত বাংলাদেশি পাচারকারীর নাম আলামিন (৪০)। বাড়ি বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের হরিবাসীতে। শনিবার সকালে মৃতদেহটি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

ঘটনার পর সীমান্তের এপারের খালপাড়া গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা জানান, কাঁটাতারের ওপারে তাঁদের যে জমি রয়েছে সেটা কার্যত বাংলাদেশিদের হয়ে গিয়েছে। সীমান্ত পিলার পার করে কাঁটাতারের বেড়া অবধি বাংলাদেশিরা ভারতীয় জমিতে গবাদিপশু নিয়ে আসে। যেটুকু চাষাবাদ করা হয় তার অর্ধেক ফসলও ঘরে ওঠে না। ওপারে যেসব গাছ রয়েছে বাংলাদেশিরা তার বেশিরভাগই কেটে নিয়ে যায়। পাটখেতের ওপর দিয়ে পাচারকারীরা গোরু নিয়ে যাওয়ায় চাষের ক্ষতি হয়। তাঁর দাবি, বহুদিন এমন অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে ফের শুরু হয়েছে। ভারতীয়দের চাষাবাদের সময় ছাড়া কাঁটাতারের কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই। সেই সুযোগে বাংলাদেশিরা ফসল, গাছপালা কেটে ক্ষতি করছে। সীমান্তে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার এপারে পাহারায় থাকেন। বেড়ার ওপারের ক্ষয়ক্ষতি তাঁদের দায়িত্বে পড়ে না। ফলে, ভারতীয়দের হাজার হাজার বিঘা জমি কার্যত বাংলাদেশিরা দখল করে নিচ্ছে।

১০ রাউন্ড গুলি

- মাঝরাতে জওয়ানরা লক্ষ করেন, কয়েকজন গোরু নিয়ে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে
- জওয়ানরা তাদের বাধা দেন
- এই সময় দলটি জওয়ানদের আক্রমণ করে
- জওয়ানরা দশ রাউন্ড গুলি ছোড়েন
- এক পাচারকারী লুটিয়ে পড়ে

অগ্নিদগ্ধ হয়ে পঙ্গু মেয়ে, বিপাকে মা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ মার্চ : দু'মাস বয়সে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। দগ্ধ হয়ে হাত-পা কুঁকড়ে যায় ফরিদা খাতুনের। এখন তার বয়স আট বছর। তবে হাঁটাচলা করা তো দূরের কথা, বসতেও পারে না সে। আগুন কেড়ে নিয়েছে বাকশক্তি। শুধু মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করে। টাকার অভাবে মেয়ের চিকিৎসা করাতে অক্ষম স্বামী পরিত্যক্তা মা ফিরোজা খাতুন।

ফিরোজার বাড়ি ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ঘেঁষে ডিমডিমা চা বাগানে। তিনি আইসিডিএস কর্মী (সহায়িকা)। ফিরোজা বলেন, 'মাসে সাড়ে ছয় হাজার টাকা বেতন পাই। ওই টাকায় অন্নবস্ত্রের সংস্থানই হয় না। মেয়ের চিকিৎসা করাব কী করে? চিকিৎসার অভাবেই আমার মেয়েটা পঙ্গু হয়ে গেল।'

২০১৭ সালে কোনওভাবেই ঘরে আগুন লেগে দগ্ধ হয় ফরিদা। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে এক মাসেরও বেশি সময় চিকিৎসাধীন ছিল ফরিদা। তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। এরপর ৮ বছর কেটেছে বিছানায় শুয়েই।

মেয়েকে কোথাও নিয়ে যেতে হলে কোলে করে নিয়ে যান ফিরোজা। তিনি বলেন, 'পরামর্শ দেওয়ারও কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমার টাকা নেই। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা ব্যক্তি এগিয়ে এলে মেয়েটার চিকিৎসা করাতে পারতাম।'

ফিরোজার পড়শি হীরু তালুকদার বলেন, 'ছোট্ট মেয়েটার পরিণতি দেখে দুঃখ হয়। ওই বয়সে স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলো করার কথা কিন্তু। একটা দুর্ঘটনা মেয়েটার জীবন বরবাদ করে দিল। কোনও সদয় ব্যক্তি কিংবা সংস্থা পরিবারটিকে সাহায্য করলে ভালো হয়।'

ওই পরিবারকে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন অন্যান্য প্রতিবেশীরাও।

কোল ইন্ডিয়ার উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো

৮ মার্চ : কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (সিআইএল) অধীনস্থ সংস্থা ও সদর দপ্তরগুলি মিলিয়ে 'নারীকল্যাণ কমিটি' গঠনের কথা ঘোষণা করল। শনিবার সিআইএল আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন করে। পাশাপাশি তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসবও চলে। সেখানেই সিআইএল কর্তৃপক্ষ সংস্থার সাফল্যের পিছনে নারীদের অবদানের প্রশংসা করে এই ঘোষণা করে।

এগজিকিউটিভ, নন-এগজিকিউটিভ উভয় পদের মহিলা কর্মচারীদের নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হবে। মহিলা কর্মচারীদের নানা সমস্যার সমাধান ও কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করবে ওই কমিটি। তিন মাস ছাড়া একটি করে সভা ডেকে মহিলাদের নিযুক্তি ও অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাও করবেন কমিটির সদস্যরা। সিআইএল-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের নারী কর্মচারীদের অবদান সংস্থার অসংখ্য মাইলফলক অর্জনে সহায়তা করছে। তাই এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে তাঁদের মর্যাদা ও সম্মানকে আরও গুরুত্ব দিতে চাইছি।' এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে নানা মহল।

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৯

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এনটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৯ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"গ্রাহকদের প্রতি ..."

NOTICE

NOTICE is hereby given that my client intends to purchase the below scheduled land from the present owner namely Smt. Priyanka Banik, Daughter of Late Subhas Chandra Banik. Anyone having any objection may contact me within 15 days. Otherwise, no objection/claim will be entertained.

SCHEDULE OF LAND: Land measuring 4 (Four) Katha situated within East Vivekananda Pally, NEAR FRIENDS' UNION CLUB, Municipal Holding No. 139/1745/1/137 of Ward No. 38 of S.M.C., Mouza- Dabgram, J.L. No. 2, Sheet No. 12 (R.S.), appertaining to Khatian No. 831/3 and 831/1(R.S.), being part of Plot No. 360/743 (R.S.), P.S.- Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, [and butted and bounded as follows: North: Land & House of Mr. Ajit Chakraborty; South: 25'-0" wide Municipal Road (Raja Rammohan Roy Road); East: Land & House of Prasanta Chowdhury; West: Land & House of legal heirs of Manohar Dey.].

(Sandip Nandi)
Advocate
Siliguri Bar Association
Contact-: 98320-33056

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

বিজ্ঞপ্তি

বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে ৩০টি আসন বিশিষ্ট দুটি করে ট্রাভেরা গাড়ির প্রয়োজন। আগ্রহী ব্যক্তিদের অবিলম্বে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ১৫ই মার্চ, ২০২৫-এর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ স্থান
নজরুল সদন (বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল অফিস) মাথাভাঙ্গা
অথবা বীণামোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, মহিষবাথান, কোচবিহার
যোগাযোগ নম্বর : 7872687903 / 7602021047

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB) INTERVIEW

1. Application are invited from the candidates for the following post of teachers at Army Public School, Sukna:

SER	POST	SUBJECT	NATURE OF APPOINTMENT
(a)	PGT	PHYSICS	ADHOC
(b)	TGT	SANSKRIT	FIXED TERM/ADHOC
		COMP SCIENCE	
		SCIENCE	
		SOCIAL SCIENCE	
		MATHEMATICS	
(c)	PPRT	ALL SUBJECTS	FIXED TERM/ADHOC
(d)	OTHERS	ASST. LIBRARIAN	FIXED TERM/ADHOC

2. Interested candidates can download an Application Form from AWES website (www.awesindia.com) or school website (www.apssukna.com) and send the same duly filled and complete in all respects along with attested photocopies of Educational and Experience certificates, Two copies of recent passport size photograph along with DD of Rs 250/- (Non Refundable) in favour of Principal, Army Public School, Sukna by **20 Mar 2024**. Incomplete application forms and application from send through email will NOT be accepted.
3. Interview for shortlisted candidates will be held at APS Sukna on **24 Mar 2025**. No TA/DA is admissible.
4. Written Test for Computer Proficiency will be held on date of Interview. School Management reserves all rights of Selection/Rejection based on QR/Experience/Merit of Interview.
5. Age Limit should not exceed 40 years in respect of candidate who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching experience of 05 years in appropriate category.
6. Contact Details & address of School: APS Sukna, PO-Sukna, Dist: Darjeeling, West Bengal, Pin 734009.

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 08 Mar 2025

Sd/ x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

পাহাড়ে জলসংকটের আশঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সকালের কালো মেঘ সরিয়ে হালকা রোদের ঝলক। বিকেল হতে না হতেই আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। বসন্তে সান্দাকফুতে তুষারকণা আছড়ে পড়া, নতুন করে। কালিম্পং তো বটেই, দার্জিলিংয়ের একাধিক জায়গা শনি-দুপুরে শিলাবৃষ্টির সাক্ষী। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে মেঘ-বৃষ্টির ঘটা এখনই কাটবে না। বরং হোলির রং পাহাড়ে জলে ধুয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি পাহাড়ে বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে? পানীয় জলের জোগানে টান পড়বে না তো? পরিস্থিতি অবশ্য তেমন আশা জাগাচ্ছে না। পরিবর্তে এবছর গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে জলসংকট মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে।

বৃষ্টি এবং তুষারপাতের অভাবে এবার শীতের সময় দার্জিলিং থেকেছে শুখা। শুকিয়ে কাঠ হয়েছে ঝোরাগুলি। ফলে গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে জলের জোগান ঘটবে কোথা থেকে, বড় হয়ে উঠছে সেই প্রশ্ন। জলসংকট পাহাড়ে নতুন নয়, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ঝোরাগুলির শুকিয়ে যাওয়াটাই বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, সাধারণত দার্জিলিংয়ে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৮.৭ মিলিমিটার। কিন্তু এই সময়কালে এবার বৃষ্টি হয়েছে ১৭১.২ মিলিমিটার। অর্থাৎ মাত্র ৯ শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে। কালিম্পংয়ে ১৬৬.৫ মিলিমিটারের পরিবর্তে বৃষ্টি হয়েছে ২০৪.২ মিলিমিটার। অর্থাৎ ২৩ শতাংশ বৃষ্টি বেশি হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এমন পরিসংখ্যানে ভয়ের কিছু থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আছে। কেননা, তিন মাসের যোগফলে তেমন হেরফের নজরে পড়ছে না মূলত অক্টোবরের বৃষ্টিতে। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ৩১ অক্টোবর তো অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুখা থেকেছে পাহাড়। যা অনেকটাই স্পষ্ট জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির যোগফলে। এই দুই মাসে দার্জিলিংয়ে ৩১.৯ মিলিমিটারের পরিবর্তে বৃষ্টি হয়েছে ৪.৪ মিলিমিটার এবং কালিম্পংয়ে ৪০.২ মিলিমিটারের পরিবর্তে ১৬.৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ পাহাড়ের দুই শহরে বছরের প্রথম দুই মাসে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬ এবং ৫৯ মিলিমিটার। পাহাড়ে অতীতে এমন বৃষ্টির ঘাটতি দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এবছর শীতের সময় অধিকাংশ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দক্ষিণমুখী হয়েছে। ফলে দার্জিলিং পাহাড়ে তেমন বৃষ্টি হয়নি।'

এ কারণে পর্যটন মরশুম নিয়ে জলসংকটের আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছে। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলছেন, 'তুষারপাত এবং জাঁকিয়ে ঠান্ডার অভাবে এবছর শীতের সময় সেভাবে পর্যটকদের পাওয়া যায়নি। গ্রীষ্মের সময় জলের সমস্যা কী করে মিটবে, বুঝতে পারছি না।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মার আশ্বাস, 'বৃষ্টি কম হলেও পানীয় জলের সংকট যাতে না দেখা যায়, তার জন্য জিটিএ কাজ করছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।' বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে সমতলেও। যথারীতি শনিবার একপশলা হয়েছে উত্তরের অনেক জায়গাতেই।

বসন্তের বৃষ্টি কি শীতের ঘাটতি মেটাতে পারবে?

শিক্ষা/দীক্ষা

■ আগামী শিক্ষাবর্ষে IX-XII CBSE Mathematics করার জন্য শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ করুন। বিশ্বাসপাড়া, বালুরঘাট- 8637520460, সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি-9476151451. (C/115228)

Tuition

■ বাড়ি গিয়ে ব্যাচে যত্ন সহকারে WB, ICSE, CBSE Math/Sci. পড়ানো হয়। (M) 62975-61996 (Slg.). (C/115230)

Physics Coaching Class

■ A Smart Physics Coaching Class for CBSE/ICSE/WB/NEET/JEE (Main and Advance)/WBJEE, Engineering Physics and Foundation Course for Class X at Ashrampara, Siliguri. The above Class will Conduct by an Experience IIT'ian. (M) 8837030364. (C/115230)

ক্রয়

■ উত্তরবঙ্গে চালু পেট্রোল পাম্প লিজে, খরিদ করিতে চাই। (M) 7063107623/94770-76871. (C/115604)

বিক্রয়

■ New 3BHK, 2nd, 3rd Flr with Parking for Sale. Aurobindo Pally, Siliguri, 9650006491. (K/D/R)

■ অরবিন্দপল্লি কালীবাড়ির নিকট 300 Sq.Ft. Garage বিক্রয় হবে। M : 6294594711. (C/115165)

বিক্রয়

■ Ready-to-move Flats for sale in College Para, Siliguri. 1350 Sq.Ft. (1st Floor). Prime Location, great deal. Call - 9832489149. (C/115141)

■ 2 BHK flat for sale, U. Bharat Nagar, Siliguri (M) 6294189125. (C/115230)

■ 650 sq.ft. Furnished Shop Sale, Hakimpara, Siliguri. 9093242424.

■ Flat for Sale, 1st & 3rd Floor (1050 Sq.Ft.) near Kundu Pukur Field, Ward- 38. (M) 98320-84306. (C/115155)

■ শিলিগুড়ি গোপাল মোড়ে বাড়ি সহ চারকাঠা জমি বিক্রয়। মোবাইল- 9932813015. (C/115172)

■ 6.5 K. land Road Side at Mouza Shikarpur @2.5L, 7001250493. (C/115605)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্র হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮১/২' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½। (M) 9735851677. (C/115219)

■ বামনপাড়া (জলঃ) 1.96 কাঠা জমি সত্বর বিক্রি হবে। ফ্রন্ট 32', রাস্তা 10', শুধুমাত্র ক্রেতারাই যোগাযোগ করুন। 8906542885. (C/114762)

■ 6-7 কাঠা মৌজা খরিয়া R.S. Plot No. 2 and 3 সেনপাড়া, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগ - 9810081644. (114755)

■ 1322 Sqft Flat Sell 50 Lakh. Alipurduar, near Mahakaldham Dooars Sweet. M: 8653671165. (C/115192)

বিক্রয়

■ কোচবিহার Bang Chatra Road-এ রাস্তার পাশে 3 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। (M) 98320 91558. (C/114646)

■ Sale 3 BHK 1100 sqft flat 3rd Floor, Hakimpara, Near TS Club. M : 9832456100. (C/115228)

■ Flat for sale at Hakimpara 1300 sqft 1st floor front side 3BHK. Rs. 51 Lac. M : 7076462095. (C/115229)

হোম ডেলিভারি

■ বাড়িতে তৈরি খাবার Home delivery করা হয়, Monthly সুবিধা আছে ও ছোট অনুষ্ঠানের অর্ডার নেওয়া হয়, শিলিগুড়ি : 7319414238. (C/115175)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/115230)

চিকিৎসা

■ শিশুর সুস্থতার জন্য ফ্রি 'আয়ুর্বেদিক সুবর্ণপ্রাশন' সেন্টার খুলতে সেবাপ্রেমী ব্যক্তি/সংস্থা কাম্য। 8637808864. (K)

ভাড়া

Rent for office/Shop/Godown 150 Sq.ft. Sanghati More, E. V. Pally, Slg. Contact : 9832537734. (C/115225)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/115228)

■ ছেলে, মেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ-খণ্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলে-মেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এমএ,পি.এইচ.ডি. যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ অরুণাচল 25/4, কাশ্মীর 17/4, 21/5, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, আন্দামান 15/4 পর্যন্ত যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

ভাড়া

■ 2BHK Flat for Rent Hakimpara, Siliguri. (M) 9332907899. (115230)

কর্মখালি

■ Marketing Executive, Tele Caller, Travel Guide. For Reputed Travel Company. inbox CV to vacancy.pmt@gmail.com M. 9735167890.

■ বিউটিসিয়ান আবশ্যক, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। Mob : 9851394363. (C/115152)

■ গৃহস্থ বাড়ির রান্নার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই। থাকা, খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 8116441786. (C/115227)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139. (C/115227)

■ কোচবিহারে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে চাই। তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। মোঃ 7602847792. (C/115185)

■ কোচবিহারে নার্সিংহোমের জন্য Management Staff-2 জন, Accountant-2 জন, উভয় পদেই Computer জানা আবশ্যক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রগণ্য। Bio-data সহ যোগাযোগ করুন বিকেল 4.30 to 5.30., Mob.No. 9434136832. (C/114644)

■ দিনহাটা, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার-এইসব এলাকাতে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে (ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রেফারেবল) এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা রিসেপশনিস্ট চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. (C/114648)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন রিটায়ার্ড অধ্যাপকের জন্য ভদ্র, অল্পশিক্ষিতা, সম্পূর্ণ পিছুটানহীন মহিলা সহায়িকা চাই। (M) 9434249237. (C/115169)

■ শিলিগুড়িতে স্ক্রাবার প্যাড বিক্রয়ের জন্য পুরুষ সেলসম্যান চাই, মাহিনা ১০,০০০+ উদ্দীপক। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬. (C/115180)

■ Security Guard চাই। ৮ ঘণ্টা Duty. Salary 10250/-, O.T. Extra. থাকা ও খাওয়ার সুবিধা আছে। Mob.No. 8967577096. (C/114761)

■ Wanted a Fulltime Accountant (B.Com.), Tally & GST experienced for a reputed firm in Siliguri. Salary negotiable. E-mail CV to tanmoysaha.gsaha@gmail.com, Mob.No. 9434464720. (C/115607)

■ বাড়িতে গৃহস্থালি কাজের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9832492627. (C/115221)

■ কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য কাজ জানা মহিলা কর্মচারী চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। 'স্বর্ণালী বুটিক', লেকটাউন, শিলিগুড়ি। Ph : 9474874830. (C/113436)

■ মুম্বইতে রিটেল চেইন-এ সেলসের কাজে সত্বর লোক চাই। বেতন : 12-16000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)

■ শিলিগুড়িতে এবং জলপাইগুড়িতে নাচ/গান/ছবি আঁকায় পারদর্শী স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকা চাই। অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য। W/AP CV : 7407452164. (C/115182)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির সর্বক্ষণ কাজের জন্য মহিলা চাই 30-35 বছরের। বেতন- 12000/-. (M) 9933634290. (C/115230)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, বাড়িতে গাড়ি ধোয়ার জন্য লোক চাই। Ph : 8670389180. (C/115226)

■ জুতার দোকানের জন্য সেলসম্যান প্রয়োজন (রিটেলস)। ধূপগুড়ির বাসিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোঃ 8918613741.

■ শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ২টা ফ্ল্যাট-এর ঠিকা কাজের জন্য সকাল 10টা থেকে দুপুর 4টা অবধি কাজের মহিলা চাই। (M) 8759576807. (C/115228)

■ জলপাইগুড়ি শহরে একজন মহিলার ২৪ ঘণ্টা গৃহস্থালি কাজের জন্য পিছুটানহীন মধ্যবয়সি মহিলা প্রয়োজন। M.No. 9832078318. (C/114763)

■ ভারতের No.-1 কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি-'কুচিনা', শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, দিনহাটা প্রভৃতি ব্রাঞ্চে ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেবে। কমপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যক্তিরা আবেদনেযোগ্য। Good fixed salary+কমিশন। PF, ESIC-র সুবিধা আছে। ফ্রি-তে থাকা,খাওয়া দেওয়া হয়। Ph : 8116602333. (C/115229)

■ শিলিগুড়িতে ১ জনের সংসারে সবরকমের কাজের জন্য বাঁধা মহিলা চাই। বেতন-৮০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ-7908102893. (C/115230)

■ GST Bill করতে এক্সপার্ট ও কম্পিউটারে দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। U & T Boutique, জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/115230)

■ চানাচুর ফ্যাক্টরিতে মটর পেকিংয়ের জন্য (কনট্রাকচুয়াল) মহিলাদের প্রয়োজন। স্থান-পশ্চিম ভক্তিনগর, নিয়ার বিবাদি সংঘ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (M) 9733303451.

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্না ও রান্নাঘরের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময়-সকাল 8.30টা থেকে সন্ধে 6.30টা। বেতন 8500 টাকা + খাওয়া। যোগাযোগ-8250412996. (C/115231)

■ শিলিগুড়িতে ১টি দেশি গোরুর দুধ ছ্যাকা এবং মালির কাজ জানা ১ জন মাঝবয়সি লোক চাই। বেতন ৯০০০ টাকা। থাকা ও খাওয়া ফ্রি। (M) 9002590042. (C/115232)

■ Experienced Laboratory Teachnicians and Marketing Manager needed in PETLAB diagnostic centre. Ph. 8158933766. (C/115199)

Requirement of Teacher

■ At MGM Sr. Secondary School Saharghat Madhubani Bihar, Regd. No. 83/14 Application for PGT, TGT with English Exp. 2 year and above. Cont. 9199944230, 9800203840. (C/115234)

Delhi Public School

■ (DPS-Dooars), Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204, Affiliated to CBSE - New Delhi - Affiliation No. 2430291, Applications are invited for the following posts:- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PGT-English, Librarian-M Lib, Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 19/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com, Principal.

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করুন একজন অগ্নিবীর হিসেবে

নির্বাচন মানদণ্ড	সৈন্যবাহিনী	নৌবাহিনী	বিমানবাহিনী

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সৈন্যবাহিনী

অগ্নিবীর (সাধারণ দায়িত্ব) (সমস্ত শাখা) এবং অগ্নিবীর (সাধারণ দায়িত্ব) (মহিলা সামরিক পুলিশ) : পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে ৪৫% নম্বর এবং প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩% নম্বর সহ দশম শ্রেণি/ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হতে হবে। গ্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করা বোর্ডের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত হিসেবে শতাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রেডগুলি বিবেচনা করা হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ বৈধ লাইট মোটর যানবাহনের (এলএমভি) ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ প্রার্থীদের ড্রাইভারের প্রয়োজনীয়তার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অগ্নিবীর (প্রযুক্তিগত) (সমস্ত শাখা) - পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, গণিত এবং ইংরেজি সহ যে কোনও ন্যূনতম সর্বমোট ৫০% নম্বর এবং প্রতিটি বিষয়ে ৪০% নম্বর সহ ১০+২/ অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অথবা ১০+২/ অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, গণিত এবং ইংরেজি সহ যেকোন স্বীকৃত রাজ্য শিক্ষা বোর্ড বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড থেকে এনআইওএস এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের জন্য আইটিআই কোর্স সহ এনএসকিউএফ স্তরে ৪ বা তার উপরে উত্তীর্ণ হতে হবে। অথবা মোট ৫০% নম্বর এবং ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞানে ন্যূনতম ৪০% নম্বর সহ দশম শ্রেণি/ মেট্রিক উত্তীর্ণ এবং আইটিআই থেকে ০২ বছরের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ বা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দুই/তিন বছরের ডিপ্লোমা সহ (যান্ত্রিক মোটর যানবাহন, মেকানিক ডিজেল, ইলেকট্রনিক মেকানিক, টেকনিসিয়ান পাওয়ার ইলেকট্রনিক সিস্টেম, ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, যন্ত্র কারিগর, নক্সাকার (সকল প্রকার), সার্ভেয়ার, জিও ইনফরমেটিক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদ্ধতির রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি, কারিগর বনাম চালনাকারী ইলেকট্রিক যোগাযোগে পদ্ধতি, ভেসেল নেভিগেটর, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্র প্রযুক্তি) ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।

অগ্নিবীর (ক্লার্ক/স্টোর কিপার টেকনিক্যাল) - যেকোনো শাখায় (কলা বিভাগ, কমার্স, বিজ্ঞান) সহ ১০+২/ অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় ৬০% মোট নম্বর নিয়ে এবং প্রতিটি বিষয়ের ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। ইংরেজি এবং গণিত/অ্যাকাউন্টস/বুক কিপিংয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৫০% নম্বর নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান দশম উত্তীর্ণ (সমস্ত শাখা) - সাধারণ দশম উত্তির্ণ (মোট শতাংশে কোনো শর্ত নেই তবে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে ৩৩% নম্বর পাওয়া আবশ্যক)।

অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ (সমস্ত শাখা) - সাধারণ অষ্টম শ্রেণি উত্তির্ণ (মোট শতাংশে কোনো শর্ত নেই তবে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে ৩৩% নম্বর পাওয়া আবশ্যক)।

নৌবাহিনী

অগ্নিবীর (সিনিয়র সেকেন্ডারি নিয়োগ) ঃ ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারা স্বীকৃত যে কোনও বোর্ড স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে গণিত ও পদার্থ বিদ্যা নিয়ে ১০+২-এ ন্যূনতম মোট ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তির্ণ হতে হবে

অথবা

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লমা পাঠক্রম (মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/ কম্পিউটার সায়েন্স/যান্ত্রিক প্রযুক্তি বিদ্যা/তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যায়) কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির অধিনস্থ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

অথবা

২ বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের সঙ্গে অবৃত্তিমূলক বিষয় যেমন- পদার্থ বিদ্যা এবং গণিতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

অগ্নিবীর (ম্যাট্রিক নিয়োগ) - সরকার স্বীকৃত যে কোনও বিদ্যালয় / বোর্ড থেকে নূন্যতম নম্বর নিয়ে দশম অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অগ্নিবীর (ম্যাট্রিক নিয়োগ সঙ্গীতজ্ঞ) - সরকার স্বীকৃত যে কোনও বিদ্যালয় / বোর্ড থেকে ন্যূনতম মোট ৫০% নম্বর নিয়ে নম্বর নিয়ে দশম অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বিমানবাহিনী

বিজ্ঞান বিষয়গুলি - প্রার্থীদের কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির অধীনস্থ শিক্ষা বোর্ডগুলি থেকে ন্যূনতম ৫০% নম্বর সঙ্গে ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর নিয়ে অন্তর্বর্তী/১০+২/এর সমান পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিদ্যা এবং ইংরেজিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

অথবা

৩ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে (মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক/অটো মোবাইল/কম্পিউটার সায়েন্স/যান্ত্রিক প্রযুক্তি বিদ্যা/তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যায়) কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ৫০% নম্বর নিয়ে এবং ইংরেজি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে ৫০% নম্বর (অথবা অন্তর্বর্তী/ম্যাট্রিকুলেশন ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে যদি ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরেজি বিষয় না থাকে) নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

অথবা

২ বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের সঙ্গে অবৃত্তিমূলক বিষয় যেমন- পদার্থ বিদ্যা এবং গণিতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর পেতে হবে। (অথবা অন্তর্বর্তী/ম্যাট্রিকুলেশন ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে যদি ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরেজি বিষয় না থাকে)।

বিজ্ঞান বিষয় ছাড়া - কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির অধীনস্থ শিক্ষা বোর্ডগুলি থেকে যে কোনও বিভাগে/বিষয়ে ন্যূনতম ৫০% নম্বর সঙ্গে ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর নিয়ে অন্তর্বর্তী/১০+২/এর সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অথবা

২ বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর পেতে হবে। (অথবা অন্তর্বর্তী/ম্যাট্রিকুলেশন ৫০% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে যদি ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরেজি বিষয় না থাকে)।

দ্রষ্টব্য-১ ঃ বিজ্ঞানের বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষাগুলিতে যোগ্য প্রার্থী বলে নির্বাচিত হবে (অন্তর্বর্তী/১০+২/ ৩ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স অথবা ২ বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রম সঙ্গে অবৃত্তিমূলক বিষয়গুলি যেমন- পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে উত্তীর্ণ ব্যক্তি) বিজ্ঞান বিষয় ছাড়াও প্রার্থীরা বিজ্ঞান বিষয় এবং বিজ্ঞান বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয়গুলিতে পরীক্ষায় অনলাইন নিবন্ধিকরণ ফর্ম পূরণ করার দ্বারা একবার অবতীর্ণ হওয়ার বিকল্প পাবেন।

দ্রষ্টব্য-২ ঃ কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির নিবন্ধিকরণ তারিখ অনুসারে স্বীকৃত শিক্ষামূলক বোর্ডগুলিকেই বিবেচিত করা হবে।

দ্রষ্টব্য-৩ ঃ সঠিক নম্বরের শতাংশ ১০+২/ অন্তর্বর্তী/এর সমান পরীক্ষা/৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স/২ বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের নম্বর গণনালব্ধ করা হবে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বোর্ড/পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নিয়মগুলির অনুসরণের দ্বারা নির্ধারিত মার্কশিটে লিখিত নম্বরগুলি বিবেচিত করা হবে (উদাহরণস্বরূপ ৪৯.৯৯%কে ৪৯% ধরা হবে এটিকে ৫০% বলে গণ্য করা হবে না।)

অগ্নিবীর বায়ু (সঙ্গীতজ্ঞ) ঃ সরকার স্বীকৃত যে কোনও বিদ্যালয়/বোর্ডগুলি থেকে ন্যূনতম পাশ নম্বর নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন/দশম শ্রেণি অথবা এর সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

লিঙ্গ

- সৈন্যবাহিনী: **পুরুষ এবং মহিলা (শুধুমাত্র সামরিক পুলিশ এর জন্য)**
- নৌবাহিনী: **পুরুষ এবং মহিলা**
- বিমানবাহিনী: **পুরুষ এবং মহিলা**

উচ্চতা

সৈন্যবাহিনী

ক্রম	অঞ্চলগুলি	ন্যূনতম উচ্চতা (সেমি.)
১	মহিলা (জেনারেল) গাড়োয়ালি, গোর্খা, লাদাখি, স্বীকৃত আদিবাসী এলাকাগুলির আদিবাসী, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (সিকিম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম)	১৬২ ১৫৮
২	পুরুষ পশ্চিমী হিমালয়ান- জম্মু এবং কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব হিল (হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী রাজ্য এবং সীমান্ত এবং মুকেরিয়ান হোসিয়ারপুরের উত্তর এবং পূর্ব দিকের রাস্তা, গারো সংকর এবং রূপার, গাড়োয়ালি এবং কুমাওন (উত্তরাখণ্ড)	১৬৩
	পূর্বাঞ্চল হিমালয়ান- সিকিম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল (দার্জিলিং জেলা)	১৬০
	পশ্চিমী সমতলভূমি- পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল (মিরাট এবং আগ্রা ডিভিশন)	১৭০
	পূর্ব সমতল ভূমি- উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা	১৬৯
	মধ্য সমতল ভূমি- মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দাদার, নগর, হাভেলি, দমন এবং দিউ	১৬৮
	দক্ষিণ সমতল ভূমি- অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, গোয়া এবং পুদুচেরী, আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জ	১৬৬
	ক্লার্ক/এসকেটি	১৬২

উচ্চতা শিথিলিকরণের অন্তর্বর্তী এলাকাগুলি	নূন্যতম উচ্চতা পুরুষদের জন্য (সেমি.)
লাদাখি	১৫৭
গোর্খা (নেপালি এবং ভারতীয় উভয়ই)	১৫৭
আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, লাক্ষাদীপের কিছু দল মিনিকয় অন্তর্গত এলাকার প্রার্থী	
(I) উপনিবেশিক	১৬৫
(II) স্থানীয়	১৫৫
স্বীকৃত আদিবাসী এলাকার আদিবাসী	১৬২

নৌবাহিনী

ন্যূনতম উচ্চতা ১৫৭ সেমি. তবে উচ্চতা শিথিলিকরণ সম্ভব সেই সমস্ত প্রার্থীতে যাদের স্থায়ী বাসস্থান নিম্নে উল্লেখিত এলাকাগুলিতে এবং প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ প্রার্থীদের

ক্রম	শ্রেণি বিভাগ	ন্যূনতম উচ্চতা
(ক)	লাদাখের আদিবাসী	১৫৫ সেমি
(খ)	আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জ, লাখাদীপ এবং মিনিকয় (স্থানীয়)	১৫৫ সেমি
(গ)	গোর্খা, নেপালি, অহমিয়া, গাড়োয়ালি, কুমাওনি এবং উত্তরাখণ্ড	১৫২ সেমি
(ঘ)	ভুটান, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল	১৫২ সেমি

বিমানবাহিনী

অগ্নিবীর বায়ু পুরুষদের উচ্চতা ১৫২ সেমি., অগ্নিবীর বায়ু (পুরুষ সঙ্গীতজ্ঞদের) উচ্চতা ১৬২ সেমি.

মহিলা (অগ্নিবীর বায়ু/অগ্নিবীর বায়ু সঙ্গীতজ্ঞ) উচ্চতা ১৫২ সেমি. উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত প্রার্থীদের সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৪৭ সেমি. গণ্য করা হবে যদি লাক্ষাদীপের কোনও প্রার্থী থাকে তবে তার ন্যূনতম উচ্চতা ১৫০ সেমি. গণ্য করা হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'মহিলা প্রার্থী' উচ্চতা শিথিলিকরণ করা হবে যাদের স্থায়ী বাসস্থান উত্তর-পূর্ব/উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল/লাক্ষাদীপ তাদের স্থায়ী বাসস্থান নথির সঙ্গে স্থায়ী বাসস্থানের স্থিতি অনুমোদন জমা করতে হবে দ্বিতীয় স্তরের পরীক্ষার সময়।

আরও প্রার্থী যারা উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা তাদের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার নথিতে পরিষ্কার ভাবে অনুমোদনের উল্লেখ থাকা অনিবার্য।

নির্বাচন পদ্ধতি

সৈন্যবাহিনী
স্তর ১- অনলাইন পরীক্ষা
সিইই (কমন এনট্রান্স পরীক্ষা)
স্তর ২-
শারীরিক উপযুক্ততা পরীক্ষণ, দৈহিক পরিমাপ পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নৌবাহিনী
স্তর ১- অনলাইন পরীক্ষা
আইএনইটি (ভারতীয় নৌবাহিনী প্রবেশিকা পরীক্ষা)
স্তর ২-
শারীরিক উপযুক্ততা পরীক্ষণ, লেখনী পরীক্ষা এবং নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বিমানবাহিনী
স্তর ১- অনলাইন পরীক্ষা
এসটিএআর (অগ্নিবীর বায়ু নিয়োগকারী সময়সূচি অনুসারে পরীক্ষা)
স্তর ২-
শারীরিক উপযুক্ততা পরীক্ষণ-১ এবং ২, উপযোগীকরণ পরীক্ষা-১ এবং ২ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শারীরিক উপযুক্ততা মান

সৈন্যবাহিনী

পুরুষ

গ্রুপ	১.৬ কিমি দৌড় - সময় (শুরু)	১.৬ কিমি দৌড় - সময় (শেষ)	নম্বর	বিম (পুল আপ) - পুল আপ	বিম (পুল আপ) - নম্বর	৯ ফিট ডিচ	জিগ-জ্যাগ ব্যালেন্স
গ্রুপ ১		৫ মিনিট ৩০ সে. পর্যন্ত	৬০	১০	৪০	যোগ্য হওয়া অনিবার্য	যোগ্য হওয়া অনিবার্য
গ্রুপ ২	৫ মিনিট ৩১ সে.	৫ মিনিট ৪৫ সে.	৪৮	৯	৩৩		
গ্রুপ ৩	৫ মিনিট ৪৬ সে.	৬ মিনিট	৩৬	৮	২৭		
গ্রুপ ৪	৬ মিনিট ০১ সে.	৬ মিনিট ১৫ সে.	২৪	৭	২১		
				৬	১৬		

দ্রষ্টব্য : অগ্নিবীর প্রযুক্তি এবং অগ্নিবীর অফিস সহায়তাকারী/এসকেটি-তে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শুধুমাত্র এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে হবে।

মহিলা

১.৬ কিমি দৌড় - গ্রুপ	১.৬ কিমি দৌড় - সময়	১০ ফিট লং জাম্প	৩ ফিট হাই জাম্প
গ্রুপ ১	৭ মিনিট ৩০ সে. পর্যন্ত	যোগ্য হওয়া অনিবার্য	যোগ্য হওয়া অনিবার্য
গ্রুপ ২	৮ মিনিট পর্যন্ত		

নৌবাহিনী

লিঙ্গ	১.৬ কিমি দৌড়	স্কোয়াট (ওঠ বস)	পুস আপ	হাঁটু মুড়িয়ে ওঠ বস
পুরুষ	০৬ মি. ৩০ সে.	২০	১৫	১৫
মহিলা	০৮ মি.	১৫	১০	১০

বিমানবাহিনী

লিঙ্গ	১.৬ কিমি দৌড়	স্কোয়াট (ওঠ বস) (সময়)	পুস আপ (সময়)	ওঠ বস (সময়)
পুরুষ	০৭ মি.	২০ (০১ মি.)	১০ (০১ মি.)	১০ (০১ মি.)
মহিলা	০৮ মি.	১৫ (০১ মি.)	--	১০ (০১ মি.) এবং ৩০ সে.

বয়স	১৭ ১/২ - ২১ বছর দ্রষ্টব্য (ভারতীয় সামরিক বাহিনী অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র মহিলা সামরিক পুলিশের জন্য) - কার্যকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা কর্মী মৃত্যু হওয়ায় তার বিধবা পত্নির জন্য ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সের মানদণ্ড শিথিল করা হবে।
চাকরির সময়কাল	৪ বছর
সাধারণ ক্যাডার রূপে নিয়োগ	পরিষেবা অনুসারে সংস্থার বিভিন্ন প্রয়োজন এবং নিয়ম ও শর্তাবলি চাকরির ৪ বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পর ঘোষণা করা হবে। অগ্নিবীর সামরিক বাহিনীতে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ করে দেবে। এই আবেদনটি কেন্দ্র অনুসারে তাদের সমস্ত শর্তাবলির সঙ্গে ৪ বছরের সময়কালীন কার্যের কর্মক্ষমতা এবং ২৫% পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাচের অগ্নিবীররা ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে একজন স্থায়ী ক্যাডার রূপে যোগদান করতে পারবে। অগ্নিবীরদের কোনও রকম ক্ষমতা নেই ভারত সরকারের দ্বারা নিয়োগ ঘোষণা হওয়ার আগেই নিজেদের নিয়োগ করা। অগ্নিবীরের সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা ভারত সরকারের দ্বারা ঘোষিত হবে।
বৈবাহিক স্থিতি এবং গর্ভাবস্থা	শুধুমাত্র অবিবাহিত ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থী অগ্নিবীরের নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নিয়োগের সময় প্রার্থীদের 'অবিবাহিত' নথি জমা করতে হবে। অগ্নিবীররা তাদের ৪ বছরের চাকরির সময়কালে বিয়ে করার অনুমতি পাবেন না। যদি তাদের এই ৪ বছরের চাকরির সময়কালে অবিবাহিত নথি জমা দেওয়ার পরেও বিবাহিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় তবে তাদের অগ্নিবীর থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এই সময়কালে মহিলা প্রার্থীরা কোনও ভাবে গর্ভবতী হতে পারবে না। এই ধরনের মহিলাদের নিম্ন স্বাস্থ্য শ্রেণির (এলএমসি) গর্ভবতী হওয়ার কারণে অন্তর্ভুক্ত করে এই পরিষেবা বাতিল করা হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা একজন স্থায়ী ক্যাডার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে। দ্রষ্টব্য (ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র মহিলা সামরিক পুলিশের জন্য) - মহিলা যারা বিধবা আইনগত ভাবে ডিভোর্স এবং তাদের কোনও সন্তান নেই এমন নথি উপস্থাপিত করতে সক্ষম, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত ব্যক্তির বিধবা পত্নি সন্তান থাকা সত্ত্বেও এবং পুনরায় বিবাহিত না হওয়ার কারণে আবেদন করতে যোগ্য।
স্বাস্থ্যের মানদণ্ড	প্রার্থীদের নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলির জন্য বিহিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই বিষয়ে বিষদ বিবরণ নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলির ওয়েব সাইটে উপলব্ধ থাকবে।

বেতন ভাতার সঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ এবং অগ্নিবীর কর্পাস ফান্ড (সেবা নিধি প্যাকেজ)

এই প্রকল্পে যেই অগ্নিবীররা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে তারা প্রতিমাসে ৩০ হাজার টাকার অগ্নিবীর প্যাকেজ পাবে, সঙ্গে নির্দিষ্ট বার্ষিক মুনাফা পাবে। এছাড়াও কঠিন পরিস্থিতি এবং ঝুঁকির মধ্য দিয়ে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত ভাতা পাবে। পোষাক এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভাতা দেওয়া হবে। রেশন, পোষাক, বসবাসের স্থান এবং ভ্রমণের জন্য ভাতা পাবে উপস্থিত শর্তাবলির দ্বারা। অগ্নিবীররা এককালীন সময়ের জন্য সেবানিধি প্যাকেজের দ্বারা মাসিক যেই ভাতা সরকারের দ্বারা পরিষেবার সময়কালে পেয়ে থাকবে। সেটি নীচে উল্লেখ করা হল -

বছর	কাস্টমাইজড প্যাকেজ (মাসিক)	হাতে (৭০%)	অগ্নিবীর কর্পাস ফান্ড (৩০%) কর প্রদান	অগ্নিবীর কর্পাস ফান্ড কর প্রদান গোলের দ্বারা
	অর্থমূল্য (মাসিক কর প্রদান)			
১ম বছর	৩০০০০	২১০০০	৯০০০	৯০০০
২য় বছর	৩৩০০০	২৩১০০	৯৯০০	৯৯০০
৩য় বছর	৩৬৫০০	২৫৫৫০	১০৯৫০	১০৯৫০
৪র্থ বছর	৪০০০০	২৮০০০	১২০০০	১২০০০
অগ্নিবীর কর্পাসে ফান্ডে মোট কর প্রদান ৪ বছর পর			টাঃ ৫.০২ লক্ষ	টাঃ ৫.০২ লক্ষ
৪ বছর পর বেরিয়ে গেলে	আনুমানিক টাকা ১০.০৪ লক্ষ সেবানিধি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত (সম্পূর্ণ অর্থমূল্য সুদ বাদে)			

জীবন বিমা	পরিসেবাকালীন সময়ে অগ্নিবীরদের করবিধি জীবন বিমা টাকা ৪৮ লক্ষ দেওয়া হবে।
মৃত্যুর পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণ	৪৮ লক্ষ জীবন বিমার সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত পরিষেবার জন্য এককালীন সময়ে ৪৪ লক্ষ টাকা এনওকে-এর দ্বারা প্রদান করা হবে।
অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ	এককালীন সময়ে টাকা ৪৪/২৫/১৫ লক্ষ অক্ষমতার শতাংশ অনুসারে (১০০%/ ৭৫%/৫০%) অগ্নিবীরদের প্রদান করা হবে।
ছুটি	বছরে ৩০ দিনের ছুটি অগ্নিবীরদের জন্য ধার্য করা হবে। সঙ্গে অসুস্থতার কারণে ছুটি ধার্য করা হবে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের উপর নির্ভর করে।
স্বাস্থ্য এবং সিএসডি সুযোগ	ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে পরিষেবাকালীন সময়ে পরিষেবাকারী বিভিন্ন হাসপাতাল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ অগ্নিবীরদের দেবে, সঙ্গে সিএসডি সংস্থান দেবে।

অনলাইনে আবেদন উপলব্ধ থাকবে : https://joinindianarmy.nic.in/ https://joinindiannavy.gov.in https://agnipathvayu.cdac.in

CBC 10701/13/0035/2425

মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে একদল পড়ুয়া পড়ার বই কুচিকুচি করে ছিঁড়ে মেতে উঠেছে উল্লাসে। বছর কয়েক আগেও যা ভাবা যেত না। অনেকের ণত্বষত্ব জ্ঞান নেই। জীবনের মানেই পালটে গিয়েছে যেন। স্কুলে পড়াশোনা নিয়ে নতুন প্রজন্মের ভাবনা পালটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে তা নিয়েই চর্চা।

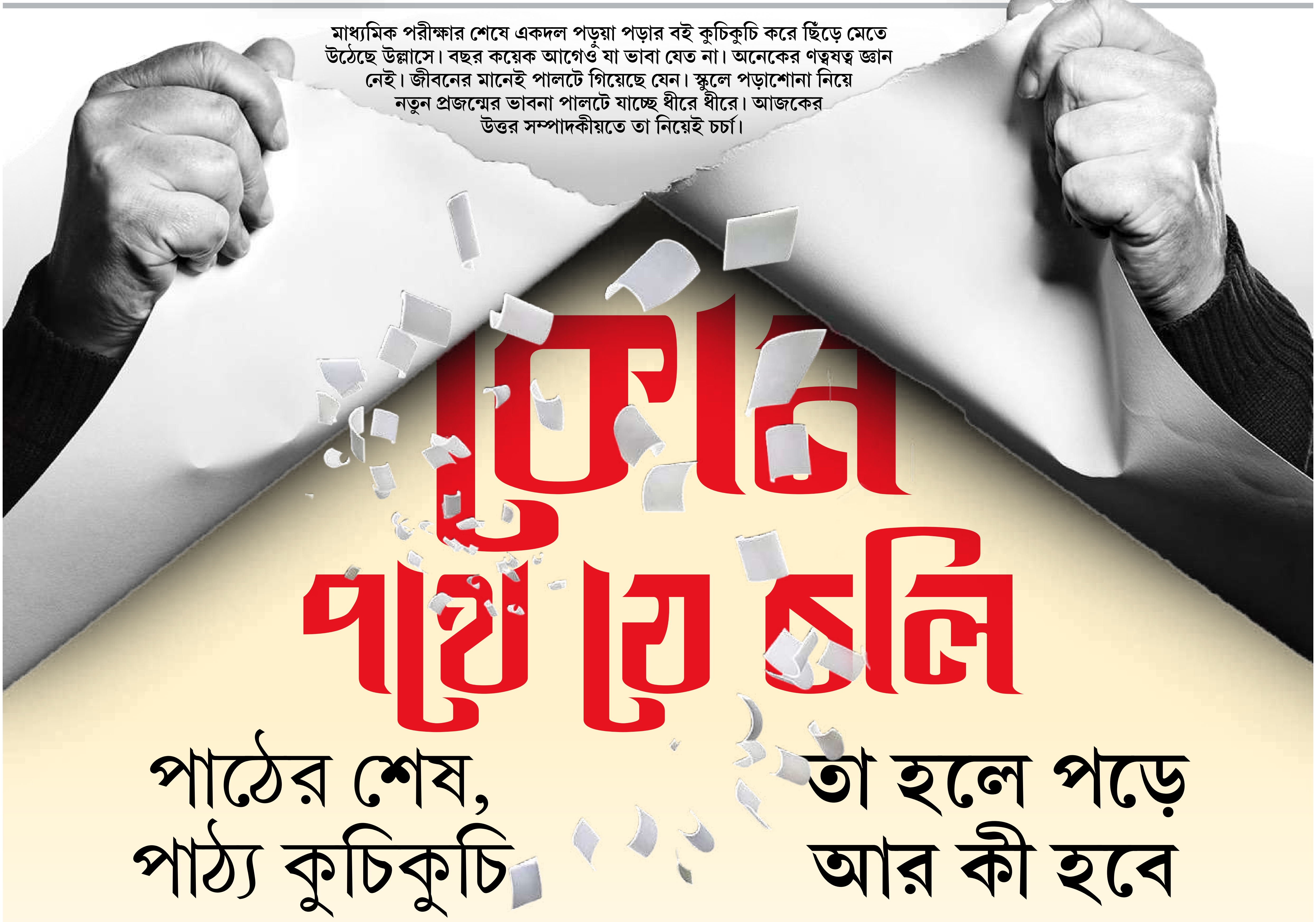

কোন পথে যে চলি

পাঠের শেষ, পাঠ্য কুচিকুচি

অম্লান কুসুম চক্রবর্তী

মহীনের ঘোড়াগুলির থেকে ধার করি। আবার বছর কুড়ি পরে নয়, আগে ফিরে যাই। আমার স্কুলজীবন। সামনেই মাধ্যমিক। এবারে অঞ্জন দত্তের কাছে ফিরে যাই ফের। আমার জানলা দিয়ে একটুখানি আকাশ দেখা যায়। যায় বলাটা ভুল হল। যেত। আজ তাকে খেয়ে নিয়েছে সতেরোতলা অট্টালিকা। হাইরাইজ। সামনেই ছিল এক মস্ত পুকুর। বেনেবুড়ি জলে ডুব দিত। পুণ্য করত। আর আমি পুণ্য করতাম পড়ার বই খুলে। 'সামনে একটা মস্ত পরীক্ষা, বাবা। এই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট জীবন বদলে দেয়। আর তো মাত্র দুটো বছর। উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট। ব্যাস। জীবন তৈরি।' গুরুজনদের থেকে শোনা এই কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে পড়ার টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া ড্রয়ারটা টানতাম। ওর মধ্যে বন্দি ছিল আমার আগামীদিনগুলোতে ছুটির মজা। মাধ্যমিকের শেষ আর উচ্চমাধ্যমিকের পড়ার শুরুর মধ্যে কয়েকটা দিন তো ময়ূরের মতো পেখম মেলে থাকে। পেখমজোড়া ছুটি। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। ড্রয়ারের মধ্যে রাখা ছিল গত বছরের শারদীয় আনন্দমেলা আর শুকতারা। প্লাস্টিকে মুড়িয়ে সেলোটেপ দিয়ে রেখেছিলাম, যেন গন্ধ না যায়। মনে পড়ে, খবরের কাগজ দেওয়া কাকু যেদিন 'বাবু, পুজোটা দিয়ে গেলাম', বলে হাঁক দিয়েছিল, মা এসে বলেছিল আমায়, 'সামনে যে মাধ্যমিক। এবারও!' প্লাস্টিকে মুড়ে রেখে দেওয়া কি নিজের কাছেই এক শপথগ্রহণ ছিল? নতুন বইয়ের গন্ধকে হাত জোড় করে বলেছিলাম, "যাস নে, যাস নে।" তাই প্লাস্টিক। তাই সেলোটেপ। বইমেলা যেতে পারিনি সেই বছর। বাবা এনে দিয়েছিল কাকাবাবু সমগ্র। আরেকটা প্লাস্টিকে মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম সেটাও। ক্লান্ত লাগলে ড্রয়ার খুলে একবার দেখে নিতাম। প্রচ্ছদ থেকে কাকাবাবু যেন বলে উঠতেন, 'আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। আমি আর সন্তু অপেক্ষা করে রয়েছি তোমার জন্য।' সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে আসা আমার এক দাদা আমায় উপহার দিয়েছিলেন দুটো ফ্লপির সেট। এক মাইক্রোচিপে এক টেরাবাইট তখন রূপকথার গল্পর মতো ছিল। পরীক্ষা শেষ হলে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ১.৪৪ মেগাবাইটের 'মস্ত' স্টোরেজে যে কোন ওয়ালপেপার ছেড়ে কোনটা ডাউনলোড করব তা নিয়ে এক আমি অন্য আমির সঙ্গে যুদ্ধ করত। প্রিয় বন্ধু বলেছিল, 'পুরী যাওয়ার ট্রেনের টিকিটটা ল্যামিনেট করে রেখে দিয়েছি পড়ার টেবিলে রাখা সরস্বতীর ঠিক পাশে। কবে যাচ্ছি জানিস? পরীক্ষা যেদিন শেষ হচ্ছে ঠিক সেদিন রাতে।' দেবী পড়ার শক্তি দিতেন। আর টিকিটটা ক্লান্তি থেকে ওকে মুক্তির সন্ধান দিত। পাঠ্যবইয়ের ওপরে মাঝেমধ্যে হাত বুলোতাম আমি। আমি বলা ঠিক হল না। আমরা। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে আর কয়েকদিন পরেই। হয় স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়া ভাইদের কাছে চলে যাবে। কিংবা স্থান পাবে বাড়িতে রাখা বইয়ের আলমারির একেবারে ওপরের তাকে। ওদের সঙ্গে নিত্যদিনের ওঠাবসা আর থাকবে না। স্থানাভাব হলে হয়তো বিক্রিও হয়ে যেতে পারে কয়েক মাস পরে।

পরীক্ষার শেষ দিনে বইয়ের পাতা কুচিকুচি করে উড়িয়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা হয়তো এর মর্ম বুঝতে পারবে না কোনওদিন। কিংবা, আমরাই হয়তো বুড়িয়ে গিয়েছি অনেক। মাত্র কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে এ বছরের মাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে যেভাবে ভেসে এসেছে পরীক্ষা শেষের উদযাপনের ছবি, তা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। শুধু তাই নয়। গলার কাছে যেন চেপে ধরল ভয়ের আঁকশি। সামাজিক মাধ্যমে, টেলিভিশনে, খবরের কাগজের অফলাইন এবং অনলাইন সংস্করণে দেখলাম বই কুচিকুচি করার দৃশ্য। উড়িয়ে দেওয়া ছিন্ন পাতা। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। এক জেলার খবর লজ্জা দিল অন্য জেলাকে। বই ছেঁড়া হয়েছে শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে। যে জেলাগুলো থেকে বই ছেঁড়ার ঘটনার কথা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা। আছে কলকাতাও। এই জেলাগুলি থেকে ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। আমরা জানতে পেরেছি। তবে বই ছেঁড়ার এই নয়া ট্রেন্ড দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যতটুকু জানতে পেরেছি, তার থেকে অনেক বেশি ঘটনা হয়তো আমাদের অজানাই রয়ে গিয়েছে।

পাঠ্যবই আমাদের কী দেয়? কয়েকটা পাতার মধ্যে শুধুই কি লুকিয়ে থাকে আগামী ক্লাসে ওঠার রাস্তা? বইয়ের পাতাগুলো কি আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলে না স্কুলজীবনে? বই মানে কি পরীক্ষা শুরুর আগের দিনে মাইক্রো ফোটোকপি? এক হতাশাগ্রস্ত ছাত্রের কথা জানতে পারলাম। সে বলেছে, 'পরীক্ষার হলে যদি বই থেকে টুকতেই না পারি, তাহলে সেই বই রেখে দিয়ে কী লাভ?' গার্ড নাকি অতিরিক্ত কড়া ছিলেন ওই স্কুলে। ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বইয়ের পাতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। কালো ফুটপাথ আলো করেছে টুকরো কাগজের কোলাজ। বই ছিঁড়ে ফেলা কি ওই ছাত্রটির কাছে শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার হাতিয়ার? পরীক্ষাকক্ষে যদি বই খুলে টুকতে পারা যেত, পাঠ্যপুস্তক প্রিয় হয়ে গিয়ে কি বক্ষে বিরাজ করত? হিজিবিজবিজ প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে চমকায়।

দিনের শেষে কপাল পুড়েছে মাধ্যমিকের পাঠ্যবইগুলির। পরিচিত এক অধ্যাপক এ প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত বিনা বাধায় পাশ করে যাওয়া যায় বলে ওই বইগুলোর ওপরে ছাত্রছাত্রীদের রাগ থাকে না। মাধ্যমিকের গায়ে লেগে থাকে প্রায়োরিটি তকমা। এই পরীক্ষার্থীদের সমাজ দেখে। রেজাল্ট বেরোলে প্রতিবেশীদের ফোন আসে। একেবারে বইবিমুখ হলে মাধ্যমিকে ফেল করাও অসম্ভব নয়। নবম-দশম শ্রেণির বইয়ের সঙ্গে তাই জোর করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। মনের মধ্যে রাগ থাকে বলেই সম্পর্কগুলোও হয়ে যায় অনেকটা ইউজ অ্যান্ড থ্রো-র মতো। পাতা ছিঁড়ে উল্লাসের মধ্যে তাই মিশে থাকে মুক্তির দামামা।'

কোন বিষয়ের পাঠ্যবইগুলির অন্তর্জলি যাত্রা সমাপ্ত হল তা জানতে বড় ইচ্ছে হয়। কতটা জটিল বই ছেঁড়ার সাইকোলজি? যে বিষয়ের পরীক্ষা খারাপ হল, সেই বই কি সবার আগে বিদায় নেয়? তার ওপরে তো সবচেয়ে বেশি রাগ থাকার কথা। ওটাই তো ডুবিয়েছে! পাতা ছিঁড়ে ফেলার সমীকরণ হয়তো এই সূত্র মেনে চলে না ঠিকঠাক। এক মনোবিদ বললেন, 'পাঠ্যবই ছিঁড়ে উড়িয়ে দেওয়া তো মুহূর্তের উদযাপন। রাগস্খালন। ফলে শেষ দিনে যে বিষয়ের পরীক্ষা থাকে, সেই বইগুলোর বিদায়ের মাধ্যমে মনের মধ্যে ডিজে বক্স বাজানোর সম্ভাবনাই বেশি।' বই ছিঁড়তে চাওয়া পরীক্ষার্থীদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করজোড়ে করা যেতে পারে।

পাঠ্যবই ছিঁড়তে বেশি ভালো লাগে না সহায়িকা? দ্বিতীয়টি থেকেই তো প্রশ্ন কমন আসে বেশি। বিজ্ঞাপন তাই বলে, অন্তত।

পরীক্ষার হলে টোকার বন্দোবস্ত থাকলে কি বইগুলো বেঁচে যেত?

বিনামূল্যে বই পাওয়ার সঙ্গে কি পাতা ছেঁড়ার ইচ্ছে সমানুপাতিক?

পরের দিন আফসোস হয়েছিল? জ্বালায় যারা, কুচিকুচি করে দিলেই কি প্রকৃত মুক্তি মেলে?

আমাদের মধ্যবিত্ত বড় হওয়ায়, যাপনে, পরীক্ষা খারাপ হওয়ার হতাশায় বইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করেনি কখনও। উপায়ও ছিল না। ওপরের ক্লাসের দাদাদের থেকে পাওয়া বই, কিছু কেনা বই আর নিজেরা ওপরের ক্লাসে উঠলে নীচের ক্লাসের ভাইদের বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই বৃত্ত আবর্তিত হত। প্রথম দশজনে থাকা দাদাদের বইগুলোর ডিমান্ড ছিল খুব। প্রতি পাতায় আন্ডারলাইন করা থাকত 'ইম্পরট্যান্ট' লাইন। চাহিদা ছিল ফাঁকিবাজদের বইয়েরও। পাতায় পাতায় উল্লেখ করা থাকত মনে রাখার জন্য নানা আজব শর্টকার্ট। সেগুলো মনের মধ্যে আজও অবিনশ্বর। মেঘের নামের পাশে দেখেছিলাম 'কেন মুলো নিম বাঁশ?' কিউমুলোনিম্বাস!

কুচি কুচি করা পাতার সঙ্গে তো মিলিয়ে যায় এগুলোও। পরীক্ষা শেষ হয়। রাস্তাজুড়ে হাহাকার জেগে থাকে।

(লেখক সাহিত্যিক)

তা হলে পড়ে আর কী হবে

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

সেদিন আমার ক্লাস সেভেনের এক ছাত্রকে মজার ছলে বললাম, ফাঁকি দিয়ে পড়াশোনা করলে শেষে গঙ্গারাম হতে হবে। সে জিজ্ঞেস করল, গঙ্গারাম কে? আমি বললাম 'আবোল তাবোল'-এর গঙ্গারাম, পড়িসনি?

সে বলল, 'কোন ক্লাসে ছিল?'

আমি যেই বললাম কোনও ক্লাসের পড়ায় নেই, সে সরল নির্লিপ্ত এক উত্তর দিল, 'তা হলে আর পড়ে কী হবে?'

এতে একটা অন্য ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলেজের গান-আড্ডা চলছিল। ক্লাসরুমের দেওয়ালে কয়েকজন মনীষীর ছবি। জুনিয়ার একজন ক্লাসে বসে প্র্যাকটিকাল লিখছিল। কথায় কথায় তাকে আরেকজন নজরুলের ছবির দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ছবিটা কার জানিস?'

সে বলল, 'চিনি না।'

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাজী নজরুল ইসলামকে চিনিস না?'

সেও অত্যন্ত নির্লিপ্ত এক উত্তর দিয়েছিল, 'এ আবার কে! আমি চিনে কী করব! ও কি আমার প্র্যাকটিকাল লিখে দিয়ে যাবে?'

সত্যিই তো! ওর প্র্যাকটিকাল নজরুলের পরিচিতির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আর কথা বাড়াইনি। কিছু বলারও ছিল না।

ঘটনা দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টা প্রথমটার পরিবর্ধিত রূপ বই আর কিছুই না। ক'বছর ধরে টিউশন পড়ানোর ফলে মোটামুটি দশ-এগারো থেকে আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ অনেক ওঠা-বসা মেলামেশার সুযোগ থাকে। এই কৈশোরটা বড় জটিল এক বয়স। এই বয়সটাই একজনকে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার সেই বিভাজিত দুটি রাস্তার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর যে কোনও একটি পথ ধরে আমরা যৌবন ঘুরে বার্ধক্যের ট্রেন ধরি। ওই কৈশোরের পথ নির্বাচন আমাদের বার্ধক্যের ট্রেনের কামরার টিকিট দেয়। কেউ পায় ফার্স্ট ক্লাস, কেউ পাতি জেনারেল।

আমি আমার অনেক ছাত্রের মুখেই শুনি,

'স্যর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তো। আমার চ্যানেলের নাম ওমুক।'

জিজ্ঞেস করি, কী কী বিষয়ে ভিডিও আপলোড হয় চ্যানেলে। বেশিরভাগ সময়ই উত্তর আসে হয় মাইনক্র্যাফট, নয় ফ্রি-ফায়ারের গেম স্ট্রিমিং, অথবা এমনই বিভিন্ন অনলাইন বা অফলাইন ভিডিও গেম ও সেসব সম্পর্কিত বিষয়। ওদের বয়সে যা খুব স্বাভাবিক।

ওই বয়সের একজন ছাত্রের ইউটিউব চ্যানেলে আমেরিকার বিদেশনীতি বা হরপ্পার খননকার্য নিয়ে ভিডিও থাকলেই তা অস্বাভাবিক লাগত। আমি ওদের মন রাখতে হেসে সাবস্ক্রাইব করে দিই। বর্তমানে যা আমায় সবচেয়ে বিস্মিত করে তা হল এই বাচ্চাগুলোর সাংস্কৃতিক অনুৎসাহ, অচর্চিত নৈতিকতা। জানি, সবাই সংস্কৃতিমনস্ক হয় না। কিন্তু আমি সাংস্কৃতিক বিস্মৃতিকে প্রতিদিন ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখছি। এতে এই বাচ্চাগুলোর কোনও দোষ দেখি না। তাদের যেভাবে বড় করে তোলা হচ্ছে, বড় হওয়ার যাত্রাপথে তারা যে সমস্ত মাইলফলক দেখছে, তা দেখেই রাস্তা চিনছে।

প্রতিনিয়ত দেখছি, উচ্চবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ে। এই ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলির পরিবেশে সংস্কৃতির চর্চা হয় নামমাত্র। যাও বা হয়, তাতে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা হয় পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের সমান। আর পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে আমার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা মনে করলে বলতে পারি, আমাদের স্কুলজীবন ছিল ভীষণ সুখের। কারণ বেশিরভাগ দিন আমাদের ক্লাস করতে হত না। মাঠে, করিডরে, ক্লাসরুমে ফুটবল-ক্রিকেট খেলে কাটিয়ে দিতাম। দু-একজন শিক্ষক বাদে কেউই নিয়মিত ক্লাস নিতে আসতেন না, যাও বা আসতেন, ক্লাসে এসে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে না বসতেই ঘণ্টা বেজে যেত। টিচার্সরুমে ক্যারম খেলে, বাইরে প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে বা সরকারি উপার্জনের বিনিয়োগে গড়ে তোলা তাদের সাধের ব্যবসা সামলে কেটে যেত ক্লাসের সময়গুলো।

তখন আমাদের না হওয়া ক্লাসগুলো আনন্দ দিত, এখন শুধুই ভাবায় এক ভয়ানক সমীকরণ। সেই শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকিতে আমরা যখন ফুটবল খেলতাম, তাদের বেশিরভাগের সন্তানরা তখন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে জাভা বা পাইথনের ক্লাস করত। তারা তাদের সন্তানদের বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, তাঁরা নিজেরা স্কুলে গিয়ে কতটুকু পড়ান, কী পড়ান।

সংস্কৃতির চর্চা থাক না থাক, স্কুলের পড়াশোনাটা কিছুটা হলেও এই বেসরকারি প্রাইভেট স্কুলগুলোতে হয়। আর এই তাগিদে ও খানিকটা স্ট্যাটাস রক্ষা করতে একটু আর্থিক সংগতি থাকলেই বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ অভিভাবক চান তাঁর সন্তান পড়ুক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। বাংলামাধ্যম সরকারি স্কুল যা রয়েছে, আর ক'বছরে সেগুলি শুধু মিড-ডে মিল খাওয়ার একটা প্রতিষ্ঠান বই আর কিছু থাকবে না।

বাংলামাধ্যম স্কুলের প্রসঙ্গে মনে পড়ল, সেদিন খবরে দেখলাম মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে স্কুলের পাশের রাস্তায় ধুলোবালির মতো উড়ছে নকল, মাইক্রো জেরক্স। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়ার বই ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা শেষের 'আনন্দ' উদযাপন। কতই বা বয়স এদের, পনেরো-ষোলো! অথচ কী ভীষণ হিংস্রতা। শিক্ষার প্রতি এই তীব্র ঘৃণা তৈরির পেছনে দায় কি তাদের? আমি তা বিশ্বাস করি না।

এই ঘৃণা হিংস্রতা এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশীলনের ফসল। আমাদের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে শিখিয়ে এসেছে নম্বর পাওয়ার উপায়। আর তাই শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা শিক্ষা নয়, নম্বরকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর্থিকভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার প্রথম দিকের একটা ধাপ হল স্কুলশিক্ষায় ভালো নম্বর নিয়ে আসা। সে যেভাবেই হোক। এই 'যেভাবেই হোক' মনোবৃত্তি কখনও ভালোবাসতে শেখায় না, বরং হিংস্র করে তোলে। কারণ বেশিরভাগ কেউই ভালোবেসে পড়াশোনা করছে না। করছে নম্বরের তাগিদে। ভালো না বেসে কিছু পাওয়ার তাগিদ আমাদের মৌলবাদী করে তোলে, আর মৌলবাদ আমাদের করে তোলে হিংস্র। ধাপে ধাপে এই হিংস্রতার শিকার হয় সবাই- বই, নারী বা ইতিহাস।

আমি জেনারেশনের পার্থক্যতে যাচ্ছি না বা আগের জেনারেশনকে সাধু সাজিয়ে নতুন জেনারেশনকে দোষ দিতেও নারাজ। সংস্কৃতির প্রসঙ্গও বাদ রাখলাম, কিন্তু একটা স্বাভাবিক সত্তা যা আমাদের শেখায়, অজ্ঞতার সামনে লজ্জিত হয়ে মাথা ঝোঁকাতে, প্রতিনিয়ত সেই সত্তাকে খুব দ্রুত খুন হয়ে যেতে দেখছি। মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ছোট, তাই অজ্ঞতাই বেশি। অজ্ঞতাকে উদযাপনের ঔদ্ধত্য রোজ জ্ঞান অর্জনের স্থূল চেতনাকে গিলে খাচ্ছে। সূক্ষ্ম চেতনার কথা না হয় বাদই দিলাম। অন্ধকারে থাকা লজ্জার ততক্ষণ, যতক্ষণ আমরা আলোকে বড় ভাবি। 'স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো', এই ধারণাকে যদি আমরা সত্য বলে শিখি ও শেখাই, তবে কার সাধ্য আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে!

(লেখক কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শা'র নির্দেশেই সার, নয়া অশান্তি মণিপুরে

ইম্ফল, ৮ মার্চ : অশান্ত মণিপুরকে শান্ত করতে ৮ মার্চ থেকে রাজ্যের সমস্ত মহাসড়ক অবরোধমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর নির্দেশ মেনে রাজ্য প্রশাসনের তরফে মণিপুরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধমুক্ত করার চেষ্টা করা হয় শনিবার। তা করতে গিয়ে কুকিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজ্যের একাধিক এলাকা। সূত্রের খবর, ইম্ফল-ডিমাপুর হাইওয়েতে সংঘর্ষের জেরে ১ জন নিহত হয়েছেন। ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা একাধিক গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়।

কুকি সম্প্রদায় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধে দিনভর উত্তালই থেকে গেল রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা। গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ থেকে মণিপুরের মেইতেই এবং কুকি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অবাধ যাতায়াত শুরু করতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে শনিবার মণিপুর পুলিশ এবং আধাসেনা রাজ্যের সর্বত্র মানুষের অবাধ যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে। অশান্তি রুখতে রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক বাহিনী।

ইম্ফল থেকে কাংপোকপি হয়ে সেনাপতি এবং ইম্ফল থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে চূড়াচাঁদপুর পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় এদিন বাস এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল শুরু হয়। কিন্তু প্রায় ২ বছর ধরে চলতে থাকা অশান্তি এক লহমায় যে বন্ধ করে ফেলা সম্ভব নয়, সেটা অজানা ছিল না বাহিনীর। তাই রাস্তার ধারে

কুকিদের সঙ্গে বচসা নিরাপত্তাবাহিনীর। শনিবার ইম্ফলে।

তো বটেই, বাসগুলির সামনেও বাহিনীর গাড়ি ছিল। কুকি সম্প্রদায় অবশ্য অবাধ যাতায়াত পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত মানতে চায়নি। তারা পালটা বিক্ষোভ দেখায় এদিন। কুকিদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা

নিহত ১, আহত ২৭

বাহিনী পালটা লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়। বেশ কিছু কুকি মহিলা হাইওয়ে অবরোধ করেন। তাঁদের লাঠিচার্জ করে উঠিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক কুকি অধ্যুষিত এলাকায় সংঘর্ষের খবর মিলেছে। বিক্ষোভকারীরা গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। টায়ার জ্বালিয়ে দেয়। ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করে।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে কুকি বনাম মেইতেই হিংসায় জ্বলছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটি। সরকারি হিসেব মতে, এখনও পর্যন্ত উভয় গোষ্ঠীর লড়াইয়ে ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। কুকি সংগঠনগুলির দাবি, তাদের মণিপুরের সর্বত্র অবাধে ঘোরাফেরা করার ছাড়পত্র দিতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের জন্য আলাদা প্রশাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। অপরদিকে মেইতেইদের প্রশ্ন, কুকিদের হিংসায় বহু মানুষ ঘরছাড়া। তাদের অনেকেই এখনও অস্থায়ী শিবিরে দিন কাটাচ্ছে। কুকিরা মণিপুর থেকে আলাদা কুকিল্যান্ড তৈরির দাবি তুলেছে বলেও অভিযোগ করেছে মেইতেইরা।

এদিন সকাল ৯টা থেকে পুলিশি নিরাপত্তা এবং বিএসএফের কনভয় ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে মেইতেইদের কাংপোকপি হয়ে সেনাপতি নিয়ে যায়। অপরদিকে সিআরপিএফের কনভয় মোতায়েন করা হয়েছিল ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার রাস্তায়। রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসগুলিকে এসকর্ট করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় আধাসেনা। যাবতীয় অশান্তি শক্ত হাতে মোকাবিলা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন।

ফের ভারতকে নিশানা ট্রাম্পের

শুল্ক কমানো নিয়ে সংসদে অবস্থান জানাক কেন্দ্র, দাবি কংগ্রেসের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আমেরিকার কৌশলগত সহযোগী ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ট্রাম্প সরকারের ভারতে ভোটের হার বাড়াতে মার্কিন অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এদিকে একের পর এক ইস্যুতে মোদি সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে চলেছেন খোদ ট্রাম্প। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন আমেরিকার পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ছাঁটাই করতে চলেছে ভারত সরকার। শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। এই ইস্যুতে শনিবার পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি কেন্দ্র। বিরোধী দলগুলিও এ ব্যাপারে অবগত নয়। অথচ ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা আগাম ঘোষণা করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট! স্বাভাবিকভাবে এই ইস্যুতে সংসদে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বলেছে কংগ্রেস। পাশাপাশি কর হ্রাসের কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প যে বাক্য ব্যবহার করেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'ভারত আমাদের উপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। যাই হোক, এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।' ভারতের সঙ্গে দর কষাকষিতে সাফল্যের জন্য মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রশংসাও করেছেন ট্রাম্প। সরকারের একাধিক সূত্রে খবর, ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছে কেন্দ্র। তাতে কিছু পণ্যের ওপর কর কমানোর ব্যাপারে দু-পক্ষ একমত হয়েছে। তবে আমেরিকা থেকে আমদানি করা কোন কোন পণ্যের ওপর কেন্দ্র শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের 'আগ্রাসী' মন্তব্য কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

> ভারত আমাদের উপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

> মোদি সরকার কি বিষয়ে সম্মত হয়েছে? ভারতীয় কৃষক এবং উৎপাদকদের স্বার্থের সঙ্গে কি আপস করা হচ্ছে? ১০ মার্চ সংসদ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।
>
> **জয়রাম রমেশ**

ট্রাম্পের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর সরব হয়েছে কংগ্রেস। বক্তব্যের ভিডিও ট্যাগ করে এক্স পোস্টে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মার্কিনীদের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করতে ওয়াশিংটন ডিসিতে রয়েছেন। এদিকে ট্রাম্প এটা বলছেন...।' রমেশের বক্তব্য, 'মোদি সরকার কি বিষয়ে সম্মত হয়েছে? ভারতীয় কৃষক এবং উৎপাদকদের স্বার্থের সঙ্গে কি আপস করা হচ্ছে? ১০ মার্চ সংসদ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।'

সম্প্রতি অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো নিয়ে উত্তাল হয়েছিল দেশ। এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল বিদেশমন্ত্রক। তারপরেও অবৈধ পুরুষ অভিবাসীদের মার্কিন বায়ুসেনার বিমানে হাতকড়া পরিয়েই বসানো হয়। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের। ওই হাতকড়া কাণ্ডের জেরেও বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রকে।

ইউক্রেনে রুশ হামলায় প্রাণ গেল ১৪ জনের

কিভ, ৮ মার্চ : ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প সরকার। সুযোগ বুঝে যুদ্ধের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে রাশিয়া। গত কয়েকদিন ধরে কিভ সহ ইউক্রেনের ঘনসবতি এলাকাগুলির ওপর ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনী। শনিবার এমনই এক হামলায় পূর্ব ডোনেৎস ও বোগোদুরিভ এলাকায় ১৪ জন ইউক্রেনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত কমপক্ষে ৩০ জন। হতাহতদের অধিকাংশ পূর্ব ডোনেৎসের বাসিন্দা। বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এই হামলা ফের প্রমাণ করল যে রাশিয়ার লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। এটা রাশিয়ানদের ভয় দেখানোর ঘৃণ্য ও অমানবিক কৌশল। তাই মানুষের জীবন বাঁচাতে আমাদের আকাশ নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে জারি নিষেধাজ্ঞাকে আরও কঠোর করা প্রয়োজন।'

মস্কোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে জেলেনস্কি

রাশিয়া যখন ইউক্রেনের ওপর জোরদার হামলা চালাচ্ছে, তখন পুতিনের ওপরই আস্থা রেখেছেন ট্রাম্প। শুক্রবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রে কিভের চেয়ে মস্কোকে সামলানো তুলনামূলকভাবে সহজ।' তবে রাশিয়াকে চাপে রাখতে তাদের ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞাকে আরও কড়া করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'ইউক্রেনের সঙ্গে একটি কার্যকর যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছোতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা-বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলেনস্কির পোস্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। আগামী সপ্তাহে সৌদি আরবে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প সরকারের কর্তারা। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়ার দৈনিক হামলা এবং বাস্তব পরিস্থিতি এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ওদের শান্তির জন্য বাধ্য করতে হবে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসেও বেঁচে থাকার লড়াই। শনিবার গুয়াহাটিতে।

ভুয়ো ভোটার, কমিশনে নালিশ জানাবে তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের তরফে তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড আনার কথা জানানো হয়েছে। কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও এই ইস্যুতে আপাতত সুর নরম করার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে না তৃণমূল। বরং পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আরও আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। আগামী মঙ্গলবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কমিশনের কাছে তৃণমূল জানতে চেয়েছে সারাদেশে কত ভুয়ো ভোটার কার্ড রয়েছে। মঙ্গলবার এই দাবিতে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কীর্তি আজাদ সহ ১০ জন সাংসদ সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করবেন।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। তাদের যুক্তি, নির্বাচন কমিশন কীসের ভিত্তিতে তিন মাস সময় নির্ধারণ করেছে? রাজ্যে ঠিক কতজনের ভুয়ো এপিক নম্বর রয়েছে? কমিশনের কাছে কি নির্দিষ্ট তথ্য আছে? যদি থাকে, তাহলে আগে কেন তা প্রকাশ করেনি এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে কীভাবে তা বাতিল করা হবে? রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আপনারা কীভাবে বলছেন তিন মাসে সবকিছু ঠিক করা সম্ভব? কত ভুয়ো এপিক কার্ড আছে?' তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেসও একহাত নিয়েছে কমিশনকে। দলের এমপাওয়ার্ড অ্যাকশন গ্রুপ অফ লিডার্স অ্যান্ড এক্সপার্টস (ঈগল) কমিশনের নোটিশের সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসের প্রশ্ন, ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজ্যের সিইওদের বলেছিল, ভোটার পরিচয়পত্র ইউনিক। অথচ এখন তারা বলছে, ডুপ্লিকেট ভোটার আইডি কয়েক দশকের পুরোনো বিষয়। তাহলে ভারতীয় নাগরিকরা কমিশনের কোন কথার ওপর ভরসা রাখবেন? ভোটার তালিকায় গরমিল ঠেকাতে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতেও বলেছে কংগ্রেস।

কাঠগড়ায় 'মহারাজা'

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ফের কাঠগড়ায় টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়া। হুইলচেয়ার না পাওয়ায় শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরে পড়ে গিয়ে চোট পান এক ৮২ বছরের এক বৃদ্ধা। তাঁর নাম রাজ পাসরিচা। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে তিনি বর্তমানে আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন। ওই বৃদ্ধার নাতনি পারুল কানওয়ার বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে প্রথমে জানান। তিনি সরাসরি এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের দিকে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ভাঙা আসনে বসানোর জন্য যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া। পারুল বলেছেন, 'একজন ৮২ বছর বয়সের বৃদ্ধার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত।' এয়ার ইন্ডিয়া গোটা ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে। তবে একইসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ওই বৃদ্ধার পরিবারের বিরুদ্ধে দেরিতে বিমানবন্দরে আসার অভিযোগও তুলেছেন।

ইজরায়েলি সহ ধর্ষিতা ২, মৃত ১

হাম্পি, ৮ মার্চ : কর্ণাটকে একইসঙ্গে গণধর্ষণের শিকার ২ তরুণী। তাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয়, অন্যজন ইজরায়েলের নাগরিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হাম্পির কাছে কোপ্পালে। সেখানে স্থানীয় এক হোমস্টের তরুণী মালকিনের সঙ্গে রাতে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই ইজরায়েলি সহ ৪ জন পর্যটক। নির্জন জায়গায় তাঁদের ওপর হামলা চালায় ৩ তরুণ। মারধর করে তারা ৩ পর্যটককে নদী সংলগ্ন খালে ফেলে দেয়। দু'জন কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও এক তরুণ তলিয়ে যান। এরপর হামলাকারীরা ইজরায়েলি তরুণী (২৭) এবং হোমস্টের মালকিনকে (২৯) গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। শনিবার ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তৃতীয় জনের খোঁজ চলছে। ধর্ষিতা তরুণীদের গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোপ্পালে একাধিক হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তবে এলাকাটি নির্জন হওয়ায় সেখানে পর্যটকের আনাগোনা হাম্পির তুলনায় কিছুটা কম। সেখানেই ড্যানিয়াল নামে এক মার্কিন বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ইজরায়েলি তরুণী। তাঁদের সঙ্গে একই হোমস্টেতে উঠেছিলেন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা পঙ্কজ ও ওড়িশার বিভাস নামে দুই তরুণ। রাতে তুঙ্গভদ্রার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হোমস্টের মালকিনকে সেই কথা জানালে তিনি রাজি হন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ হোমস্টের মালকিনই ৪ পর্যটককে সঙ্গে নিয়ে তুঙ্গভদ্রার পাশে অবস্থিত একটি খালের ধারে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন ঘুরছিলেন, তখন ৩ তরুণ বাইকে করে সেখানে আসে।

ধর্ষিতারা তাঁদের অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ৩ তরুণ প্রথমে তাঁদের কাছে ১০০ টাকা করে চেয়েছিল। কেউ সেই টাকা দিতে রাজি হননি। তখন ৩ জন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। প্রথমে পুরুষ পর্যটকদের তারা মারধর করে খালের জলে

কর্ণাটকে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত

ফেলে দেয়। তারপর একে একে ২ তরুণীকে ধর্ষণ করে। এদিকে জলে পড়ার পর পঙ্কজ ও ড্যানিয়াল কোনওরকমে পাড়ে উঠলেও সাঁতার না জানা বিভাস তলিয়ে যান। শনিবার ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। তৃতীয় অভিযুক্তকে ধরতে বিশেষ দল গঠন করেছে কর্ণাটক পুলিশ। চলছে তল্লাশি। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিয়েছেন কোপ্পালের পুলিশ সুপার রাম এল আরাসিদ্দি। তিনি বলেন, 'আমরা ৩ অভিযুক্তের মধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের জেরা করে তৃতীয় জনের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দুই ছবি

বন্দে ভারতের দায়িত্বে প্রমীলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বার্তা দিল ভারতীয় রেল। বন্দে ভারত প্রথমবার সম্পূর্ণ মহিলাদের হাতে পরিচালিত হয়ে ছুটল রেলপথে। শনিবার প্রথমবারের মতো বন্দে ভারতের পুরো পরিচালন ব্যবস্থা সামলালেন শুধুমাত্র মহিলা কর্মীরা। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে শিরডি পর্যন্ত চলা ২২২২৩ বন্দে ভারতে এদিন চালক, সহকারী চালক, টিকিট পরীক্ষক থেকে ক্যাটারিং স্টাফ, সকলেই ছিলেন মহিলা।

ট্রেনে ও স্টেশনে মহিলাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এক বিশেষ পদক্ষেপ করল রেলমন্ত্রক। শনিবার সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে বলা হয়েছে, 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত! প্রথমবার সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত বন্দে ভারত ছুটল মুম্বই থেকে শিরডি। ভারতীয় রেলের নারীশক্তিকে উদযাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নারী দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, 'নারী দিবসে আমাদের নারীশক্তিকে প্রণাম জানাই। আমাদের সরকার সর্বদা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমাদের নীতিগুলিতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।'

অন্যদিকে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের আত্মরক্ষার জন্য হাতে তুলে দেওয়া হল লংকার গুঁড়োর স্প্রে, যা প্রয়োজনে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় কার্যকর। বর্তমানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীগুলির মধ্যে সর্বাধিক মহিলা কর্মী রয়েছেন আরপিএফ-এ, মোট সদস্যের ৯ শতাংশ। মূলত ট্রেন ও স্টেশনে মহিলা এবং শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁদের হাতে। কিন্তু অনেক সময় চলন্ত ট্রেনে বা নির্জন স্টেশনে কোনও অপরাধ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য লংকার গুঁড়োর স্প্রে কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করছে রেল। আরপিএফ-এর ডিজি মনোজ যাদব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী চান মহিলারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুন। এই পদক্ষেপ সেই ভাবনারই প্রতিফলন। আমাদের মহিলা আরপিএফ কর্মীরা শক্তি, যত্ন এবং সহনশীলতার প্রতীক। তাঁদের সুরক্ষা ও মনোবল বাড়াতেই এই উদ্যোগ।'

দিল্লিতে মহিলা যোজনায় ২৫০০

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দিল্লির মহিলা ভোটারদের সুখবর দিলেন দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। শনিবার তাঁর সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, দিল্লির দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মহিলাদের জন্য প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিল্লির মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি চালু করা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি এবং আপের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দিল্লিতে বসবাসকারী ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারা প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে পাবেন। তবে এই সুবিধা তাঁরাই পাবেন, যাঁদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম এবং যাঁরা আয়কর দেন না। কোনও সরকারি চাকুরে বা যাঁরা অন্য কোনও সরকারি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না। কীভাবে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করা হবে, তা দেখভালের জন্য রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তাতে আশিস সুদ, বীরেন্দ্র সচদেবা এবং কপিল শর্মার মতো মন্ত্রীদেরও রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য একটি আলাদা পোর্টালও চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার জন্য ৫১০০ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করার সিদ্ধান্তকেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা।

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা দিল্লি সরকারের এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মহিলা ভোটারদের সমর্থন ছাড়া দিল্লি জয় সম্ভব ছিল না। এদিকে দিল্লি সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেত্রী অতিশী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ ২৫০০ টাকা মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। আজ সেইদিন। দিল্লির মহিলারা অপেক্ষাও করছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার প্রমাণ করে দিল এই যোজনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি নয়, বরং একটি জুমলা। টাকা পাওয়া ছেড়ে দিন, মহিলারা তো নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য একটি পোর্টালও পেলেন না। শুধু চার সদস্যের একটি কমিটি পেয়েছেন তাঁরা।'

শাহরুখ, অজয়, শ্রফকে নোটিশ

জয়পুর, ৮ মার্চ : গুটখা-পানমশলার বিজ্ঞাপনে তারকা, মহাতারকাদের মুখ দেখানো নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এবার গোল বেধেছে গুটখায় ব্যবহৃত উপাদান নিয়ে। যার জেরে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও টাইগার শ্রফকে নোটিশ পাঠিয়েছে রাজস্থানের জয়পুরের জেলা উপভোক্তা কমিশন। ১৯ মার্চের মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গুটখা প্রস্তুতকারক একটি সংস্থার বিজ্ঞাপনে করা দাবি নিয়ে কমিশনে অভিযোগ করেন সমাজকর্মী যোগেন্দ্র সিং বাদিয়াল। তাঁর প্রশ্ন, বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা দাবি করেছে তাদের গুটখার প্রতিটি দানায় নাকি জাফরান থাকে। যেখানে এক কিলো জাফরানের বাজারদর প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ৫ টাকা দামের প্যাকেটে বিক্রি হওয়া গুটখার প্রতিটি দানায় কীভাবে জাফরান থাকতে পারে? গুটখায় জাফরানের গন্ধ বা অস্তিত্ব কিছুই নেই। তারপরেও শাহরুখ, অজয়ের মতো সেলেব্রিটিরা গুটখায় জাফরান থাকার দাবিকে সমর্থন করছেন। এই ধরনের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন কেবল গুটখা খাওয়াকে উৎসাহিত করে না, বরং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ঝুঁকি। গুটখার বিভ্রান্তিকর প্রচার নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

ইউনূসকে তোপ বিএনপির

ঢাকা, ৮ মার্চ : সাধারণ নির্বাচনে বিলম্ব নিয়ে এমনিতেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাচ্ছিল বিএনপি। এবার দেশে মহিলাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বিঁধল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল। শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের বিভিন্ন ভাবে হেনস্তা করার প্রবণতা বাড়ছে। এটা বিপজ্জনক। এই ধরনের ঘটনায় নৈরাজ্য ও অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। নারীদের সম্মান, স্বাধীনতা রক্ষা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।' আওয়ামি লিগ আমলের পরিস্থিতি এখনও বদল হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

পদ্ম ঘনিষ্ঠদের তাড়ানোর বার্তা রাহুলের

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : গুজরাটে শেষবার কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে। তারপর থেকে গত ৩০ বছর গান্ধিনগরের মসনদের মুখ দেখেনি হাত শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে কংগ্রেস কবে ক্ষমতায় আসবে তাও স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শনিবার যা বলেছেন, তাতে গুজরাট তো বটেই, সাংগঠনিক দুর্বলতায় ভুগতে থাকা একাধিক রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। আড়ালে-আবডালে বিজেপির সংস্পর্শে থাকা কংগ্রেস নেতাকর্মীদের দল থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রাহুল বলেন, 'আমাদের যদি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমে দলকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করতে হবে। আমাদের যদি ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০ জন লোককে তাড়িয়েও দিতে হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের

সেলফিতে বুঁদ রাহুল গান্ধি। শনিবার আহমেদাবাদের এক দলীয় কর্মীসভায়।

জন্য সেই কাজটি করতে হবে। যাঁদের হাত কাটলে কংগ্রেসের রক্ত বেরোয় তাঁদের সংগঠনে আনতে হবে।'

রায়বেরেলির সাংসদ সাফ বলেন, 'কংগ্রেসের যাঁরা গোপনে বিজেপির জন্য কাজ করছেন তাঁদের বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত। বিজেপির জন্য প্রকাশ্যে কাজ করুন। বিজেপিতে আপনাদের জন্য কোনও স্থান নেই। ওরা আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।' রাহুলের কথায়, 'গুজরাটে আমি বা প্রদেশ সভাপতি দিশা দেখাতে পারিনি।

গুজরাট জয় করতে কংগ্রেসে ভোকাল টনিক

শুধু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দায়িত্বগুলি পালন করছি, গুজরাটের মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছি, ততক্ষণ মানুষ আমাদের নির্বাচন করবেন না। সবার আগে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে।'

তাঁর এই বক্তব্য শুনে বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'উনি নিজেই নিজেকে এবং নিজের দলকে ট্রোল করেছেন। উনি নিজেকে আয়না দেখিয়েছেন। রাহুল গান্ধি মেনে নিয়েছেন তিনি গুজরাটে দলকে জেতাতে ব্যর্থ।'

রাহুল অবশ্য সমালোচনা গায়ে মাখতে নারাজ। তিনি বলেন, 'গুজরাট নতুন বিকল্প চাইছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই দিশা দেখাতে পারছে না। এই সত্যি কথাটি বলতে আমার লজ্জা বা ভয় লাগছে না। গুজরাটের মানুষ, গান্ধিজি এবং সর্দার প্যাটেল যে বিচারধারার পাঠ কংগ্রেসকে শিখিয়েছিলেন আমাদের আবার সেখানে পৌঁছোতে হবে। মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের অভাব, অভিযোগগুলি শুনতে হবে।' গুজরাটের মানুষের কাছে

> আমাদের যদি ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০ জন লোককে তাড়িয়েও দিতে হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সেই কাজটি করতে হবে। যাঁদের হাত কাটলে কংগ্রেসের রক্ত বেরোয় তাঁদের সংগঠনে আনতে হবে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

পৌঁছোনোর জন্য ভারত জোড়ো যাত্রার ধাঁচে জনসংযোগ কর্মসূচির যে প্রয়োজন রয়েছে সেই কথাও দলের নেতাকর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করলেই গুজরাটের মানুষের আমাদের সমর্থন জানাবেন।'

কোথায় বিনিয়োগ করবেন মহিলারা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন মহিলারা, তাঁরা পিছিয়ে নেই বিনিয়োগেও। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, শেয়ার বাজার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মতো বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মহিলাদের সংখ্যা। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও নানা প্রকল্প চালু করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের জন্য রইল বিনিয়োগের সুলুক সন্ধান।

মহিলা সম্মান সঞ্চয় প্রকল্প

২০২৩-২৪-এর বাজেটে এই প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও মহিলা মাত্র ২ বছরের জন্য এই প্রকল্পে টাকা রাখতে পারেন। এখানে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ। ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০০ টাকা। সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও নারী এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। নাবালিকার ক্ষেত্রে অভিভাবক প্রয়োজন। এখানে বিনিয়োগের ১ বছর পর ৪০ শতাংশ টাকা তুলে নেওয়া যায়। নির্ধারিত সময়ের আগে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫.৫ শতাংশ হয়ে যাবে।

এনএসসি

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি) হল পোস্ট অফিসের একটি জনপ্রিয় সঞ্চয় প্রকল্প। ৫ বছর মেয়াদে ন্যূনতম ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করা যায়। বিনিয়োগের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। বর্তমানে এই প্রকল্পে সুদের হার ৭.৭ শতাংশ। এই প্রকল্পে এককালীন বিনিয়োগ করতে হয়। মেয়াদ শেষে সুদ সহ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। মেয়াদের আগে টাকা তুলে নিলে জরিমানা গুনতে হয়।

জীবন বিমা

মহিলারা নিজের জন্য জীবন বিমা করাতে পারেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জীবন বিমা নিগম (এলআইসি) মহিলাদের জন্য নানান প্রকল্প এনেছে। আপনার পক্ষে উপযুক্ত তেমন একটি প্রকল্প বেছে নিতে পারেন। এককালীন টাকা জমা দেওয়ার পাশাপাশি কিস্তিতেও জীবন বিমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়া যায়। জীবন বিমা করলে কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে।

পিপিএফ

মহিলাদের জন্য বিনিয়োগের ভালো মাধ্যম হতে পারে পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিপিএফ)। ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ন্যূনতম ৫০০ এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা বছরে জমা করা যায়। বর্তমানে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে এই প্রকল্পে সুদ পাওয়া যায়। পিপিএফে বিনিয়োগ কর ছাড়যোগ্য। তাই চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প আদর্শ হতে পারে।

মিউচুয়াল ফান্ড

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা বিনিয়োগকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি চারজন বিনিয়োগকারীর মধ্যে একজন হলেন মহিলা। ২০১৯-এর মার্চ থেকে এই বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে প্রয়োজন একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ফান্ডে এককালীন লগ্নির পাশাপাশি এসআইপি বা এসডব্লিউপি করা যায়। এসআইপি হল দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের জন্য সেরা উপায়। নিজের বাজেট বা সঞ্চয় থেকে এসআইপির মাধ্যমে নিয়মিত অল্প অল্প করে মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করা যায়। হাতে এককালীন বেশি অর্থ থাকলে এককালীন বা এসডব্লিউপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যায়।

বর্তমানে নানা ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে। ঝুঁকি এবং আর্থিক লক্ষ্য বিচার করে মিউচুয়াল ফান্ড বাছাই করতে হবে। ইকুইটি, ডেট বা হাইব্রিড ফান্ডের পাশাপাশি কর ছাড়ের জন্য লগ্নি করা যায় ইএলএসএস ফান্ডেও।

শেয়ার বাজার

করোনা মহামারির পর দেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এক্ষেত্রে এখন পিছিয়ে নেই মহিলারাও। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এখানে রিটার্ন অনেক বেশি।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ট্রেডিং এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয়। অ্যাকাউন্ট খোলার পর শেয়ার বাজারে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে পারেন নারীরা। বাজারে কয়েক হাজার সংস্থার শেয়ার রয়েছে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে শেয়ার বাজার থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

সোনা

প্রাচীনকাল থেকেই সোনা মহিলাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ধাতু। এর মূল্য লাগাতার বেড়েই চলেছে। শুধু গয়না নয়, বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবেও সোনার জনপ্রিয়তা এখন আকাশছোঁয়া। গয়না, সোনার কয়েন কেনার পাশাপাশি সোনার বন্ডেও লগ্নি করতে পারেন মহিলারা। সোনার বন্ডে নিয়মিত সুদও পাওয়া যায়।

আবাসন

বাড়ির ক্ষেত্রে নারীরাই সাধারণত মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও তাঁদের মতামত সবসময়ে বাড়তি গুরুত্ব পায়। ২০২৪-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন দেশে শুধু বিনিয়োগের জন্য বাড়ি কিনছেন প্রায় ৩১ শতাংশ মহিলা। শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বাড়ায় শেয়ার বাজারের তুলনায় আবাসনে লগ্নিতে উৎসাহ বেড়েছে মহিলাদের।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা

কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কন্যাসন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদির জন্য তাদের অভিভাবকরা এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে পারেন। এই প্রকল্পে ১০ বছরের নীচে কন্যাসন্তানের বয়স হলেই অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। সর্বাধিক দুই মেয়ের জন্য এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। মাসে মাসে এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে হয়। ন্যূনতম ২৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে জমা করা যায়। কন্যাসন্তানের বয়স ২১ হলে এই প্রকল্পে টাকা ফেরত পাওয়া যায়। বাজার চলতি প্রকল্পগুলির তুলনায় এতে সুদের হার বেশি। কর ছাড়ের সুবিধাও দেয় সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প।

অন্যান্য

শুধু মহিলাদের জন্য নানান ধরনের জমা প্রকল্প চালু করেছে বিভিন্ন ব্যাংকও। কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ডেবিড কার্ড দিচ্ছে। কেউ কেউ ক্রেডিট কার্ডেও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে মহিলাদের জন্য। কোনও ব্যাংক লকার ভাড়ায় ছাড় দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে মহিলাদের। এর পাশাপাশি পোস্ট অফিসের বিভিন্ন জমা প্রকল্প, ফিক্সড ডিপোজিট, মাসিক আয় প্রকল্প ইত্যাদিতেও লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

এ তো গেল বিনিয়োগের নানান মাধ্যম। তবে বিনিয়োগের আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

- প্রথমে নিজের আর্থিক লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই অনুযায়ী বাছাই করতে হবে বিনিয়োগের মাধ্যম।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী বিনিয়োগের মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।
- শুধু বিনিয়োগ করলে হবে না, নিজের পোর্টফোলিও পর্যালোচনা নিয়মিত করতে হবে।
- বিনিয়োগের কোনও বয়স হয় না। যে কোনও বয়সে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। যত শীঘ্র বিনিয়োগ শুরু করা যাবে, সম্পদ বৃদ্ধিও তত আকর্ষণীয় হবে।
- বিনিয়োগের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিমা এবং পেনশন প্রকল্পে যোগ দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।
- যে কোনও বিনিয়োগের আগে সেই সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখা একান্তই জরুরি।

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৭৪৩৮২.৫৮ পয়েন্টে। পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স উঠেছে প্রায় ১০৩৪.৪৮ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটি ৩৯৭.৮ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৫২২.৫ পয়েন্টে। চলতি বছরে এই প্রথম সপ্তাহের বিচারে এমন উত্থান হল শেয়ার বাজারে। ঘুরে দাঁড়ালেও বিপদ কেটে গিয়েছে তা বলার সময় আসেনি। আপাতত ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। দীর্ঘ মেয়াদে সুদিন ফিরতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

২০২৪-এর অক্টোবর থেকে টানা পতন চলছে শেয়ার বাজারে। আমেরিকার নয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে কড়া অবস্থান সেই পতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নথিভুক্ত অনেক সংস্থার শেয়ার ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত নেমেছে। পড়তি বাজারে শেয়ার কেনার হিড়িক হঠাৎই শেয়ার বাজারে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। এর পাশাপাশি অশোধিত তেলের দামে পতন, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম বৃদ্ধি, শুল্ক নিয়ে লড়াইয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তা কমেছে শেয়ার বাজারে। তৃতীয় কোয়ার্টারে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, জিডিপি বৃদ্ধির হার আশঙ্কার থেকে ভালো হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার

বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কয়েকটি বিষয় ইতিবাচক হলেও বিদেশি লগ্নিকারীদের অবস্থান এখনও চাপে রেখেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। এদেশে বিদেশি লগ্নির অঙ্ক রেকর্ড নীচে নেমে যাওয়ার পরও সেই প্রবণতা এখনও বন্ধ হয়নি। দীর্ঘ মেয়াদে শেয়ার বাজারে সুদিন ফিরতে হলে ক্রেতার ভূমিকায় নামতে হবে তাদের। ততদিন শেয়ার বাজার নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

২০২৪-২৫-এর শেষ মাসে পৌঁছেছি আমরা। অর্থবর্ষের শেষে জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে। সেই পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জিডিপি পূর্বাভাস আগামী দিনে শেয়ার বাজারের দিশা নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঋণ নীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কমিটি। ওই বৈঠকে রেপো রেট কমলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চতুর্থ কোয়ার্টার সহ বার্ষিক ফল প্রকাশ শুরু করবে বিভিন্ন সংস্থা। ওই ফল ভালো হলে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার বাজার। ততদিন ওঠানামা চলবে। এমন পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে জোর দিতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর গতি হারিয়েছে সোনার দাম। আগামী দিনে দাম স্থিতিশীল হলে ফের লগ্নি করা যেতে পারে এই মূল্যবান ধাতুতে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ইন্ডিয়ান অয়েল :** বর্তমান মূল্য-১২৪.৮৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৬/১১১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১৬-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৬২৮৯, টার্গেট-১৭০।
- **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৭৩২.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯১২/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৩৯৫১, টার্গেট-৮৭৫।
- **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৩২.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/২১৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২২৩-২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯২৯৮২, টার্গেট-২৮০।
- **বাজাজ ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৮৪০৪.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৩৯/৬২৯৮, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৮০০-৮০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২০২৩৫, টার্গেট-৯৭০০।
- **কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৯৩৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৯৫/১৫৪৪, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৫০-১৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৪৮০০, টার্গেট-২১৫০।
- **এইচএফসিএল :** বর্তমান মূল্য-৮৩.৮৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১/৭৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭৭-৮২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২০৯৯, টার্গেট-১৩৫।
- **হিন্দালকো :** বর্তমান মূল্য-৬৯১.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭২/৫০১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৬৭০-৬৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৫৩৬২, টার্গেট-৭৮০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এবিবি ইন্ডিয়া

● **সেক্টর :** ইলেক্ট্রিক ইকুইপমেন্ট ● **বর্তমান মূল্য :** ৫৩২৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৪৩৯০/৯১৪৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১১২৮৭৪কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩২০ ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৮৩ ● **ইপিএস :** ৮৮.৩২ ● **পিই :** ৬০.৩১ ● **পিবি :** ১৬.৬৫ ● **আরওসিই :** ৩৮.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ২৮.৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭২০০

একনজরে

- অটোমেশন ও পাওয়ার টেকনলজি ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করে এবিবি ইন্ডিয়া।
- এবিবি ব্যবসা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে-- ইলেক্ট্রিফিকেশন (৪১ শতাংশ), মোশান (৩২ শতাংশ), প্রসেস অটোমেশন (২২ শতাংশ), রোবোটিক্স ও ডিরেক্ট অটোমেশন (৪ শতাংশ)।
- দেশের পাশাপাশি বিদেশেও উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার। আয়ের ১০ শতাংশ আসে বিদেশ থেকে।

- দেশের ৫টি জায়গায় ২৫টি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।
- 'ই মার্ট' এনে নিজেদের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ঋণ একেবারেই নগণ্য।
- বিগত ৫ বছরে ৪০.২ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বাড়িয়েছে এবিবি ইন্ডিয়া।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে সংস্থাটির আয় ২২ শতাংশ বেড়ে ৩৩৬৪৯ কোটি টাকা এবং নিট মুনাফা ৫৬ শতাংশ বেড়ে ৫২৮ কোটি টাকা হয়েছে।
- চলতি বছরে এবিবি ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাত।
- সংস্থার ৭৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশের এবং বিদেশের সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ এবং ১১.৮৫ শতাংশ শেয়ার।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ নেমে এসেছে এবিবি ইন্ডিয়ার শেয়ার দর।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ভূরাজনৈতিক সমস্যাগুলি ভাবাচ্ছে শেয়ার বাজারকে

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত এক সপ্তাহে নিফটি ১.৯৩ শতাংশ উত্থান দেখেছে। এক সময় ২২,০০০-এর কাছে নেমে যাওয়া নিফটি শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার পর দাঁড়িয়েছে ২২,৫৫২.৫০ পয়েন্টে। শেয়ার বাজারে যেভাবে একমুখী উত্থান হয় না, ঠিক সেভাবেই নিরন্তর পতনের পর একটা না একটা সময় বাজার ঘুরে দাঁড়াতে চায়। সেপ্টেম্বর মাসে নিফটি এবং সেনসেক্স সর্বকালীন উচ্চতা ছোঁয়ার পর থেকেই বিভিন্ন শেয়ারের দাম এতটাই চড়া হয়ে উঠেছিল যে, সেখান থেকে প্রফিট বুকিং করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। একদিকে চড়া দাম, জিডিপি বৃদ্ধি হ্রাস, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি, সোনার চাহিদা বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির উত্থান, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং এফআইআইদের ক্রমাগত শেয়ার বিক্রি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের খারাপ ফলাফল— সবমিলিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারতীয় শেয়ার বাজার।

প্রায় ১৬ শতাংশের কাছে পতন আসে নিফটি এবং সেনসেক্সে। সেখানে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপেও সংশোধন ছিল ২০ থেকে ২২ শতাংশের কাছে। বিভিন্ন শেয়ারে পতন আসে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ অবধি। যাঁরা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর পর বিনিয়োগ শুরু করেছেন তাঁদের পোর্টফোলিওর অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। এই পতনের ফলে বিরূপ প্রভাব পড়েছে বেশি তাদেরই পোর্টফোলিওতে। অবশ্য পর পর তিনদিন উত্থান এসেছে নিফটিতে। বৃহত্তর বাজারে যে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে দারুণ পতন এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিগত তিনদিন ভালো উত্থান দেখেছে। ফিরে আসছে ডিফেন্স, রেলওয়েজ, রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরের কোম্পানিগুলি।

চিনে নতুন করে ফিসকাল স্টিমুলাস আসতে পারে এই আশায় মেটাল সেক্টরের একটি ভালো র‍্যালি চলছে গত কয়েকদিন ধরেই। যেখানে সমগ্র শেয়ার বাজার ২০২৫-এ নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে, সেখানে মেটাল সেক্টরে উত্থান এসেছে ৪.৬১ শতাংশ (বিএসই মেটাল)। ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের মাশুল গুনতে

টানা তিনদিন উত্থান নিফটিতে

হচ্ছে ভারতীয় ফার্মা ও হেলথকেয়ার সেক্টরকে। বিএসই হেলথকেয়ার এই বছরে ১২.৬৩ শতাংশ পতনের মুখ দেখেছে। যেহেতু আমেরিকাতে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি করে থাকে ভারতীয় ফার্মা কোম্পানিগুলি, ফলে আমেরিকা এদের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক চাপালে তার অবশ্যই প্রভাব পড়তে পারে এই কোম্পানিগুলির ওপর। একই অবস্থা ভারতীয় আইটি সেক্টরের। নিফটি আইটি ইন্ডেক্স এবছর পতন দেখেছে ১২.৭৩ শতাংশ। আমেরিকাতে এদের ব্যবসাও ট্রাম্পের অদ্ভুত পলিসির ফলে বিপদগ্রস্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, এজিএস ট্রানস্যাক্ট, সিটুসি অ্যাডভান্সড, কেমব্রিজ টেকনলজি প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ক্যামলিন ফাইন, সোয়ান ডিফেন্স, তাজ জিভিকে হোটেলস, টিসিপিএল প্যাকেজিং প্রভৃতি। ট্রাম্পের কার্যকলাপ যে কেবলমাত্র বিশ্বজুড়ে প্রভাব ফেলেছে এমনটি নয়। যে ন্যাসড্যাক ডিসেম্বর ২০২৪-এ সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়েছিল তাও ১০ শতাংশের কাছে পতন দেখেছে বিগত কয়েক মাসে। আমেরিকা সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে থাকে কানাডা, মেক্সিকো এবং চিন থেকে। সেখানে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানো মানে আমেরিকার সাধারণ জনগণের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা। শুধু তাই নয়, এর ফলে মূল্যবৃদ্ধি মাথায় চড়ে বসে যেতে পারে এমন সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন বিভিন্ন অর্থনীতিবিদা। ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন থেমেছে এখনও তেমন সংকেত নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ভীতি এবং আতঙ্ক সাময়িকভাবে কমেছে বলা যেতে পারে।

এরই মাঝে যে কিছু ভালো খবর নেই এমন নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৭০ থেকে ৭৩ ডলার প্রতি ব্যারেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যা ভারতের পক্ষে খুবই ভালো খবর। বিশেষত যেখানে ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দ্বিতীয়ত আমেরিকার ডলার ইন্ডেক্স ক্রমাগত কমছে, যা ভারতের মতো উদীয়মান বাজারের জন্য ভালো। বর্তমানে ভারতের মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি অনুপাত ৯৯.৮৪ শতাংশ যা ফেয়ারলি ভ্যালু বলা যেতে পারে। যেটা ভারতীয় বাজারের জন্য শুভ সংকেত।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কোচবিহার স্টেশনের দায়িত্বে মহিলারা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মার্চ : আরপিএফ থেকে টিকিট পরীক্ষক, কাউন্টার থেকে টিকিট দেওয়া, এমনকি স্টেশনের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা সবটাই সামলাবেন মহিলারা! শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নতুন পথ চলা শুরু হল কোচবিহার স্টেশনে। জেলার সবচেয়ে পুরোনো এই স্টেশনটিকে মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এর ফলে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের পর আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে এটিই প্রথম মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে চিহ্নিত হল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার অভয় গণপত সনপ বলেন, 'ডিভিশনাল ম্যানেজারের নির্দেশে ডিভিশনের ৬৪টি স্টেশনের মধ্যে শুধুমাত্র এই স্টেশনটিকে একমাত্র মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে ঘোষণা করা হল।' তিনি জানান, এই স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক, কমার্সিয়াল সুপার ভাইজার, রিজার্ভেশন ক্লার্ক, রিজার্ভেশন সুপারভাইজার, টিকিট চেকিং স্টাফ সবাই মহিলা থাকবেন। এমনকি স্টেশনের আরপিএফও মহিলা থাকবেন। সবমিলিয়ে স্টেশনে আটজন মহিলা স্টাফ থাকবেন। তবে রাতে প্রয়োজন হলে পুরুষ আরপিএফ থাকতে পারেন।

নারী দিবস

বিষয়টি নিয়ে স্টেশনের চিফ রিজার্ভেশন সুপারভাইজার তনুশ্রী দাসের কথায়, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আজকে আমরা এমন দায়িত্ব পাওয়ায় নিজেকে খুবই গর্বিত বলে মনে করছি। পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব যাত্রীদের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার এবং আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কোচবিহার স্টেশনকে মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে ঘোষণা করা হবে। এই অবস্থায় শনিবার কোচবিহার স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় স্টেশনের বিভিন্ন গ্রিল দরজা সাদা রং করার কাজ চলছে। স্টেশনের কাউন্টার ঘরের সামনেটিকেও ফুলের

সহকর্মীকে মিষ্টিমুখ। নারী দিবসে কোচবিহার স্টেশনে। -জয়দেব দাস

মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই অবস্থায় বেলা ১২টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিভিশন কমার্সিয়াল ম্যানেজার সহ রেলের বিভিন্ন আধিকারিকরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলা রেলকর্মী-আধিকারিকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কেটে স্টেশনটিকে মহিলা পরিচালিত স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করেন সিনিয়ার ডিভিশন কমার্সিয়াল ম্যানেজার। পাশাপাশি স্টেশনের মহিলা কর্মী-আধিকারিকদের হাতে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান। কর্মী-আধিকারিক ছাড়াও স্টেশনে আসা বিভিন্ন মহিলা সাংবাদিক ও যাত্রীদের হাতেও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন ফুল তুলে দেওয়া হয়। মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে স্টেশনে মহিলা কর্মী-আধিকারিক যাঁরা টিকিট কাউন্টার, সুপারভাইজর সহ বিভিন্ন দায়িত্ব সামলাবেন, তাঁদের সাদা ও হলুদ রঙের মতো 'ড্রেস কোড' করা হয়েছে। তবে টিকিট পরীক্ষকরা অবশ্য টিকিট পরীক্ষকের চিরাচরিত সাদা-কালো রঙের পোশাকই পরবেন। কোচবিহার স্টেশনকে মহিলা পরিচালিত স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করায় স্টেশনের কর্মী-আধিকারিক ও বিভিন্ন মহিলা যাত্রীরা খুশিতে মেতে ওঠেন। স্টেশনের চিফ টিকিট ইনস্পেকটর গৌরী রায় বলেন, 'আমার বরাবরই স্বপ্ন ছিল যে মহিলা পরিচালিত স্টেশনে কাজ করব। আজকে সেই স্বপ্ন পূরণ হল।'

বামনহাট থেকে আসা ট্রেনযাত্রী শিবানী বর্মন বলেন, 'স্টেশনে এসে শুনলাম স্টেশনটি মহিলা পরিচালিত স্টেশন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রেল কর্তৃপক্ষ মহিলাদের এমন সম্মান দেওয়ায় আমরা খুবই খুশি। মহিলা পরিচালিত স্টেশন হওয়ার ফলে আমরা মহিলারা শৌচাগার সহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা খুব সহজেই বলতে পারব।'

বন্ধ হবে বাড়ির বিকল্প জলের উৎস

২১ মার্চ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : আগামী ২১ মার্চ শিলিগুড়ির দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে। ওই দিন ফুলবাড়িতে ওই কাজের শিলান্যাস করবেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জলাধার তৈরি হবে। ফুলবাড়িতে বর্তমান জলাধারের পাশেই নতুন এই জলাধার তৈরি হবে। তৃতীয় পর্যায়ের কাজের অনুমোদনও শীঘ্রই চলে আসবে বলে আশাবাদী মেয়র। তিনি এদিন বলেছেন, 'দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রতিটি বাড়ির টিউবওয়েল, কুয়ো বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্ট তুলে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়িতে জ্বলন্ত সমস্যাগুলির অন্যতম পানীয় জল। প্রতিদিন পানীয় জল নিয়ে পুরনিগমকে শহরবাসীর অভিযোগ শুনতে হয়। টক টু মেয়রে প্রতি সপ্তাহে প্রায় অর্ধেক প্রশ্নই আসে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে। এই শনিবারও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে পানীয় জলের সংকট নিয়ে বাসিন্দারা মেয়রকে ফোন করেন।

পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে গজলডোবার তিস্তা নদী থেকে জল এনে ফুলবাড়িতে শোধন করে শহরে সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা খরচ প্রথমে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকা চেয়েছে পুরনিগম। অর্থাৎ এই প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ আরও বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রথম পর্যায়ে ২৮ কিলোমিটার রাস্তায় পাইপলাইন বসানো শুরু হয়েছে।

কী পরিকল্পনা

- ফুলবাড়িতে বর্তমান জলাধারের পাশে নতুন জলাধার তৈরি হবে
- তৃতীয় পর্যায়ের কাজের অনুমোদনও শীঘ্রই চলে আসবে
- টক টু মেয়রে প্রতি সপ্তাহে প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন আসে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে
- এই প্রকল্পে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা খরচ প্রথমে ধরা হয়েছিল
- আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকা চেয়েছে পুরনিগম

ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে গজলডোবা থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার রাস্তায় পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ১২ কিলোমিটার মতো রাস্তায় পাইপলাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণও হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জলাধার তৈরির জন্য টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজেরই ২১ মার্চ মেয়র শিলান্যাস করবেন। তাঁর আশা ২০২৬-এর মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

এদিন মেয়র বলেন, 'বর্তমান প্রকল্প থেকে কম জল পাওয়ায় শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে এখনও চাহিদামতো পানীয় জল সব বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় বহু মানুষ বাড়িতে কুয়ো, নলকূপ, বোরিং করে জল তুলে নিচ্ছেন। এটা আইনত করা যায় না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনটাও দেখতে হবে। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্প চালু হয়ে গেলে আশা করছি চাহিদামতো সব জায়গায় জল দিতে পারব। তার পরেই প্রতিটি বাড়ির বিকল্প জলের উৎস বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্টগুলিও তুলে দেওয়া হবে।'

সরকারি বাসে হামলা

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ : কনডাক্টর সুকুমার সরকার তখন বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতে আঙুলের ভাঁজে কিছু টাকা এবং কাঁধে ঝুলছে টাকার ব্যাগ। হঠাৎ তাঁর হাতের টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এক তরুণ। তখন ওই তরুণও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। চোখ ব্যাগের টাকাতেও। কনডাক্টর তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে রীতিমতো তেড়ে আসে ওই তরুণ। কনডাক্টরের ওপর জুতো নিয়ে চড়াও হয়। যদিও পরে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে হুসলুরডাঙ্গা মোড়ে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আটক তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তখন ঠিক দুপুর আড়াইটা। বীরপাড়া থেকে ধূপগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি ডিপোর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ওই বাসটি জলঢাকা সেতু পেরিয়ে হুসলুরডাঙ্গা মোড়ে এসে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই তরুণ বাসের সিঁড়িতে উঠে প্রথমে সুকুমারের হাতের টাকা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কনডাক্টর বুঝতে পেরে হাতের টাকা কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিতে ব্যাগ ধরে টানাটানি শুরু করে অভিযুক্ত। সুকুমার তাকে বাধা দিলে অভিযুক্ত তাঁর ওপর চড়াও হয়। এরপর যাত্রীদের সহায়তায় ওই তরুণকে টেনে গাড়ির ভেতরে তোলা হয়। যদিও অভিযুক্ত কোনও টাকা নিতে পারেনি। সুকুমার বলেন, 'আমার হাতে রাখা টাকা এবং কাঁধের টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ওই তরুণ। না পারায় সে পায়ের জুতো খুলে মারতে উদ্যত হয়। পরে তাকে আটকে ময়নাগুড়ি থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

এনবিএসটিসি'র ময়নাগুড়ি ডিপো ইনচার্জ ঋষিকেশ বর্মন বলেন, ময়নাগুড়ি ডিপোর এই বাসটি ময়নাগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। বাসে এধরনের ঘটনায় আমরা অবাক।'

আহত পাঁচ

খড়িবাড়ি, ৮ মার্চ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা ছোট চারচাকা গাড়ির। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের কল্যাণপুরে। ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক সহ পাঁচজন। তাঁদের নাম অমিত জয়সওয়াল, মালা জয়সওয়াল, অর্পিত জয়সওয়াল, মিনি জয়সওয়াল ও মান্সবি চৌধুরী। তাঁরা সকলে বিহারের মতিহারি জেলার বাসিন্দা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঘোষপুকুর থেকে বিয়ের এনগেজমেন্ট সেরে বিহারের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনায় আহত হন পাঁচজন। স্থানীয়রা বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

বাইক র‍্যালি

খড়িবাড়ি, ৮ মার্চ : সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে শুল্ক দপ্তরের কাজকর্ম, নিয়মনীতি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বাইক র‍্যালি করা হল। দপ্তরের প্রিভেন্টিভ ইউনিটের তরফে আয়োজিত এই র‍্যালি শনিবার নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এসে পৌঁছায়। শুল্ক দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি পাচার রোধে জোর দেওয়া হয় কর্মসূচিতে। এদিন প্রিন্সিপাল কাস্টমস কমিশনার সহ ১০ সদস্যের একটি দল ভুটান সীমান্তের জায়গাঁ থেকে বাইক র‍্যালি শুরু করে। দুপুরে ফুলবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে তা নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে পৌঁছায়। রবিবার চিন সীমান্তের নাথু লায় র‍্যালি শেষ হবে।

স্কুলে ভাঙচুর পরীক্ষার্থীদের

হরষিত সিংহ

হবিবপুর, ৮ মার্চ : চামাগ্রামের পর ঋষিপুর হাইস্কুল। 'ক্ষুব্ধ' পরীক্ষার্থীদের তাণ্ডব চলল পরীক্ষাকেন্দ্রে। তাদের ক্ষোভ পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার সময় কেন তল্লাশি করা হবে? নকল করতেই বা বাধা দেওয়া হবে কেন?

উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষার দিন বৈষ্ণবনগরের চামাগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকদের মারধর ও ভাঙচুর চালিয়েছিল এক দল পরীক্ষার্থী। আর শনিবার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও মিউজিকের পরীক্ষায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল হবিবপুরের ঋষিপুর হাইস্কুলে। মালদায় বার বার এমন ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে জেলা শিক্ষা দপ্তর। যদিও আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করেননি।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মালদার যুগ্ম আহ্বায়ক অমল ঘোষের দাবি, 'পুরো জেলাতেই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে। কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।'

ঋষিপুর হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী উচ্চবিদ্যামন্দির ও রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের। শনিবার ছিল কম্পিউটার সায়েন্স ও মিউজিকের পরীক্ষা। এদিন ঋষিপুর হাইস্কুলে বুলবুলচণ্ডীর দুটি স্কুলের মোট ১২২ জন পরীক্ষার্থী ছিল। অভিযোগ, ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার থেকে। সেদিন গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের নকল করতে না দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়। শনিবার পর্ষদের নিয়ম মেনে ঋষিপুর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেয়। স্কুলে প্রবেশের সময় তল্লাশি চালানো হয়। তখন থেকেই গিরিজা সুন্দরী স্কুলের কিছু পরীক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরীক্ষা শুরুর আগে ইনভিজিলেটররা স্কুলের ৩১৬ নম্বর রুমে গিয়ে দেখেন দুটি ফ্যানের পাখা ভাঙা। ক্লাসরুমের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ি জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

যদিও কে বা কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তা চিহ্নিত করা যায়নি। খবর পেয়ে স্কুলে আসে হবিবপুর থানার পুলিশ। ডেকে পাঠানো হয় বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুল কর্তৃপক্ষকে। পরীক্ষা শেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যায়। ঋষিপুর হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সনৎ ঘোষ বলেন, 'স্কুলে যেন সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয় সেই আবেদন রাখছি। এইভাবে স্কুলের সম্পত্তি নষ্ট করা কাম্য নয়। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হোক।'

গিরিজা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যামন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পান্ডের মন্তব্য, 'ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে জানা নেই।'

রাজপথে পেটের টানে... শনিবার কুশমণ্ডিতে। ছবি : সৌরভ রায়

রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি চলছেই

ডিস্ট্রিবিউটারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : চলতি সপ্তাহে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪১টি গ্যাস সিলিন্ডার আটক করেছে। সিলিন্ডারের অধিকাংশই ডোমেস্টিক। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, ডোমেস্টিক সিলিন্ডার এত আসছে কোথা থেকে? পুলিশ প্রাথমিকভাবে দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, সিলিন্ডারের ডেলিভারি বয়দের কাছ থেকেই নাকি ওই অভিযুক্তরা ডোমেস্টিক সিলিন্ডার মজুত করত। আর এখানেই নতুন করে ডিস্ট্রিবিউটারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ডেলিভারি কোড চালুর পরেও কীভাবে এই ধরনের কারবারিরা একশ্রেণির ডেলিভারি বয়দের হাত ধরে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের চোরাকারবারি করে চলেছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকার বলছেন, 'কাস্টমারদের কাছে অনুরোধ করব, ডেলিভারি অথেনটিসিটি কোডের মাধ্যমেই সিলিন্ডার আদানপ্রদান করতে। সেক্ষেত্রে বুকিংয়ের পর কোড আসার পরে শুধুমাত্র গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়ার সময়ই যেন ডেলিভারি বয়কে সেই কোড বলা হয়। তাহলে আর এধরনের ঘটনা ঘটবে না।'

চলতি সপ্তাহে আটক ৪১টি সিলিন্ডার

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ডিস্ট্রিবিউটাররা তাঁদের গ্রাহকের শতকরা কতজনের মধ্যে ডেলিভারি অথেনটিসিটি কোডের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন? সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কেউ এখনও পর্যন্ত করতে পেরেছেন পঞ্চাশ শতাংশ, তো কেউ করতে পেরেছেন চল্লিশ শতাংশ। কেউ আবার কুড়ি শতাংশ। আর এখানেই তৈরি হয়েছে যাবতীয় সমস্যা। গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তি বলছিলেন, 'অনলাইন ফুড ডেলিভারির ক্ষেত্রে কোডের যেমন দরকার, ঠিক তেমনই সিলিন্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রেও ওই সিস্টেম চালু করে দেওয়া হয়েছে, এই ডেলিভারি অথেনটিসিটি কোড সিস্টেমের মাধ্যমে। এই সিস্টেম না থাকার সুযোগ নিয়েই ডেলিভারি বয়দের একটা অংশ বিভিন্ন গ্রাহকের অর্ডার দেওয়া সিলিন্ডার এভাবে বিক্রি করে দিচ্ছে। পরবর্তীতে ওই গ্রাহক যখন জানাচ্ছেন, সিলিন্ডার তাঁরা অর্ডার করে পাননি, তখন কোনওভাবে ওই ডেলিভারি বয়দের একটা অংশ ম্যানেজ করে নিচ্ছে। এভাবেই ওই দুই কারবারির কাছেও গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে গিয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের। সবমিলিয়ে, ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার জালিয়াতি রুখতে ডিস্ট্রিবিউটারদের মধ্যেও রয়েছে উদ্যোগের বড় খামতি।

শ্মশানঘাট সংস্কারের দাবি

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মামা ভাগ্নে শ্মশান। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন বন্ধ সাহুডাঙ্গি শ্মশানঘাট। এর জেরে দাহকার্যে সমস্যা হচ্ছে। এনিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, শ্মশানঘাট সংস্কার করা হোক। বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান।

স্থানীয়রা বলছেন, মামা ভাগ্নে শ্মশানঘাটে দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। আলো, বসার জায়গা, শৌচাগার নেই। বর্ষাকালে জল জমে যায়। পানীয় জলের জন্য আছে একটিমাত্র কল। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই শ্মশান চত্বরে নেশার আসর বসে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রলয় দেবনাথ বলেন, 'সাহুডাঙ্গি শ্মশান বন্ধ থাকার কারণে মামা ভাগ্নে শ্মশানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় সকলে অসুবিধায় পড়েন। এর সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা দরকার।'

শ্মশানঘাটের দেখভালের দায়িত্বে আছেন কমল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আমি শ্মশান দেখভাল করি বিনা বেতনে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যও জানেন। দাহকাজ করতে অনেকেই অসুবিধায় পড়েন। কিন্তু শ্মশানের পরিকাঠামো উন্নয়নে কারও নজর নেই।'এবিষয়ে প্রধান মিতালি মালাকার বলেছেন, 'শ্মশানঘাটের উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা চলছে। মার্চের পর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। আলো, পানীয় জল, বসার ব্যবস্থা সহ অন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে।' তবে বাসিন্দারা বলছেন, তাঁরা শুকনো প্রতিশ্রুতি চান না। দ্রুত সংস্কার হোক।

সইদুলের সহযোগীর বাড়িতে পুলিশ

ফাঁসিদেওয়া, ৮ মার্চ : এবার মহম্মদ সইদুলের আরেক সহযোগীর বাড়ি এবং দোকানে হানা দিল পুলিশ। শনিবার চটহাটের নয়াহাটের বাসিন্দা মহম্মদ জালালউদ্দিনের বাড়ি এবং অনলাইন পরিষেবা দেওয়ার দোকানে হানা দেয় পুলিশ। অভিযুক্তের দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে সিম কার্ড। অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে বিদেশে পাঠানোর অভিযোগে কয়েকদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে মহম্মদ সইদুল।

তাকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কাণ্ডের মূল মাথা পর্যন্ত পৌঁছে, সমস্ত বিষয়টি সামনে আনতে চাইছে পুলিশ। সইদুলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন নয়াহাটে মহম্মদ জালালউদ্দিনের বাড়িতে এবং দোকানে হানা দেয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন, সার্কেল ইনস্পেকটর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্র, ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছিলেন। সইদুলের কারবারে এই জালালউদ্দিনের মদত ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিভিন্ন সময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে এই কারবার চালাচ্ছিল সইদুল এবং তার শাগরেদরা। তাদের মধ্যেই একজন এই জালালউদ্দিন বলে মনে করছে পুলিশ। এই সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে যে ফোন নম্বরের প্রয়োজন হয়, তা সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল জালালউদ্দিনের। এমনই খবর পেয়ে হানা দিয়েছিল পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সিম কার্ড ছাড়াও এদিন বেশ কয়েকটি এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি দিয়ে কী ধরনের আর্থিক লেনদেন হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি ওই তরুণের মাধ্যমে অবৈধভাবে টাকা লেনদেনের বিষয় সামনে আসে, সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ জানিয়েছেন।

সেতুর স্বপ্ন অধরা, যাতায়াতে ভরসা বাঁশের সাঁকো

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৮ মার্চ : নদীর ফেরে রাস্তা বাড়ে। গ্রামবাংলায় একথা বহুলপ্রচলিত। এটা যে বাস্তবিক সত্যি তার প্রমাণ চাকুলিয়া। স্থানীয় হাজিপুর থেকে নিজামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাতিপুরের দূরত্ব মেরেকেটে আধ কিলোমিটার। কিন্তু এলাকার সুধানি নদীর ফেরে ঘুরপথে সেই রাস্তার দূরত্ব দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ কিলোমিটার।

দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করেছে সুধানি। বর্ষায় স্থানীয়দের যোগাযোগে ভরসা কলার ভেলা কিংবা নৌকা। শুখা মরশুমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে তৈরি করেন অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো। এখন সেই সাঁকোই তাঁদের ভরসা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলি বারবার পাকা সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট ফুরোলে তারা সব ভুলে যায়। তাই, থমকে রয়েছে সেতু তৈরি। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা।

সুধানি নদীর এই সাঁকোর পরিবর্তে পাকা সেতুর দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ জানান, দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের যোগাযোগ সহজ করতে সেতু তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এজন্য বেশ মোটা টাকা দরকার। এছাড়া সাহাপুরে একটা সেতু তৈরি শুরু হয়েছে। এখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সবুজ সংকেত পেলে কাজ শুরু হবে। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর জানান, বিষয়টা তাঁদেরও নজরে এসেছে। এজন্য মোটা টাকা দরকার। ব্লক পর্যায়ে এত টাকা খরচের এক্তিয়ার নেই। এজন্য উচ্চ প্রশাসনিক পর্যায়ে চেষ্টা চলছে।

বাড়তি পথ

- হাজিপুর থেকে মির্জাতিপুরের দূরত্ব মেরেকেটে আধ কিলোমিটার
- কিন্তু সুধানি নদীর ফেরে ঘুরপথে সেই দূরত্ব দাঁড়িয়েছে ৩০ কিমিতে
- দুই পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে সুধানি
- বর্ষায় স্থানীয়দের যোগাযোগে ভরসা কলার ভেলা কিংবা নৌকা
- শুখা মরশুমে যোগাযোগ সচল রাখতে তৈরি হয় বাঁশের সাঁকো

স্থানীয় সূত্রে খবর, নদীর এপার-ওপার মিলিয়ে হাজিপুর, মির্জাতিপুর, ছঘরিয়া, পুয়ার, খিখিরটোলা, ডিঙ্গাপাড়া, সাটিয়ারা, নারায়ণপুর প্রভৃতি ২৫-৩০টি গ্রাম রয়েছে।

সেতু না থাকায় শুখা মরশুমে এসব গ্রামের মানুষের ভরসা বাঁশের সাঁকো। বর্ষায় নদী ফুলে ওঠে। জলের স্রোতে ভেসে যায় সাঁকো। এ সময় নৌকা, কলার ভেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখে। বর্ষায় নদী পারাপারে মানুষের দুর্ভোগ অন্তহীন। থাকে জীবনের ঝুঁকিও। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন হালের কারণে অসুস্থ মানুষজনের চিকিৎসাও মেলে না। বহু মুমূর্ষু রোগীকে নদী পেরিয়ে হাসপাতালে আনার পথে মারা যান বলে অভিযোগ।

হাজিপুরের বাসিন্দা নুরুল ইসলামের কথায়, 'গ্রামে কোনও সরকারি প্রাথমিক স্কুল নেই। নেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও। এজন্য নদী পেরিয়ে মির্জাতিপুরে যেতে হয়। নদীতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে বহু অভিভাবক ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান না। সামান্য কয়েকজন অভিভাবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের স্কুলে পাঠান।' তাঁর আরও অভিযোগ, সেতু নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা তথৈবচ। এজন্য এলাকার বহু মেয়ের বিয়ে হয় না। খিখিরটোলার তপন দাসের প্রশ্ন, 'বাঁশের সাঁকো, নৌকা বা কলার ভেলায় আর কতদিন নদী পারাপার করতে হবে?' তাঁর অভিযোগ, ভোটের সময় নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাঁদের আর দেখা মেলে না। অনেকদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে। কেউই সেতু তৈরির উদ্যোগ নেয়নি। নারায়ণপুরের রজনী সিংহ বলেন, 'হাজিপুর ও মির্জাতিপুরে সুধানির ওপর সেতু তৈরি হলে ২৫-৩০টি গ্রামের মানুষের যাতায়াত সহজ হবে।'

পুলিশের জালে মাদক কারবারের কুইনপিন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ঘরে-বাইরে নারীদের অবদান স্মরণ করেছে গোটা বিশ্ব। বাদ যায়নি শহর শিলিগুড়ি। আর এদিনই শহর সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসে এক নারীর 'রানি' হয়ে ওঠার গল্প সামনে এসেছে। তবে কোনও স্বপ্নের সাম্রাজ্যের 'রানি' সে নয়। তার বিচরণ ছিল মাদকের সাম্রাজ্যে।

এদিন সন্ধ্যায় ইস্টার্ন বাইপাসে ব্রাউন সুগার হাতবদলের উদ্দেশ্যে এসেছিল এই 'রানি'। কিন্তু হাতবদল তো হলই না, উলটে দু'হাতে পড়ল বেড়ি। ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ হাতেনাতে পাকড়াও করল নুরজাহান বেগমকে।

নুরজাহানের কাহিনীর সূত্রপাত বছর চারেক আগে। হঠাৎ স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ায় পাঁচ সন্তানকে নিয়ে একপ্রকার অথই জলে পড়ে সে। শেষমেশ সৎ পথে উপার্জনের রাস্তা ছেড়ে বেছে নেয় অন্ধকার জগৎ। নুরের জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরুয়াত এখান থেকেই।

মূলত ব্রাউন সুগার কারবারে জড়িয়ে পড়েছিল নুর। ধীরে ধীরে সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। প্রথমদিকে আশরফনগরের বাড়ি থেকে কারবার চালাত। কয়েকমাসের মধ্যেই সে পুলিশের নজরে আসে। শেষমেশ ২০২৩ সালে প্রথমবার ধরা পড়ে এই মহিলা।

কয়েকমাস শ্রীঘরে কাটিয়ে ফেরার পর ঠিকানা বদলে ফেলে নুরজাহান। নতুন বাসস্থান চম্পাসারি। সন্তানদের নিয়ে ঘরভাড়া করে থাকতে শুরু করে সে। এখানেই হয়তো নুরের জীবনটা বদলে যেতে পারত। সবকিছু ভুলে হতে পারত নতুন শুরুয়াত। কিন্তু হল ঠিক উলটো। সে মাদক কারবারেই আরও মনযোগী হয়। ব্যবসা বাড়াতে শুরু করে। চম্পাসারি, আশরফনগর হয়ে গোটা ইস্টার্ন বাইপাস চত্বরে ব্রাউন সুগার কারবারে সেই হয়ে ওঠে 'কুইনপিন'।

কারবার ছড়ানোর ফলে নুরের 'কীর্তি' ফের নজরে আসতে শুরু করে পুলিশের। কিন্তু গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় এই মহিলা। দীর্ঘদিন ধরে 'সাবধানী' নুরকে ধরতে পারছিল না পুলিশ। তবুও তক্কে তক্কে ছিলেন উর্দিধারীরা। শেষমেশ এদিন নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় 'কুইনকে'।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন নুরজাহানকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে পাওয়া যায় ১৩৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, নুরজাহানের দুই ভাই রয়েছে। এক ভাই ব্যবসা করে। আর এক ভাই নুরের সংস্পর্শে এসে কারবারে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে অনুমান উর্দিধারীদের। আপাতত নুরের সঙ্গীদের খোঁজ চলছে। তার নেটওয়ার্ক ভাঙতে পারলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে মাদক কারবারে অনেকটাই লাগাম টানা যাবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে এসে গ্রেপ্তার নুরজাহান বেগম (মাঝে)।

ভাইপোর বিরুদ্ধে অভিযোগ

চোপড়া, ৮ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নটিগছ এলাকায় এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের ছেলের বিরুদ্ধে চা বাগানের জমি দখলের ষড়যন্ত্র ও বিভিন্নভাবে হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন। এব্যাপারে রামকৃষ্ণ দাস পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। অভিযোগ, রামকৃষ্ণ দাসের চা বাগান দখল করার উদ্দেশ্যে তার ভাইয়ের ছেলে সুশান্ত দাস স্থানীয় গোপাল দাসকে দিয়ে বাড়ির রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করে চলেছেন। যদিও গোপাল দাস এব্যাপারে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, জমি সংক্রান্ত ঝামেলায় বিভিন্নভাবে হয়রানি ও রামকৃষ্ণ দাসের বাড়ির যাতায়াতের রাস্তা বন্ধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে সুশান্ত দাসের সাফাই, তাঁর বিরুদ্ধে উঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর বক্তব্য, চা বাগানের একটি জমির ও পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে। এক্ষেত্রে কাকাকে ভয় দেখানোর কোনওরকম প্রশ্নই উঠে না। রাস্তা বন্ধের ব্যাপারে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

মুদির দোকানে চুরির চেষ্টা

চোপড়া, ৮ মার্চ : একটি মুদির দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে চুরির চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়ার কালাগছ ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায়। দোকান মালিক দুলাল সরকার বলছেন, সম্ভবত চুরির উদ্দেশ্যে কেউ বা কারা রাতে জড়ো হয়। তারা সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে দোকান ঘরের গ্রিলের তালা ভাঙারও চেষ্টা করে। বিষয়টি এদিন সকালে জানতে পেরে চোপড়া থানার পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নারীদের সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : বিভিন্ন পেশায় আজ উজ্জ্বল নারীরা। শিলিগুড়িতেও একইভাবে নারীদের ঔজ্জ্বল্য বিদ্যমান। আর তাই শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শহরের কয়েকজন সফল নারীকে সংবর্ধনা জানাল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ (আইআইএলএস)। এদিন কলেজে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ নূপুর দাস, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মীনাক্ষী চক্রবর্তী, এসএসবির লিগ্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যারোলিন সুজান জনসন। ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সায়েন্টিফিক অফিসার ডঃ প্রজ্ঞামিতা দাসও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল তথা আইআইএলএস-এর চেয়ারম্যান জয়জিৎ চৌধুরী বলেন, 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা আজকে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটি পালন করা হল।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বসন্তের দেখা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

নস্যশেখ বোর্ডে নালিশ, পরিদর্শন আধিকারিকদের

মাদ্রাসায় নিম্নমানের জলপ্রকল্পে ক্ষোভ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ মার্চ : পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ নিম্নমানের। এমনই অভিযোগ উঠল নকশালবাড়ির মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দয়ারামজোত সংসদে। এখানে গরিব নওয়াজ মাদ্রাসায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের কাজের বিষয়টি একাধিকবার ঠিকাদারকে জানানো হয়েছে। অথচ তিনি কোনও গা করেননি। এরই মাঝে হঠাৎ কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে যান ঠিকাদার। শেষে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরে অভিযোগ জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। অভিযোগ পেয়ে শনিবার প্রকল্প পরিদর্শনে আসেন ওই দপ্তরের শিলিগুড়ি মহকুমা বিভাগের আধিকারিক এবং নস্যশেখ বোর্ডের সদস্যরা।

এক মাস আগে ওই বিভাগের নস্যশেখ বোর্ড প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসায় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করে। এদিন আধিকারিকদের সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয়রা। তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আজাদ আধিকারিকদের উদ্দেশে বলেন, 'গোটা প্রকল্পে জলের ফিল্টার মাত্র একটি। জল ফিল্টার না হয়ে সরাসরি রিজার্ভারে ঢুকছে। এর ফলে অপরিস্রুত জল খাচ্ছি আমরা। রিজার্ভারের ওপর থেকে সারাক্ষণ জল বয়ে নীচে পড়ছে। রিজার্ভার দুটো অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বসানো হয়েছে।'

যাবতীয় অভিযোগ শোনার পর

উত্তর দয়ারামজোতে গরিব নওয়াজ মাদ্রাসায় জলপ্রকল্প পরিদর্শন।

এবং প্রকল্পটি খতিয়ে দেখে নস্যশেখ বোর্ডের সদস্য মিজানুর রহমান বলেন, 'গোটা মহকুমায় এই ধরনের তিনটে প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়ায় এবং নকশালবাড়িতে। আমরা বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি কোচবিহারে নস্যশেখ বোর্ডের দপ্তরে জানানো হবে।'

নকশালবাড়ি

এদিন প্রকল্প খতিয়ে দেখেছেন শিলিগুড়ি অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার আরিফুল হাসানও। তাঁর কথায়, 'টেকনিকাল স্টাফের অভাব রয়েছে নস্যশেখ বোর্ডে। ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় এজেন্সিকে কাজের নির্দেশ দেওয়ার মতো কেউ নেই। অন্য দপ্তর থেকে এসে কাজের নির্দেশ দেওয়া যায় না। আমি অন্য কাজ দেখতে এসে এই প্রকল্পটা দেখে গেলাম।' আধিকারিকরা যখন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন, তখন স্থানীয়রা ঠিকাদারকে এলাকায় আসার জন্য একাধিকবার ফোন করেন। কিন্তু ঠিকাদার ফোন ধরেননি।

প্রকল্পটিতে এখনও অনেক কাজ বাকি। অথচ ঠিকাদার বেপাত্তা। এ নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাদ্রাসায় ৬৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। এছাড়াও গ্রামের ৬০-৭০টি পরিবার এখান থেকে জল নিয়ে যায়। লোহার কাঠামোটি ভালো করে বসানো হয়নি। এর ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এদিকে, প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কালাম। তাঁর কথা, 'এই ধরনের প্রকল্প আরও দুই জায়গায় হয়েছে। অথচ সেখানে যথেষ্ট ভালো কাজ হয়েছে। এখানে এজেন্সি ঠিকমতো কাজ করেনি। তাই আমরা বিষয়টি নস্যশেখ বোর্ডের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।' সকলেই চাইছেন কাজ ঠিকমতো হোক।

গোঁসাইপুরে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

৬ বাংলাদেশি সহ গ্রেপ্তার আট

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ মার্চ : পড়শি বিবাদে পর্দা ফাঁস। সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে অবৈধভাবে বসবাসের দায়ে একটি শিশু সহ একই পরিবারের ছয়জন বাংলাদেশি অবশেষে পুলিশের জালে আটকা পড়ল। বেআইনিভাবে তাঁদের আশ্রয় দেওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও দুজনকে। যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাগডোগরায়। এই নিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। টানা চার বছর ধরে বাংলাদেশিদের গোঁসাইপুরে বসবাসের জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এর দায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস।

তাঁর বক্তব্য, 'এটা একটা বড় সমস্যা। কিন্তু এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ। বিএসএফ ঠিকমতো ডিউটি করছে না বলেই এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারছে বাংলাদেশিরা। পশ্চিমবঙ্গে শান্তি বিঘ্নিত করতে প্রতিবেশী দেশের লোকজনদের ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিচ্ছে বিএসএফ।'

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'অবৈধভাবে কেউ ভারতে প্রবেশ করলে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে যদি বাংলাদেশের অশান্তির জন্য ভারতে প্রবেশ করে থাকে, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের কেন্দ্রীয় সরকারের শরণার্থী নীতি মেনে মানবিকতার বিচারে দেখা উচিত।'

> সম্পূর্ণভাবে দায়ী সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ। বিএসএফ ঠিকমতো ডিউটি করছে না বলেই এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারছে বাংলাদেশিরা।
>
> **প্রিয়াংকা বিশ্বাস,** *কর্মাধ্যক্ষ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

> যদি বাংলাদেশের অশান্তির জন্য কেউ ভারতে প্রবেশ করে থাকে, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের কেন্দ্রীয় সরকারের শরণার্থী নীতি মেনে মানবিকতার বিচারে দেখা উচিত।
>
> **আনন্দময় বর্মন,** *বিধায়ক মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি*

চার বছরে কাক-পক্ষী টের পায়নি। কিন্তু পড়শি বিবাদে জড়িয়ে এদেশে আশ্রয় নেওয়া একই পরিবারের ছয়জন ধরা পড়ে গেল। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নির্দেশে প্রত্যেকের বর্তমান ঠিকানা শ্রীঘর। পুলিশ সূত্রে খবর, চার বছর আগে বাংলাদেশের বদ্রাগঞ্জ থানার বাল্লুভাট্টা থেকে প্রথমে হিলি সীমান্ত পেরিয়ে ২৫ বছরের সবুজ দাস বাগডোগরার অদূরে গোঁসাইপুর নতুনপাড়ায় ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। বেছে নেন রাজমিস্ত্রির কাজ। যথারীতি হাতে পেয়ে যান ভারতীয় আধার কার্ড।

গত কালীপুজোর সময় চার বছরের একটি শিশু সহ পরিবারের আর ৫ সদস্যকে গোঁসাইপুরে ভাড়াবাড়িতে তিনি নিয়ে আসেন। এতদিন বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করলেও কেউ কিছুই বলেনি। পুলিশের কাছেও কোনও খবর ছিল না। কিন্তু গোল বাঁধে শুক্রবার প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া শুরু হলে। খবর যায় বাগডোগরা থানায়। সেসময়ই প্রতিবেশীরা পুলিশের কাছে বাংলাদেশি তত্ত্ব তুলে ধরে। এর পরেই পুলিশ ওই শিশুটি ছাড়াও গ্রেপ্তার করে সবুজ দাস, সঞ্জু দাস, রুনি দাস, সজনি দাস ও প্রমিতা দাসকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেন অ্যাক্টে মামলা করেছে পুলিশ। তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বাড়ির মালিক গজেন বর্মন ও নৃপেন সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে বাংলাদেশের নথিপত্র পেয়েছে পুলিশ। কিন্তু কীভাবে আধার কার্ড পেল সবুজ, সেই সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

বৃহন্নলার চেষ্টায় ন'দিন বাদে উদ্ধার নিখোঁজ বালক

মালবাজার, ৮ মার্চ : এক বৃহন্নলার চেষ্টায় ঘরে ফিরল ন'দিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক নাবালক। বীরপাড়ার দলমোর চা বাগানের বড়া লাইনের ১৪ বছরের আয়ুষ শা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হয়েছিল। শুক্রবার রাতে মালবাজারগামী এক বাস থেকে এক বৃহন্নলার চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করল পুলিশ। ওই রাতেই মালবাজার থানার পুলিশ তাকে বীরপাড়া থানার হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বীরপাড়ার দলমোর চা বাগানের রামদিনেশ শা-র ছেলে আয়ুষ মোবাইল গেমে আসক্ত ছিল। মোবাইল বিকল হওয়ায় বাড়ির ওপর অভিমান করে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সে উধাও হয়ে যায়। এই মর্মে বীরপাড়া থানায় ১ মার্চ নিখোঁজের অভিযোগ জানান রামদিনেশ।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও নাবালকটির ছবি দিয়ে প্রচার চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার ন'দিনের মাথায় শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে মালবাজারে ফেরার শেষ বাসে তাকে একা বসে থাকতে দেখেন এক বৃহন্নলা। তিনি তাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। উত্তরে অসংগতি মেলে। মালবাজার ফেরার পর ওই বৃহন্নলা তাকে মাল থানায় নিয়ে যান। পরে মাল থানার পুলিশ তার বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে বীরপাড়া থানায় যোগাযোগ করে। সেখান থেকে সব জেনে অবশেষে ওই দিনই রাত এগোরাটা নাগাদ তাকে বীরপাড়া থানার হাতে তুলে দেয় মালবাজার পুলিশ।

অনুষ্ঠান

চোপড়া, ৮ মার্চ : নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল দাসপাড়া নবদিশা এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন সোনাপুর এলাকায় স্থানীয় মহিলাদেরকে নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লক মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নারী দিবস পালন করা হয়। এদিন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে দলের নবনির্বাচিত ব্লক কমিটির মহিলা সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

৪ গোরু উদ্ধার

চোপড়া, ৮ মার্চ : চোপড়া থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে এলাকার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি গোরুর গাড়ি আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে একটি লরি আটক করা হয়। চারটি গোরু উদ্ধার হয়েছে। চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংবর্ধিত নাবালিকা

জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ : প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে টোটোর স্টিয়ারিং হাতে নেওয়াটা বেআইনি। তবু ঋতুর লড়াইকে শনিবার কুর্নিশ জানাল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হল পুলিশলাইনে। মেয়েকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন ময়নাগুড়ির জাবরামালীর কীর্তনিয়া রবিন রায়। সংসার টানতে তিনি একটি টোটো কিনেছিলেন। কিন্তু একটি হাত অসাড় হয়ে যাওয়ায় রবিন আর টোটো চালাতে পারেন না। স্ত্রী অসুস্থ স্বামীর দেখভাল করেন। বাধ্য হয়ে ছেলে আর বড় মেয়ে পড়াশোনা ছেড়েছে। ছেলে কাজ নিয়েছে অসমে। সংসারের হাল দেখে বাবার টোটো নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল ১৬ বছরের ঋতু। দিনে টোটো চালিয়ে আর রাতে পড়াশোনা করে এবারই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সে।

হেমতাবাদ সীমান্তে ধৃত ভারতীয় দুষ্কৃতী

পাচারকারী দেখলেই গুলির নির্দেশ

হেমতাবাদ, ৮ মার্চ : সীমান্তের কাঁটাতার কেটে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের গোরু ও মাদক পাচারে সহযোগিতা করার অভিযোগে একজন ভারতীয় পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। এই ঘটনার শনিবার দিনভর বৈঠক করেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্টে আসলেই পাচারকারীদের গুলি করা হবে। একই ফতোয়া জারি করা হয়েছে ভারতীয় পাচারকারীদের ক্ষেত্রেও। বিকেল চারটের পরেই ১৪৪ ধারা জারি। বিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত বিএসএফের রাস্তা ব্যবহার করতে পারবেন না বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় বাসিন্দারাও।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সইফুর মহম্মদ ওরফে কোচা। বাড়ি হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতপুর সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ জানিয়েছেন, 'গোরু পাচার ও মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিত ধৃত। সেই কারণেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে। বিচারক তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ আরও জানিয়েছে, গোরু

> গোরু পাচার ও মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিত ধৃত। সেই কারণেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে।
>
> **- দীপ্তেশ ঘোষ**
> *সরকারি আইনজীবী*

পাচারের মূল পান্ডা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার কাঁঠালডাঙ্গি সংলগ্ন হঠাৎপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ শাহজাহান আলিকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। তাকে জেরা করে হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ভারতীয় পাচারকারীর নাম উঠে আসে। এদিন ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ভরতপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

চলতি মাসের ৬ তারিখে মাকরহাট এলাকায় সীমান্তের বাসিন্দা গণেশচন্দ্র বর্মনের দুটি গোরু চুরি হয়ে যায়। পুলিশ ও বিএসএফের তদন্তে নিশ্চিত হয় ওই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েই দুটি গোরু নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের সাহায্য করেছে হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের ভারতীয় স্মাগলাররা। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে শনিবার ভোররাতে এক জনকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসে। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছে, 'ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ম্যারাথন জেরা চলছে।'

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, সীমান্তে মোতায়েন ৭২ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও ৬৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদিন দুপুরে একটি মিটিং করেন সেখানে ভারতীয় স্মাগলারদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের আধিকারিক বলেন, 'উত্তরবঙ্গের সীমান্তে কাঁটাতারের দায়িত্বে থাকা বিএসএফ আধিকারিকদের গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীমান্তের কাঁটাতার কেটে বাংলাদেশি পাচারকারীরা ঢোকার চেষ্টা করলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

কাঠামোর সাহায্যে দাঁড়িয়েছে হস্তীশাবক

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ মার্চ : একদিকে আশার আলো। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা।

আশা এই যে, বিরল ট্রাইপানোসোমায় আক্রান্ত হস্তীশাবক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। দুশ্চিন্তা কীসের? আশপাশের বনবস্তিতে থাকা গবাদিপশুদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হস্তীশাবকটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে একটি শক্তপোক্ত কাঠামো তৈরি করা হয়। এটির সাহায্যে শাবকটি এখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। চিকিৎসকরা মনে করছেন, সারাক্ষণ শুয়ে থাকলে পরে শাবকটির দাঁড়াতে সমস্যা হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা।

এদিন ব্যাংডুবি বন বাংলোয় বন বিভাগের চারজনের ভারতীয় চিকিৎসক দল এবং থাইল্যান্ডের দুজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে বৈঠক করেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে। বৈঠকে শাবকটির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। তারপরেই দেবেশ মুখে হাসি নিয়ে বলেন, 'শাবকটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছে। চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে।'

সুস্থ হচ্ছে

- শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হস্তীশাবকটিকে কাঠামোর সাহায্যে দাঁড় করানো হয়েছে
- চিকিৎসকদের মত, সারাক্ষণ শুয়ে থাকলে পরে শাবকটির দাঁড়াতে সমস্যা হবে
- ডিএফও জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে শাবকটি

একদিকে ডিএফও যখন আশার আলো দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে বন বিভাগের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বাগডোগরা বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকাগুলিতে গবাদিপশুদের মধ্যে ট্রাইপানোসোমা সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও বন বিভাগের কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, বাগডোগরা বন সংলগ্ন এমএম তরাই গ্রামে দুটি গোরুর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর পিছনে বিরল রোগের সংক্রমণ থাকতে পারে।

শঙ্কা যেখানে

- এমএম তরাইতে দুই গোরুর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ ট্রাইপানোসোমা হতে পারে
- ডহরা বনবস্তিতে একটি গোরুর মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে
- ওই গোরুর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে

ডহরা বনবস্তিতে একটি গোরুর মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে বলে খবর। এ নিয়ে চিন্তিত বন বিভাগ। ইতিমধ্যেই ওই গোরুর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।

একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন বাগডোগরা বনের চারপাশে গ্রাম এবং চা বাগানে গবাদিপশুর মালিকদের তালিকা তৈরি করছে। কোথাও গবাদিপশু অসুস্থ হলে সেক্ষেত্রে ট্রাইপানোসোমার লক্ষণ আন্দাজ করা গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটির রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। এর আগে পাঁচটি হাতির মৃত্যু হয়েছে এই রোগের সংক্রমণে। এমনটাই অনুমান বন বিভাগের। এরপর যাতে একটি প্রাণীও প্রাণ না হারায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে সকলে। ঘুম উড়েছে বন বিভাগের। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে বিষয়টা কতটা আশঙ্কার।

বাধার পাহাড় পেরিয়ে নতুন দিশার খোঁজ

যুদ্ধে জয়ী ৪ নারী

সাফল্যের পথে কখনও শুধুমাত্র গোলাপের পাপড়ি বিছানো থাকে না, পায়ে বিঁধে যায় কাঁটাও। আজকের নারী কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ঘরসংসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দিব্যি সামলাচ্ছেন বাইরের জগৎ। দক্ষ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন অনেকে। উদ্দেশ্য, নিজে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পাশাপাশি পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শিলিগুড়িতে এমন কয়েকজন সফল উদ্যোগপতির কথা শুনলেন পারমিতা রায়।

সীমিত অর্থ, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস আর আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন ভরপুর। আপনজনদের পাশে পেলে পথ চলা সহজ হয়, নয়তো আরও কঠিন। কারও বাড়ি থেকে আবার শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, নামতে পারো ময়দানে তবে সংসারেরও নজর থাকতে হবে সবসময়। সন্তানের দেখভালে কোনও খামতি হওয়া চলবে না। পান থেকে চুন খসলে খোঁটা দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। এত বাধা পেরিয়ে যাঁরা দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকেন লড়াইয়ের ময়দানে, তাঁরা হয়ে ওঠেন আরও অসংখ্য নারীর অনুপ্রেরণা।

প্রতীকী : এআই

প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা

আগে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন নিশা ঘোষ। বিয়ের পর সেটা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যে বাকি জীবন কাটানোর ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিছু একটা করতে হবে, ভাবনা ঘুরছিল মাথায়। সাতপাকে বাঁধা পরার আট বছর পর হায়দরপাড়ায় শ্বশুড়বাড়ির সামনে একটি রেস্তোরাঁ খোলেন নিশা। এখন ব্যবসা ভালোই চলছে। তবে প্রথমে যখন রেস্তোরাঁর কথা বাড়িতে জানিয়েছিলেন তিনি, একঝাঁক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তখন। নিশার কথায়, 'প্রথমে যে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছে, তা নয়। সবার আগে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেয়েকে দেখবে কে? সকালের টিফিন, ওর পড়াশোনা ইত্যাদি ঠিকঠাক সময়ে হবে কীভাবে? সবাইকে আশ্বস্ত করে অনেকটা সাহস জুগিয়ে শুরু করেছিলাম।' তাঁর মতে, এধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয় জন্যই অনেকে নতুন কিছু করতে গিয়েও পিছিয়ে আসেন।

ভরসা রাখতে দ্বিধাবোধ

কিছুদিন দোটানার মধ্যে ছিলেন প্রধাননগরের অবন্তিকা সরকার। বিনিয়োগ করতে হবে মোটা টাকা, তারপর যদি সাড়া না মেলে। যদি বিক্রি না হয় সেভাবে। তখন কীভাবে মেটাবেন দেনা? শেষপর্যন্ত ইচ্ছেশক্তির ওপর ভর করে নিয়েই ফেললেন ঝুঁকি। খুললেন বুটিক। এখন পসার বেশ জমেছে। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন, 'নিজের আলাদা পরিচয় বানাতে চেয়েছি সবসময়। একটা ছেলে নতুন ব্যবসা শুরুর আগে যতটা সহজে লোন পেয়ে যান, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ততটা সহজ নয়। ভরসা করতে চান না সবাই। আমি একবার ব্যাংকে গিয়ে সদর্থক উত্তর না পেয়ে ফিরে আসি। তারপর একজন পরিচিতর কাছ থেকে টাকা ধার নিই। অনেক কষ্ট করে বুটিক খুলেছি, এখন ভগবানের দয়ায় সব ঠিকঠাক চলছে।'

আঁধার কাটেনি আজও

এখনও নাকি 'তাঁদের' মনমতো কিছু না হলে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয় বর্ণালিকে। বর্ণালি গুহর বাড়ি চম্পাসারি। কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে মিলে টুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস এজেন্সি খুলেছেন। অফিস শালুগাড়ায়। কেমন কাটছে এখন? বললেন, 'ব্যবসা ঠিকঠাক চললেও বাড়ির পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সকালে মেয়ে স্কুলে যায়। ওকে স্কুলের জন্য তৈরি করা, টিফিন বানানো, দুপুরের খাবার রান্না- সবকিছু করার পর কাজে বের হই। এবার মেয়ের পরীক্ষার রেজাল্ট খুব একটা ভালো হয়নি, তার দায়ও নাকি আমার। প্রায়দিনই সেটা নিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে। আসলে একটা মেয়ে নিজের পেশায় যতটা পারদর্শী হোক না কেন, গৃহকর্মে সে কতটুকু জোর দিচ্ছে- সমাজের একটা অংশ তাতে বেশি জোর দেয় বলে আমার মনে হয়।'

স্বজন পাশে ছিল বলে

কয়েকবছর আগে ওষুধের ব্যবসায় নামেন দেশবন্ধুপাড়ার মৌমিতা পাল। ওষুধের হোলসেল করেন মূলত। শুরুতে পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছিলেন ঠিকই, তবে পাড়ার লোকজন আড়ালে নানা কথা বলেছে তাঁকে নিয়ে। সেই কটূক্তি কানে এলে মন খারাপ হয়ে যেত, কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন মৌমিতা। কথা বলতে বলতে তিনি পৌঁছে গেলেন অতীতে, 'রাস্তায় বেরোলে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে অনেক আত্মীয়, প্রতিবেশী আমার মা-বাবাকে কথা শুনিয়েছেন। অনেক সময় কাজের স্বার্থে দূরে যেতে হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত গড়ায়। তখন তো আমার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ। দিনরাত খেটে উপার্জনের অর্থ দিয়ে শখের গাড়ি কিনেছি, সেটা নিয়ে কম চর্চা হয়নি।' নিশা-মৌমিতাদের পরামর্শ, নেতিবাচক মানসিকতাকে এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই পূরণ হবে স্বপ্ন।

শিলিগুড়ি কলেজে নারী দিবস উপলক্ষ্যে খাদ্যমেলা। শনিবার। ছবি : তপন দাস

গর্ত ভরাট দায়সারাভাবে, রাস্তা বেহালই

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ মার্চ : পথ এতটাই সংকীর্ণ যে দুটো গাড়ি একে অপরকে পাশ কাটিয়ে বেরোতে পারে না সহজে। সেই রাস্তায় জলের পাইপ বসাতে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছিল। তারপর দায়সারাভাবে মাটিচাপা দেওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে কয়েকগুণ। দেখতে দেখতে কেটেছে কয়েক মাস, এবড়োখেবড়ো পথ মেরামতিতে নেওয়া হয়নি উদ্যোগ। রাস্তাটি বাগডোগরার সুকান্তপল্লি ও শ্রী কলোনির মাঝে সংযোগ রক্ষা করে। রোজ সেদিক দিয়ে কয়েকশো মানুষের যাতায়াত। দীর্ঘদিনের সমস্যা এবং সেটা মেটাতে প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

গত বছর মাঝামাঝি সময়ে জলের পাইপ বসিয়ে রাস্তার একপাশ অসমান অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। এরপর ডিসেম্বরে আরেকপাশে নির্মিত হয় নিকাশিনালা। যার জেরে রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। দু'দিন হল নিকাশিনালার দিকে জলের পাইপ বসাতে ফের কাটা হচ্ছে মাটি। শ্রী কলোনির বাসিন্দা বিষ্ণুপদ ঘোষের কথায়, 'সবসময় রুটটি ব্যস্ত থাকে। যানবাহনের পাশাপাশি বহু মানুষ যাতায়াত করেন। এই অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়।'

> পিএইচই বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছে। কাজ শেষের পর রাস্তা মেরামত করার কথা। কিন্তু কাজ কবে শেষ হবে, সে ব্যাপারে এখনই কিছু বলা যাবে না।
>
> **মমতা বর্মন** *প্রধান*
> *লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত*

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মমতা বর্মনের যুক্তি, 'পিএইচই বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছে। কাজ শেষের পর রাস্তা মেরামত করার কথা। কিন্তু কাজ কবে শেষ হবে, সে ব্যাপারে এখনই কিছু বলা যাবে না।' সুকান্তপল্লি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সোনা ঘোষ অবশ্য আশ্বাস দিলেন, 'আমার সঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের কথা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সারাই করে দেবে।' পিএইচই'র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার রাজশ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত সমস্যায় সম্ভব হয়নি।

বেহাল বাগডোগরার সুকান্তপল্লি ও শ্রী কলোনির রাস্তা। -সংবাদচিত্র

শিবরামপল্লিতে রাস্তায় পড়ে আবর্জনা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক রাস্তার বেহাল অবস্থা। তার ওপর দোসর হয়েছে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা আবর্জনা। একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলারকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। দুটি বিষয় নিয়েই স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যদিও সমস্যাগুলি নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিংকি সাহার বক্তব্য, 'এলাকায় তিনটি ট্রিপে আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হয়। কোনও সময় গাড়ি খারাপ থাকলে একটু সমস্যা হয়।'

স্থানীয় অরিজিৎ সাহা বলেন, 'একাধিকবার এলাকার সমস্যার কথা কাউন্সিলারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি।' ঠিক একই কথাই শোনা গিয়েছে আরও অনেকের মুখে। স্থানীয় শুভমিতা দত্তের কথায়, 'শিবরামপল্লির দিকে অনেক রাস্তা বেহাল। এছাড়া অনেকগুলি মোড়ে, রাস্তার ধারে ধারে আবর্জনা পড়ে থাকছে। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।'

মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক আলোচনাচক্রে মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিলেন নেওটিয়া মেডি প্লাস-এর চিকিৎসকরা। শনিবার এই প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন। কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিত বরাট জরায়ু মুখের ক্যানসার নিয়ে আলোচনা করেন। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ সুগত রায় মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বলতে গিয়ে ক্যানসারের পাশাপাশি মানসিক উদ্বেগ নিয়ে সচেতন হওয়ারও বার্তা দেন। পুষ্টিবিদ ডঃ রেশমি আগরওয়াল মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সুষম পুষ্টিকর আহারের ওপর জোর দেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এদিনের এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল অসুখবিসুখ এড়াতে সকলকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : তেলের ট্যাংকারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার ঘটনাটি ঘটে বেঙ্গল সাফারির কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্যাংকারটি সেবকের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই ব্যক্তি রাস্তা পার করার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় ট্যাংকারটি ধাক্কা মারে ওই ব্যক্তিকে। তাঁকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডিভাইডারে দুর্ঘটনার শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ইস্টার্ন বাইপাসের বিভিন্ন জায়গায় ডিভাইডার ভেঙে পড়ে রয়েছে। আর এটাই এখন পথচারী এবং ব্যবসায়ীদের কাছে আতঙ্কের কারণ।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সন্ধে হলেই ইস্টার্ন বাইপাসের অনেক জায়গা অন্ধকারে ডুবে যায়। তখন ডিভাইডারের এই ভাঙা অংশের কারণে চালকদের বিপদের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশকে বিষয়টি বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'ডিভাইডার সংস্কারের বিষয়টি পিডব্লিউডিকে জানানো হয়েছে।' যদিও কোনও পদক্ষেপ এখনও চোখে পড়েনি। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুভাষ সরকার বলেন, 'একেই ইস্টার্ন বাইপাস দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। তার ওপর রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ডিভাইডার ভেঙে পড়ে আছে। দ্রুত সংস্কার করা হোক।'

ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন রাহুল মজুমদার। তাঁর কথা, 'প্রতিদিন ডিভাইডারের ভাঙা অংশগুলো চোখে পড়ে। তবে আমি একা কী করতে পারি? তাই সাবধানে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। দুর্ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নিলে কোনও লাভ হবে না।' ডিভাইডারের ভাঙা অংশ দ্রুত সংস্কারের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

ধিক্কার মিছিল

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগ দাবি করে মিছিল করল বাম শিক্ষক সংগঠন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, সভাপতি শুক্লা দাস, কাজল দাস, দীনেশ মণ্ডল, এবিপিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক নবচন্দ্র দেব, সভাপতি সংগ্রাম দে দাস প্রমুখ। শনিবার শিলিগুড়িতে এবিটিএ, এবিপিটিএ-র আহ্বানে ওই ধিক্কার মিছিলটি করা হয়।

দুই পাড়ার মধ্যে বিভেদের দেওয়াল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সেই কবে ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে এক হয়ে গিয়েছিল দুই জার্মানি। পুনর্মিলনে বার্তা দিয়ে নতুন করে ইতিহাস লেখা হয়েছিল ইউরোপে। পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানি পারলেও শিলিগুড়ি শহরের দুটি পাড়া ২০২৫ সালে এসেও বিভেদের সেই দেওয়াল ভাঙতে পারেনি।

প্রধাননগর ও বাঘা যতীন কলোনির মধ্যে কে বা কারা এই প্রাচীর তুলে দিয়েছিল আজও তা অজানা। কিন্তু ওই সীমানা প্রাচীরই যেন সামনে নিয়ে আসে দুই পাড়ার বিভেদের গল্প। দুই পাড়ার বর্তমান বাসিন্দাদের অনেকেই এই গল্প সঠিক জানেন না, কেউ কেউ বাবা-কাকার মুখে একটু আধটু শুনেছেন। তবে, বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দারা এটিকে অপমান হিসেবেও মনে করেন।

আজ থেকে ৩০ বছর বা তারও আগে কেউ বা কারা দেওয়াল তুলে দিয়েছিল, যাতে দুটি পাড়ার মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকে। প্রধাননগরের বাসিন্দাদের একাংশের নাকি অভিযোগ ছিল, তাঁদের পাড়ায় বা আশপাশ এলাকায় দুষ্কর্ম করে ওই পথ দিয়ে সহজেই নিজেদের পাড়ায় চলে যেত বাঘা যতীন কলোনির মার্কামারা দুষ্কৃতীরা। তাই ওই পাড়ার 'বখাটে ছেলেদের' থেকে প্রধাননগরকে দূরে রাখতেই নাকি রাস্তার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল দেওয়াল।

সময়ের সঙ্গে দুটি এলাকারই সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। বাইরে থেকে বহু মানুষ ঠাঁই নিয়েছেন দুই এলাকায়। আর্থসামাজিক দিক থেকে আমূল পরিবর্তন হয়েছে দুটি পাড়ার। পরিবর্তন এসেছে বাসিন্দাদের মানসিকতাতেও। তবে আজও এই দেওয়াল যে দুটি পাড়ার মধ্যে আমরা-ওরা'র প্রাচীর হয়ে রয়েছে, তা মনে করেন অনেকেই।

বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা প্রদীপ চৌধুরী বলেন, 'এটা শুধু দেওয়াল নয়, আমরা এটাকে অপমান হিসেবেই মনে করি। আমরা এই নিয়ে একাধিকবার অভিযোগও করেছি যাতে এই দেওয়াল ভেঙে দেওয়া হয়। বাঘা যতীন কলোনি থেকে সেই প্রধাননগরকে দূরে রাখার জন্যই এই দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল। এই দেওয়াল না থাকলে সহজেই দুটি এলাকার মধ্যে যোগাযোগ হবে। এত বছরে এই দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।' বছর ২৫-এর সুমন দাস ছোট থেকেই শুনে এসেছেন, যে ওই এলাকায় যাতে সহজে যাওয়া-আসা না হয় সেইজন্যই দেওয়া। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছেন এই দেওয়াল তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত করছে। তাঁর কথায়, 'এই সময় দাঁড়িয়ে এমন দেওয়ালের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের এলাকাকে নীচু করে দেখা হত, এটাই বারবার মনে করিয়ে দেয় দেওয়ালটা।'

এই দেওয়াল ঘিরেই দুই পাড়ার মধ্যে ক্ষোভ জমছে। -সংবাদচিত্র

> বাঘা যতীন কলোনি থেকে প্রধাননগরকে দূরে রাখার জন্যই এই দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল। এই দেওয়াল না থাকলে সহজেই দুটি এলাকার মধ্যে যোগাযোগ হবে।
>
> **প্রদীপ চৌধুরী** *বাসিন্দা*

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাই দেওয়ালটি এখন সরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন প্রধাননগরের বাসিন্দা অনুরাগ দত্ত। তিনি বলেন, 'বাবার মুখে শুনেছিলাম চোর, নেশাখোরদের উপদ্রব রুখতে এই দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা আমাদের এলাকায় না আসতে পারে। তবে আজকের দিনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই ভেদাভেদের দেওয়াল না থাকাই ভালো।'

বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলার স্নিগ্ধা হাজরা বলেন, 'কেউ বা কারা অনেক বছর আগে এই দেওয়াল দিয়েছিল। আমি দেওয়ালটির একদিকে রাস্তা করেও দিয়েছি। এখন দেওয়াল ভেঙে দু'পাশের রাস্তা মিলিয়ে দেওয়াই যেতে পারে। একসময় চুরি-ছিনতাই আটকাতে এই দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। সেই ধরনের কারণ যখন এখন নেই তা হলে দেওয়াল না থাকাই ভালো।'

২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাকে ওই এলাকার বাসিন্দারা দেওয়ালটি ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আমি এলাকার বাসিন্দাদের বলেছি মাস পিটিশন দিতে। আমি চেষ্টা করব বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর।'

অযত্নে নষ্ট হচ্ছে পুরসভার গাড়ি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৮ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর পুরসভার কার্যালয়ে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ি। পুরসভার উদাসীনতার কারণে বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িগুলি নষ্ট হওয়ার মুখে। এদিকে, শহরের অলিগলিতে বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ জমছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৭টি গাড়ি পুরসভার কার্যালয়ের পেছনে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। গাড়িগুলি ব্যাটারিচালিত। কোনও গাড়ির ব্যাটারি খারাপ হয়ে গিয়েছে, আবার কোনও গাড়ির লোহার বডিতে জং ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। গাড়িগুলি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করার ফলে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচে কেনা প্রয়োজনীয় এই গাড়িগুলি নষ্ট হওয়ার পথে। এখন এই গাড়িগুলির পরিবর্তে ভ্যানে ৮টি করে বালতি দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া বর্জ্য সংগ্রহের জন্য আরও ১৭টি গাড়ি রয়েছে।

গাড়িগুলি যেখানে ফেলে রাখা হয়েছে সেখানে একটি গাড়িতেও ব্যাটারি লক্ষ করা যায়নি। আদৌ নষ্ট ব্যাটারিগুলি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে, নাকি চুরি হয়ে গিয়েছে তার উত্তর মেলেনি। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি টাকায় কেনা কোনও জিনিস যেমন বিক্রি করা বেআইনি, তেমনি হিসেবও দপ্তরের কাছে থাকা প্রয়োজন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের একাধিক জায়গায় নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ করতে না পারার ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আবর্জনার স্তূপ জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক।

> আগে এই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হত। তিন বছর পরিষেবা দেওয়ার পর গাড়িগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে। ফের মেরামত করে কাজে লাগানো হবে।
>
> **বাবলু নাথ** *স্যানিটারি ইনস্পেকটর*
> *ইসলামপুর পুরসভা*

কিন্তু কার্যালয়ে বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ি পড়ে থাকলেও তা মেরামত করে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

ইসলামপুর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ বলেন, 'আগে এই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হত। তিন বছর পরিষেবা দেওয়ার পর গাড়িগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে। ফের মেরামত করে কাজে লাগানো হবে।' ব্যাটারি না থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ব্যাটারিগুলি গাড়িতেই থাকার কথা। যদি গাড়িতে না থাকে তাহলে হয়তো কোথাও রাখা হয়েছে।'

আদুরে বোন ।। কোচবিহার কালীঘাট এলাকায় *অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

নেপথ্যে আর্থিক লেনদেনের অনুমান পুলিশের

নেত্রীর ভাইপোকে পুড়িয়ে খুন

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৮ মার্চ : আর্থিক লেনদেন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অশান্তি। তার জেরেই খড়ের গাদায় জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কর্মীর ভাইপোকে, এমনই অভিযোগ পরিবারের। শনিবার বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হেমতাবাদে। মৃতের নাম পাপাই ক্ষেত্রী ওরফে বিট্টু (৩৪)। তাঁর বাড়ি হেমতাবাদ থানার নুরপুরে। তিনি সুদের কারবারি ছিলেন।

অভিযোগ, বাইক সহ ওই খড়ের গাদায় ফেলে সুদের কারবারি তথা তৃণমূল কর্মীর ভাইপোকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নিদগ্ধ দেহ রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠায়। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্ত হয়। ছিলেন ফরেন্সিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ভাস্কর দেবনাথ। যদিও পুরো বিষয়টি এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে ঘটনার নেপথ্যে শুধুই আর্থিক লেনদেন নাকি মহিলাঘটিত কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

পুলিশ জানিয়েছে, বিট্টু পুরোনো গাড়ি কেনাবেচা ও ঠিকাদারির সঙ্গে যুক্ত। বিট্টুর পিসি সবিতা ক্ষেত্রী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হেমতাবাদে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ।

এদিন সকালে হেমতাবাদের রাজ্য সড়কের ধারে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পান, খড়ের গাদায় অগ্নিদগ্ধ দেহ পড়ে রয়েছে। এরপরই পুলিশের কাছে খবর যায়। হেমতাবাদের আইসি সুজিত লামা দেহটি রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠায়। জয়নাল আবেদিন নামে এক স্থানীয়ের প্রতিক্রিয়া, 'বাইক সহ লোকটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খুন বলেই মনে হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা নুর সরকারের বিবরণ, 'প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ঘটনাটি নজরে আসে। দুদিকে খড়ের পালার মাঝে জ্বলছিল দেহটি।'

> দেহটির এতটাই বাজে অবস্থা যে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তবে পাপাইয়ের স্ত্রী থানায় আসেন। তিনিই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি শনাক্ত করেছেন। কারা এই ঘটনায় যুক্ত, এখনও স্পষ্ট নয়। একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
>
> **সুজিত লামা** আইসি
> হেমতাবাদ থানা

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামার ব্যাখ্যা, 'দেহটির এতটাই বাজে অবস্থা যে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তবে পাপাইয়ের স্ত্রী থানায় আসেন। তিনিই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি শনাক্ত করেছেন। কারা এই ঘটনায় যুক্ত, এখনও স্পষ্ট নয়। একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' মৃতের ভাই স্বপন ক্ষেত্রীর ক্ষোভ, 'আমি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আচমকা এমন খবরে স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত পরিবারের সদস্যরা। মৃতের দাদা বাবন ক্ষেত্রী বলেন, 'শুক্রবার রাত থেকে নিখোঁজ ভাই। রাত সাতটা, সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়েছিল। তারপর আর খোঁজ মেলেনি। রাতে থানায় মিসিং ডায়েরিও করা হয়েছিল।'

তাঁর আরও ব্যাখ্যা, 'পুরো শরীর পুড়ে গিয়েছে। পুলিশ দগ্ধ দেহ ও বাইক উদ্ধার করেছে। দুদিন আগে কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে ফোনে ঝামেলা হচ্ছিল ওর। দেড় বছর আগে রায়গঞ্জের দেবীনগরে একটি দোকানের জায়গা নিয়েও তার ঝামেলা হয়েছিল। তবে কী কারণে এমনটা ঘটল, স্পষ্ট নয়। তবে এই ঘটনা পরিকল্পিত।'

শিলিগুড়ি নির্ভরতা নয়, এমজেএনেই ভাইরাস গবেষণা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ মার্চ : কোচবিহারেই হবে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যও আর শিলিগুড়ির উপর নির্ভর করতে হবে না। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই এই পরীক্ষাগুলি করা হবে। ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য এমজেএন মেডিকেলে ভিআরডিএল (ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি) তৈরি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণার পাশাপাশি সেখানে ভাইরাস সংক্রান্ত নানা রোগের পরীক্ষানিরীক্ষাও চলবে।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'এখানে আগেই ইনটিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির অনুমোদন মিলেছিল। সেই হিসেবে ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পরিষেবাও শুরু হবে। এবার ইনফ্লুয়েঞ্জার পরীক্ষার জন্য অনুমোদনের তোড়জোড় চলছে। এটি তৈরি হয়ে গেলে কোচবিহারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হবে।'

সুবিধা

- ল্যাবরেটরিটি কৃষিবীজ খামার এলাকার অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে তৈরি হচ্ছে
- ল্যাবরেটরিতে ভাইরাসের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে
- এতে রোগীরা উপকৃত হবেন
- গবেষণার ফলে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীরাও রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে আনতে পারবেন

ইনটিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে ভাইরাসের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পরীক্ষানিরিক্ষা চলবে। বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে শতাধিক ধরনের পরীক্ষা করা হয়। নতুন ল্যাবরেটরিতে একই ছাদের নীচে সমস্ত পরীক্ষা ও গবেষণা হবে। ফলে একদিকে যেমন রোগীরা উপকৃত হবেন, তেমনই গবেষণার ফলে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীরাও রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে আনতে পারবেন বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

দুই তরুণকে থানায় আটকে বেধড়ক মার

সুবীর মহন্ত

কুমারগঞ্জ, ৮ মার্চ : মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে সিভিকের দাদাগিরির রেশ কাটতে না কাটতে এবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে পুলিশের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। পুলিশের দোসর সিভিকও। অভিযোগ, দুই পথচারী তরুণকে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, সন্দেহের বশে ওই দুই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ থানাতেও আটকে রাখা হয়। যদিও পরে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে আহত অবস্থায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ওই দুই জন ভর্তি হয়। এরপরেই পুলিশ ও সিভিকের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও মারধরের অভিযোগ তুলেছে তারা। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতের। যদিও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের পালটা অভিযোগ, ওই দুই তরুণকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচার করার সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। পরে প্রমাণ না থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই দুই তরুণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

শনিবার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের বেডে শুয়ে কুমারগঞ্জের শ্যামনগর এলাকার সুলতান মাহমুদ মণ্ডল এবং কুমারগঞ্জের বেহাতর এলাকার শফিকুল মণ্ডল পুলিশের বিরুদ্ধে মারধর ও হয়রানি করার অভিযোগ করেছেন।

আক্রান্তদের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার রাতে কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট এলাকার দিকে যাওয়ার সময় কয়েকজন অপরিচিত মানুষ তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। কোনও কথা না শুনেই ওই দুই তরুণকে বেধড়ক মারধর করে। পরে পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। শুক্রবার সকালে তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। পরে ওই দুই তরুণ বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি হয়। আক্রান্ত দুই তরুণের দাবি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা কুমারগঞ্জ থানাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে।

এই ঘটনা নিয়ে কুমারগঞ্জ থানার কেউই প্রকাশ্যে কিছু জানাতে রাজি হয়নি। তবে পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকা কুমারগঞ্জর ডাঙ্গারহাট রোড দিয়ে পাচারকারীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই চলে পুলিশের টহল। ওই টহলের সময়েই

দাদাগিরি

- সন্দেহের বশে দুই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ থানাতেও আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ
- মারধরও করা হয় তাঁদের
- যদিও পরে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে আহত অবস্থায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ওই দুইজন ভর্তি হয়
- এরপরই পুলিশ ও সিভিকের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও মারধরের অভিযোগ তুলেছে তারা

দুই জনকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের আরও দাবি, ওই দুই তরুণকে মারধর করা হয়নি। পুলিশ ও দুই তরুণের মধ্যে ঝামেলা বাধে। যাকে কেন্দ্র করেই শোরগোল পড়েছে জেলায়। এদিকে কয়েকদিন আগেও সিভিকের বিরুদ্ধে মারধর করে দাদাগিরি করার অভিযোগ উঠেছিল।

এবার ফের দুই যুবকের অভিযোগে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল অবশ্য এই নিয়ে এখনই কোনও অভিযোগ করতে রাজি হননি।

হাতে নেতা

প্রথম পাতার পর

গোডাউন বানিয়ে তা চড়া দামে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। যার জন্য এখন শহরের একাধিক রাস্তা হয়ে উঠেছে গাড়ি পার্কের জায়গা। যাঁরা ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করছেন, তাঁদের অনেকেই পুরনিগম থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেন না। কয়েকটি জায়গায় অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার পর গ্যারাজ বানিয়ে তা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। অনেকে আবার ফ্ল্যাটের মিউটেশন না করেই দিব্যি ব্যবহার করছেন বছরের পর বছর। এর ফলে রাজস্ব হারাচ্ছে পুরনিগম। পুরনিগমের বাম পরিষদীয় নেতা সিপিএমের মুন্সি নুরুল ইসলামের অভিযোগ, 'পুরনিগমের তরফে যত অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে, তার সিংহভাগই ব্যক্তিগত মালিকানায় তৈরি। কোনও প্রোমোটারের ফ্ল্যাটবাড়িতে হাত দেওয়া হয় না।' যদিও মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'প্রতিটি বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতেই হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কে কোন দল করে, কে কোন পতাকা নিয়ে হাঁটে, এসব দেখা হবে না। শহরে অবৈধ নির্মাণ হলে তা ভাঙবই।'

কিন্তু কী করে পার পেয়ে যাচ্ছেন প্রোমোটাররা বা কেন তাঁদের তৈরি ফ্ল্যাটে হাত পড়ছে না? শোনা যায়, কাজ শুরুর আগেই তাঁরা যোগাযোগ করেন স্থানীয় কাউন্সিলারদের সঙ্গে। চেষ্টা করেন কাউন্সিলারদের হাতে রাখার। কারণ, তাঁকে খুশি রাখতে পারলেই সাত খুন মাফ। হাজার অনিয়ম হলেও সেই অভিযোগ জমা পড়ে না পুরনিগমের খাতায়। বিনিময়ে কী করেন বিল্ডাররা? সূত্রের খবর, অনেক কাউন্সিলার ওয়ার্ড উৎসবের সময় নামী শিল্পী আনলে, সেই শিল্পীর সাম্মানিকের একটা বড় অংশ বিল্ডার দিয়ে দেন। অনেক সময় কোনও কাউন্সিলার ওয়ার্ডবাসীদের নিয়ে পিকনিকে গেলে, তার খরচ জোগান সংশ্লিষ্ট প্রোমোটার। এঁদের সঙ্গে থাকেন কিছু বড় মাপের ঠিকাদারও। যে কারণে কিছু প্রোমোটার আইন ভাঙলেও তাঁদের ফ্ল্যাটে হাত পড়ে না। মাথায় রাজনৈতিক ছাতা থাকাতেই তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ হয় না।

বিদ্যুৎ-রাস্তা নেই, ভোগান্তি আদমায়

প্রণব সূত্রধর

> পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যাতায়াত করেন আদমা এবং সংলগ্ন এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় পড়ুয়াদের আলিপুরদুয়ার শহরে বাড়িভাড়া করে পড়াশোনা চালাতে হচ্ছে। পঁচাত্তর বছরেও ন্যূনতম পরিষেবাটুকু মেলেনি, আর কবে মিলবে, সেটাই প্রশ্ন।

আলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চ : বক্সা পাহাড়ের কোলে ছোট আদিবাসী গ্রাম আদমা। সেই ছোট্ট গ্রামে নেইয়ের তালিকাটা একটু বেশিই বড়। স্বাধীনতার পর কেটে গিয়েছে পঁচাত্তরটা বছর। এখনও সেখানে নেই কোনও স্থায়ী রাস্তা। অনেক জায়গায় এখনও বিদ্যুতের সংযোগ নেই।

আদমা থেকে পুখুরি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে অন্য জায়গার যোগাযোগের একমাত্র পথ। সেই রাস্তা কোনও স্থায়ী কিংবা পাকা রাস্তা নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কোনওরকমে যাতায়াত করেন এলাকাবাসী। সেটাও ধসে মাঝেমাঝেই বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় হিসয় ডুকপা কাজের জন্য জয়গাঁ, ফুন্টশোলিং যান। আলিপুরদুয়ার তো বটেই, সংলগ্ন ভুটানেও উন্নত পরিষেবা দেখেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'কয়েক পুরুষ ধরে আমরা এখানেই বসবাস করছি। অথচ এত বছরেও কোনও রাস্তা তৈরি হল না এখানে। জনপ্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করলেও সমস্যা মেটেনি। এখন মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় থাকলে ভালো হত।'

এই রাস্তার মাঝখানে আবার রয়েছে রায়মাটাং নদী। বর্ষাকালে সেই খরস্রোতা নদী অতিক্রম করে পুখুরি পৌঁছাতে হয়। নদীতে জল বাড়লে একরকম গৃহবন্দি হয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

আদমা ও সংলগ্ন কয়েকটি বস্তিতে প্রায় এক হাজারের বেশি বাসিন্দা। এখানকার পড়ুয়াদের একটা

জঙ্গলে ঘেরা আদমা যাওয়ার পাহাড়ি রাস্তা।

বড় অংশ আলিপুরদুয়ার শহরের স্কুল, কলেজে পড়াশোনা করে। আদমা বস্তি থেকে ভুটান প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের পথ। আর আলিপুরদুয়ার শহর প্রায় ষাট কিলোমিটারের বেশি। এদিকে, গ্রামে যাওয়ার নির্দিষ্ট রাস্তা নেই। ফলে নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা আরও বেড়েছে। ভোটের সময় এই দুর্গম পথ পেরিয়েই জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আদমা বস্তিতে ভোট চাইতে যান। সবার মুখেই এক কথা, রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হবে। তারপর আরেকটা ভোট চলে আসে, রাস্তা আর তৈরি হয় না।

প্রশাসন অবশ্য আদমা বস্তির উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার পিছনে ভৌগোলিক পরিবেশকে দায়ী করছে। বিশেষ করে বক্সা বন দিয়ে ঘেরা থাকায় রাস্তা তৈরিতে বন দপ্তরের অনুমতি মিলছে না। এছাড়া, আদমা বস্তির পাহাড়ের মাটির ভঙ্গুর প্রকৃতির। বিশেষ করে ভূমিধস এখানকার প্রধান সমস্যা। ফলে সেখানে রাস্তা তৈরি সহ অন্যান্য কাজ করাটা মুশকিলের। তবে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেখানে একটি রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম ডুকপাও একই আশ্বাস দিলেন। তিনি বলেন, 'আদমা থেকে পুখুরি পর্যন্ত রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। টাকা এলেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

অভিযোগ, পুখুরি এবং পানবাড়িতে বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। এলাকাবাসী পাসাদজি ডুকপা বললেন, 'পড়াশোনার জন্য প্রায় ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে আলিপুরদুয়ার শহরে থাকতে হচ্ছে। আর কাজের জন্য ভুটানের ওপর নির্ভর থাকতে হচ্ছে।'

বিচারপতি নিয়োগে সায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টে নতুন বিচারপতি নিয়োগের জন্য সম্প্রতি ৫ জন আইনজীবীর নাম সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কেন্দ্রের। স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই-কে হাইকোর্টের নতুন অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন।

নিষ্পত্তি লোক আদালতে

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : লোক আদালতের মধ্যে দিয়ে একাধিক মামলার নিষ্পত্তি হল শনিবার। কিশনগঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে এদিন লোক আদালত আয়োজিত হয়। জেলা জজ সুশান্তকুমার প্রধানের নেতৃত্বে জেলার অন্য বিচারপতিরা এমন বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। উভয়পক্ষের সমঝোতায় নিষ্পত্তি করা হয় ১৬১টি মামলার। এছাড়াও ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত ৪৬৯টি মামলার ফয়সালা করা হয়। লোক আদালতের নির্দেশে ঋণ প্রাপকরা ২,৪৫,৯৪,৬৯৪ টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে জমা করেন। এছাড়া টেলিফোন বিলের বকেয়া ১২টি মামলায় ২,৯৫,৩৩৭ টাকা বিএসএনএল-এর খাতায় জমা হয়। এছাড়াও এখানে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়।

বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : টোটো থেকে বাজেয়াপ্ত বিদেশি মদ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জের কানহাইয়াবাড়ি গ্রামের কাছে। মদ পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বিশুনপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রমজান আলি ও নসিবুর রহমান। তারা উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। মোট ৫৯.৬৪০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মদ পাচারে ব্যবহৃত টোটো আটক করেছে পুলিশ। ওসি রঞ্জন কুমার জানান, ওই মদ উত্তর দিনাজপুর জেলার রামপুর থেকে কোচাধামন এলাকায় পাচার করা হচ্ছিল। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দায় চাপালেন মেয়র

প্রথম পাতার পর

চম্পাসারির পোকাইজোতের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুনম গুপ্তর অভিযোগ, 'পুরনিগমকে বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও ওই বেআইনি নির্মাণ তৈরি হয়ে গেল। প্রতিবাদ করলেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আপনারা তো কোনও পদক্ষেপই করছেন না।' অভিযোগ শুনেই ক্ষুব্ধ মেয়র বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিককে বলেন, 'এখনই এলাকায় যান।' সচিবকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আটকে থাকা বিল্ডিং প্ল্যান, বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি বৈঠক করব। এই কর্মসূচির পরেই আপনারা আমার অফিসে আসুন।'

এদিন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের শেখর দাস অভিযোগ করেন, 'এক বছর আগে বিল্ডিং প্ল্যান জমা করেছি। চারটি হোল্ডিং মিলে একটা হোল্ডিং হওয়ায়, সমস্যার কথা বলে প্ল্যান আটকে রাখা হয়েছে।' মেয়র মিউটেশন বিভাগের আধিকারিকের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তিনি বলেন, 'অনলাইনে ১৩ ডিজিটের বেশি ইনপুট করা যায় না। কিন্তু ওই হোল্ডিং নম্বর ১৯ ডিজিটের। ফলে আটকে রয়েছে।' ওই আধিকারিককে মেয়রের ধমক, 'বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন? কলকাতায় কথা বলেছেন? কিছু তো একটা সমাধান করতে হবে। এভাবে মানুষকে হয়রানি করা ঠিক নয়। যেটা জানেন না সেটা অন্যদের কাছে জানার চেষ্টা করুন।' এর পরেই মেয়র বলেন, 'আপনারা কোনও কাজ সঠিক সময়ে করছেন না। আর মানুষের কাছে প্রতিদিন আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে। যখন অভিযোগ পাচ্ছি, আপনাদের বললে আপনারা দায়সারা উত্তর দিচ্ছেন।'

বিমল-কথায় জল্পনা

প্রথম পাতার পর

২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাহাড়ে শেষকথা ছিলেন মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং। কিন্তু বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা বিমলকে সরিয়ে পাহাড়ের রাজনীতির রাশ হাতে নেওয়ার পর থেকেই পাহাড়ে পটপরিবর্তন হয়েছে। কয়েকশো জামিন অযোগ্য ধারায় মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকা বিমল ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে পাহাড়ে ফিরেছেন। কিন্তু হারানো মাটি আর ফিরে পাননি। তাঁর দলীয় সংগঠনও এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে যে দলকে আর প্রাসঙ্গিক করতে পারছেন না মোর্চা প্রধান।

গত বছরের লোকসভা নির্বাচনে ফের বিজেপিকেই সমর্থন দেন বিমল। এরপর থেকে কয়েকমাস চুপচাপই ছিলেন মোর্চা প্রধান। কিন্তু কিছুদিন ধরে তিনি আবার পাহাড় চষে বেড়ানোর কাজ শুরু করেছেন। দার্জিলিং, কালিম্পং সফর করে শুক্রবার থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে মিরিক মহকুমার বিভিন্ন চা বাগানে ঘুরছেন বিমল। শনিবার পানিঘাটা চা বাগান এবং নিরপানি এলাকায় যান তাঁরা। ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা পানিঘাটা চা বাগান পুনরায় চালু করার দাবিতে প্রায় তিন মাস ধরে সেখানে রিলে অনশন করছেন শ্রমিকরা। সেই মঞ্চে গিয়ে অনশন তুলে নেওয়ার আবেদন করেন বিমল। নিরপানিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে পাহাড়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন তার কোনও ইঙ্গিত দেননি মোর্চা প্রধান। তিনি বলেছেন, কেউ কেউ বোনাস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চা পাতা তুলতে বারণ করছেন। কিন্তু আমি বলব, সবাই বাগানে গিয়ে পাতা তুলুন। প্রতিদিন কাজ করুন।'

বিমলের এই অবস্থানকে স্বাগত জানাচ্ছেন রাজ্য সরকারপন্থীরা। বিজিপিএম নেতাদের বক্তব্য, 'বিমল ভালো বার্তাই দিচ্ছেন। তাতে কাজ হলে ভালো।'

বদলার ফাইনাল

প্রথম পাতার পর

স্পিন চতুর্ভুজের লড়াইয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের ভবিষ্যৎ। দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলছে ভারত। রোহিতরা দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। আজকের পর বিতর্ক আরও বাড়তে পারে। কারণ, চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ প্রথমবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে সন্ধ্যার নৈশালোকে অনুশীলন সেরেছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও সেই অনুশীলনের অনেক আগে দলের অধিনায়ক রোহিত ও তাঁর ডেপুটি শুভমান গিল আচমকাই পৌঁছে গিয়েছিলেন আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে। যেখানে দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও স্থানীয় নেট বোলারদের নিয়ে আলাদাভাবে ব্যাটিং অনুশীলন করেন তাঁরা। সেখান থেকে মূল দুবাই স্টেডিয়ামে ফেরার পরই কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মাঠেই অন্তত ৪৫ মিনিট ধরে বিশেষ বৈঠক করেন রোহিত। সেই বৈঠকে বিরাট কোহলিও ছিলেন। কোহলি-রোহিত-গম্ভীরের এই বৈঠক নিয়েও শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা।

ব্যবধানটা ঠিক এক সপ্তাহের।

ঠিক এক সপ্তাহ আগের রবিবারে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ভারত-নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচের আসরেই প্রথমবার চার স্পিনার খেলিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আর টিম ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে সেই ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। আগামীকাল ফাইনালের আসরে বরুণই যে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজের এক্স ফ্যাক্টর, সেই কথা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু বরুণ কেন, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজাদের নিয়ে গড়া ভারতীয় স্পিন আক্রমণের বিরুদ্ধে টম ল্যাথাম, উইল ইয়ং, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেলরা কতটা নিজেদের মেলে ধরতে পারবেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফাইনালের ভাগ্য। স্পিন শক্তির দিক থেকে কিউয়িরাও যে খুব পিছিয়ে, এমন নয়। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েলরা বড় আসরে অনভিজ্ঞ হলেও বাস্তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে মোট ১৭টি উইকেট নিয়েছেন কিউয়ি স্পিনাররা। শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে স্যান্টনারদের ছন্দও ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই পারে। নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার ম্যাট হেনরি এখনও পুরো ফিট নন। সেমিফাইনালে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট এখনও সারেনি। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে বরাবরই সফল ও অভিজ্ঞ হেনরিকে ফাইনালে খেলাতে মরিয়া নিউজিল্যান্ড। ভারতীয় শিবিরে অবশ্য চোট-আঘাতের কোনও খবর নেই। বরং ফাইনালের লক্ষ্যে ফুটছে টিম ইন্ডিয়া। কোচ গম্ভীরের জন্যও অনেক কিছু প্রমাণের মঞ্চ কালকের ফাইনাল। হয়তো কোচ গম্ভীরের প্রতিষ্ঠার মঞ্চও হতে চলেছে কালকের ফাইনাল।

একইসঙ্গে কালকের ফাইনাল ভারত অধিনায়ক রোহিতের বিদায় মঞ্চও হয়ে দাঁড়ালে অবাক হওয়ার থাকবে না। রাতের দিকের খবর, রোহিতের সঙ্গে জাড্ডুও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছেন। বাস্তবে এমনটা হলে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা অধ্যায় শেষ হতে পারে কালকের ফাইনালের মঞ্চে।

নারী দিবস উদযাপন

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সদর হাসপাতালের দুজন নার্সিং স্টাফকে সংবর্ধনা জানাল কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসন। শনিবার সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিপ্রা ভট্টাচার্য ও নিতু কুমারীকে। শিপ্রা এর আগে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের হাতে শংসাপত্র এবং স্মারক তুলে দেন ডিডিসি স্পর্শ গুপ্তা ও সিভিল সার্জন মঞ্জর আলম। এছাড়াও দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করে স্থানীয় মাড়োয়ারি কলেজের এনএসএস ইউনিট।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ : শুক্রবার রাতে এসএসবি'র ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ১৩০ বোতল কাফ সিরাপ সমেত একজনকে গ্রেপ্তার করেন। মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল নামে ওই ব্যক্তি ঠাকুরগঞ্জের নেহরু রোডের বাসিন্দা।

জল্পেশ হারিয়েছে দইচিঁড়ার আকর্ষণ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ : আচ্ছা, দইচিঁড়া নাকি এগরোল, পিৎজা, বিরিয়ানি? মেলায় ঘুরতে গিয়ে আপনাকে অপশন দেওয়া হলে, কোনটা বেছে নেবেন? অল্পবয়সিদের এই প্রশ্ন করা হলে উত্তর নির্ঘাত আসবে, দ্বিতীয়টা। জল্পেশমেলার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটছে। আর প্রবীণরা দুঃখ করছেন, এই মেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার দইচিঁড়ার কথা ভেবে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী ও বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি এলাকার জল্পেশমেলা। বর্তমান সময় থেকে প্রায় কয়েক দশক আগের কথা। সেসময় এখনকার মতো এত যানবাহন ছিল না। অনেক দূর থেকে মানুষজন হেঁটে বা গোরুর গাড়িতে করে ওই মেলায় আসতেন। জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলায় আসা পুণ্যার্থীরা দইচিঁড়া খেতেন। এই ব্যাপারটি ছিল ওই মেলার একটা অন্যতম অভ্যাস। এছাড়া পরিবার নিয়ে রিঠা মাছ রান্না করে খাওয়ার প্রচলনও ছিল।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে দইচিঁড়া কিংবা রিঠা মাছ খাওয়ার রীতি সবেতেই এখন ভাটার টান। গত কয়েক বছর ধরে মেলায় বাজার দখল করেছে বিরিয়ানি ও ফাস্ট ফুডের মতো খাবারগুলি। এদিকে, এবছর বাজার দখল করতে বহুজাতিক কোম্পানির পিৎজার স্টলও জল্পেশমেলায় বেশ নজর কেড়েছে।

প্রবীণদের অনেকের বক্তব্য, আগে জল্পেশমেলাতে শতাধিক দোকান দইচিঁড়া নিয়ে বসত। প্রতিটি দোকানে একশো থেকে দুইশো কেজি পর্যন্ত দই বিক্রি হত। দইচিঁড়ার দোকান কমতে কমতে এবছর মেলায় দোকানের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র চারটিতে। এবছর দইচিঁড়ে, মুড়ি ও মুড়কি দিয়ে সাজিয়ে এক প্লেট বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। ওই চারটি দোকানেও ভিড় তেমন নেই বললেই চলে। নির্মল সেন নামে এক ব্যক্তি ৪২ বছর ধরে মেলায় দইচিঁড়া বিক্রি করে আসছেন। তিনি বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। আধুনিক প্রজন্মের মানুষজনের মেলায় এসে দইচিঁড়া খাওয়ার উৎসাহ নেই।' ভিন্ন ছবি ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে। সেখানে দেদার বিক্রি হচ্ছে মোমো, চাউমিন, চিকেন রোল, পনির রোল, এগরোলের পাশাপাশি ফুচকা, আইসক্রিম সহ বিভিন্ন জিনিস। মেনুর তালিকায় বাদ নেই বার্গার, পিৎজা। তবে সব থেকে বেশি বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানি। বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় এসেছিলেন কলেজ পড়ুয়া দেবারতি সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা দইচিঁড়ের থেকে পিৎজা, রোল খেতে বেশি পছন্দ করি।'

জল্পেশমেলায় বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানি।

রংদার রোববার

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৯ মার্চ ২০২৫ তেরো

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

১৪ ছোটগল্প জয়ন্ত দে

১৫ ছোটগল্প মনোনীতা চক্রবর্তী
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা সুব্রতা ঘোষ রায়, মৃণালিনী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, বৃষ্টি সাহা, কণিকা দাস, বাবলি সূত্রধর সাহা ও সন্ধ্যা দত্ত

নারী, তুমি স্বাধীনতা

এভাবেও ফিরে আসা যায়

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

মাঝবয়সি বনলতা খবরের কাগজ হাতে ধরে ভাবনার খোলা খাতা মেলে দেন। পরতে পরতে জড়িয়ে জীবনস্মৃতি। কত মেয়ের কথা মনে পড়ে! নারী দিবস পালনের হিড়িক ছিল না। তবে নারী চরিত্রের অবদমন ও অবনমন ছিল। উত্তর কলকাতার এক মসজিদের কাছে হিন্দু, শিখ সব মেয়ের মতো খেলার সাথি ছিল অনেক মুসলমান মেয়ে। তারা এত গরিব যে তার মায়ের ডাকে মায়ের সহায়িকার অনুপস্থিতিতে ঘরের কাজ করে দিত দুটো পয়সা হাতে পাবে বলে। বনলতার পুতুল বিয়ের দিন গড়িয়ে কৈশোর ও স্কুলের পড়ার চাপে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় দেখার সময়ও ফুরিয়েছিল তাদের সঙ্গে।

ফতেমার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হত পথেঘাটে। ওদের সবক'টা বোনের বিয়ের ব্যবস্থা হলেও কেউ কেউ ফিরেও এসেছিল। সিঁদুর নেই সিঁথিতে। বুঝবেনই বা কেমন করে? ওরা সধবা না আইবুড়ো। মাবিয়া সুখী গৃহকোণ পেলেও রাবেয়া পায়নি। শাকিলাও বুড়ো বরের বিবি হয়ে, বিধবা হয়ে মসজিদের বাইরে বসে ভিক্ষে করত। রাবেয়া কাঁখে, কোলে কচি ছানাদুটোকে নিয়ে কাজ করত লোকের বাড়ি বাড়ি। আর রোকেয়া বিয়ের রণে ভঙ্গ দিয়ে অভাবের সংসারে পেট চালানোর দায়টা নিয়েই নিয়েছিল। নিয়ম করে বিকেলের কনে দেখা আলোয় ধপধপে সফেদা সুন্দরী হয়ে পাউডার, পমেটম মেখে দাঁড়িয়ে পড়ত বাস রাস্তার ধারে। যেখানে সব পেট্রোল পাম্প আর সারে সারে রুটি-তড়কার ধাবা আছে। বলিষ্ঠ সব ট্রাক ড্রাইভার ওর ক্লায়েন্ট তখন। দিনে ঝি-গিরি আর রাতে সঙ্গিনী। সকালে শরীরটা আর দিত না। হরিণীর মতো শান্ত চোখদুটোয় লেপটে থাকত ঘুম। ঠিকে কাজগুলো গেল। একদিন ভরদুপুরে বরাত এল। রোকেয়া শ্বশুরবাড়ি চলল।

বনলতার এহেন কিশোরী মনে ঢেউ উঠত। মেয়েগুলো পড়াশোনা করে না কেন? সুযোগ পায় না তাই। মা বলত, তাইতো বলি, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। সবাই কি আর এমন সুযোগ পায় রে? পিছিয়ে পড়া জনজীবনই কি তবে এরা? কিন্তু মা, আমরাই বা কত আর এগিয়ে গেছি? তুমি যে বলো, আমাদের বাড়িতে মেয়েদের ঘটা করে মুখেভাত দেওয়া নেই। মেয়ে হলে শাঁখ বাজাতে নেই, তাহলে আমরাও তো অনগ্রসর। মা সেদিন কথা বাড়ায়নি।

বিয়ের পর বনলতার প্রথম সংসার টাটানগরে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে, দলমা পাহাড়ের কোলে। কোম্পানির ফ্ল্যাটে। কাজের সহকারী হিমানীর মা ফুটফুটে মেয়ে কোলে কাজে আসত। বেশিরভাগ টলতে টলতে। আগের দিন রাতে মেয়ে মরদের সঙ্গে আকণ্ঠ হাঁড়িয়া পান করে আদিবাসী ডেরায় ফুর্তিফারতা করে দেরি দেখে রাগ করলেও মনে পড়ত রোকেয়াদের কথাটা। একবার টুসু পরবে ৩দিন বলে আনলিমিটেড ছুটির পর কাজে এসে জয়েন করল সে কনকনে মাঘের শীতে। তার ''দমে নেশাটেশা'' তখন ঘুচে গিয়ে চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি। এবারে হিমানীর ভাই হবেই সেই আশায়। বনলতাকেও তখন শ্বশুরবাড়িতে সবাই চাপ দিচ্ছে। বছর ঘুরতে চলল, নতুন বৌ কবে পোয়াতি হবে? তখন মনে পড়েছিল মায়ের কথা। বনলতারও কি তবে মোক্ষলাভ সন্তান? সে উত্তর আজও পাননি তিনি।

বনলতা আবার কলকাতায় তখন। এবার সহকারী টিয়ার মা সোহাগী।

টিয়ার স্কুলের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাটা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঝাঁ করে ঢুকতেই বনলতা বলেছিলেন ফিক্সড করতে। সোহাগীর মেয়েকে ঘিরে টালির ঘরে অনেক স্বপ্ন। মেয়েটা একটা চাকরি পেলে তারা একটু সুখের মুখ দেখবে। টিয়া বায়োডেটা রেডি করে কোনও এক আপিসে গেল মায়ের সঙ্গে। বায়োডেটা জমা দিলেই নাকি চাকরি বরাদ্দ। সে যাত্রায় এক চান্সে ইন্টারভিউতে পাশ করতেই তাকে বলা হল, বারো হাজার দিলে তার চাকরি পাকা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

গৃহলক্ষ্মী অথবা গৃহশ্রমিক?

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

"নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আমি মাধবী আপনাদের স্বাগত জানাই প্রবাসের জার্নাল চ্যানেলে..."

হাসিখুশি গোলগাল লাবণ্যময়ী মুখখানা ভাসে হাতের মোবাইল স্ক্রিনে। হেডফোনের মধ্যে এক সুরেলা গলা ভারী মধুর ভঙ্গিমায় হেঁশেলের খুঁটিনাটি বর্ণনার ফাঁকেফাঁকেই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া শহরের তাপমাত্রা জীবনযাপন বাজারঘাট হালকা করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একের পর এক ছোট্ট ছোট্ট ভিডিওয় নিপুণ হাতে বাজার-দোকান, মাছ কাটা, রান্না করা, ডাস্টিং বা বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া, পড়ানো নানা কিছু শেখানোর সঙ্গেই বাগানে লংকা ফলানো, হাজার সামাজিকতা, উৎসব পালন, ঘর সাজানো, নিজের স্কিন কেয়ার, পুজোআচ্চা যাবতীয় কিছু সামলানোর খুঁটিনাটি। এইগুলোই এই দুনিয়ার ভাষায় "কনটেন্ট"। যার দর্শক লক্ষ লক্ষ এবং সারা পৃথিবীব্যাপী তা ছড়িয়ে। এক নিটোল গৃহস্থালির গল্প, এক প্রবাসী মেয়ের দূরদেশে গিয়ে নিজের একাকিত্ব আর একঘেয়ে সাংসারিক কাজের জগৎটুকু, মন কেমন আর উচ্ছ্বাসটুকু ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ। বিদেশে উঁচু পদে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীটির চেয়ে এই কনটেন্টের জোরেই তার উপার্জন বা খ্যাতি কিছু কম নয় বলে শোনা যায়। সে ভাগ করে নিচ্ছে আসলে তার প্রতিদিনের শ্রম, গৃহশ্রম বলে যা আসলে কোনও শ্রমের তালিকাভুক্তই নয় আদপে কোথাও। তাকেই সারা পৃথিবীর সামনে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এই যে অর্থ উপার্জনের পথ, এ এক নতুন আলোচনার পরিসর খুলে দেয়। কত উচ্চশিক্ষিত গৃহবধূকে আজীবন সংসারে সবটুকু দিয়েও হীনম্মন্যতার সুরে বলতে শুনি, "আমি কিছু করি না, জাস্ট হাউসওয়াইফ"। তাহলে এই কাজগুলো আসলে ততটাও তুচ্ছ নয়, কী বলেন দর্শক বন্ধুরা?

আচ্ছা বিদেশের গেরস্থালি ছেড়ে দিলাম, সে দেশগুলিতে পুরুষদের ঘরের কাজে যথেষ্টই অংশগ্রহণ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে আশপাশের শহর গ্রাম মফসসলের জীবনে বেঁচে থাকা, ঘর গেরস্থালির কাজে রাতদিন পেষাই হয়ে চলা মেয়েদের জীবনের নিত্যকার কাজগুলোকে সারাজীবন দুর ছাই করে চলা সমাজ কেন উন্মুখ হয়ে ভিডিওয় "কনটেন্ট" হিসেবে দেখে? শুধুই কি অন্যের সংসারে উঁকি মারার "ভয়ারিস্টিক প্লেজার" পেতে? নাকি এই ছবিগুলো একদলের জন্য কোথাও একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ আর অন্যদলের কাছে নিজের সঙ্গে একাত্মতার পৃথিবী?

তাই লক্ষ 'ভিউয়ারে'র একজন হয়ে চুপিসারে সেই সাধারণ মেয়েটির সংসারশ্রমটা দেখে নিয়েই ঘরের মেয়ে বা মা-কে বলাই যায়, "সারাদিন বাড়ি বসে কী করলে! বাইরে তো বেরোতে হয় না রোজগার করতে, কী বুঝবে!"

সামাজিক মাধ্যমে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের নানা কীর্তিকলাপের সবটুকুই অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়, বরং কিছু বিষয় অত্যন্ত ন্যক্কারজনকও বটে। তবে সমাজের সব স্তরে বাস্তব দুনিয়াতেও এত কলুষ ছড়িয়ে যে এই মুহূর্তে সেই অংশটুকু বাদ দিয়েই না হয় আলোচনা করি। পিছল পথ জেনেশুনেই যারা পার হয়, তারা সে পথের কাদা বা পা হড়কে গিয়ে চোটজখম মেনে নিতে নিশ্চয় প্রস্তুত থাকে।

রান্না করা বা ঘরসংসারে নিপুণভাবে সৌন্দর্য বজায় রাখার যে শ্রম সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই সমাজে স্থিরীকৃত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাকেও বিপণনযোগ্য করে তোলার এই ভাবনা প্রথম কি মেয়েদের মাথাতেই এসেছিল নাকি এও আরেকটি কৌশল তাকে শোষণের, এ প্রশ্নটিও মাথাচাড়া দেয়। সমীক্ষায় নেমে পুরোনো ছাত্রী সুস্মিতাকে পেয়ে যাই "কনটেন্ট ক্রিয়েটরের" ভূমিকায়। বিয়ের পর বেঙ্গালুরু প্রবাসী মেয়ে ছোট বাচ্চা আর ঘরকন্নার কাজ সামলানো নিয়ে ভিডিও বানায়। বাড়ির পুরুষটি সাহায্য করেন। বেসরকারি সাধারণ চাকরিতে পরিবারে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন এনে দিতে পেরে সুস্মিতা আত্মবিশ্বাস পায়। "ম্যাম আমি তো পড়া শেষ করিনি, অত ভালো ইংরেজি জানি না। চাকরি পাওয়া সম্ভব না। যদি টাকা জমিয়ে কিছু করতে পারি! সবাই তো বলত পরের বাড়ি রেঁধে খেতে হবে, তাই-ই খাচ্ছি, অন্যভাবে। বাড়িটা নিজের মনে হয় এখন ম্যাম।"

ছোটবেলার বন্ধুর বোন মিলি জানায়, "আমি তো সারাজীবন ঘরের এইসব ফালতু কাজগুলোই করলাম। আর শুনলাম কিছুই পারি না। কুকুর, বেড়াল ভালোবাসি। অনেকগুলো আছে। তাই বর বলল এইসব ভিডিও করে টাকা রোজগার করছে অনেকে, তুমিও চেষ্টা করো। আমার ইচ্ছে করে না এসব করতে। কত টাকা পাই তাও জানি না। সব আমার বাড়ির লোকেই সামলায়!''

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নাবালিকার বিয়ে আর পাচারচক্র

ছন্দা বিশ্বাস

সেদিন নাকি স্কুল থেকে ফেরার পথে পরিকে টোটোচালক কী সব অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। কু ইঙ্গিত করেছে। পরির মতো অনেকেরই সমস্যা এটা। সেদিন সবাই নেমে গেলে ও একাই আসছিল।

দোয়েলের শিসে দিন শুরুর পরিবর্তে সেদিন কলিং বেলের শব্দে উঠে পড়ি। দরজা খুলতেই দেখি কল্পনা, আমার পরিচারিকা।

কী রে এত সকালে?

ও জানাল, কাজ সেরে ওকে একটু অঞ্চল অফিসে যেতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ বিমর্ষ। কিছুদিন আগে কল্পনা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ফুটফুটে মেয়ে পরি আমার কাছে মাঝেমধ্যে আসত। ওদের গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। বয়স যাই হোক চেহারায় বাড়ন্ত বেশ। পড়াশোনায় ভালো। ভালো নাচতে পারে। পাড়ায় ফাংশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওর ডাক আসে। কল্পনা খুশি হয়ে জানায় আমাকে। কিছুদিন ধরে হুজুগ তুলেছে মেয়ের বিয়ে দেবে।

অতটুকু মেয়েকে বিয়ে দিবি কেন? ওকে লেখাপড়া শেখা। আঠারোর আগে বিয়ে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ জানিস না?

কল্পনা যুক্তি দেখায়, 'বড্ড চিন্তা হয় গো দিদিমণি। আমি লোকের বাড়িতে কামকাজ করি, কেউ যদি ফুসলাইয়া নিয়া যায়'।

বনের ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ ধরে নিত্য যাতায়াত ওদের। বড় রাস্তা ধরে এলে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ। তাই সময় বাঁচাতে অধিকাংশ সময়ে বনের ভিতরের শর্টকাট রাস্তা ধরতে হয়। 'জঙ্গলের জন্তুগুলানের থে' দু'পেয়েদের ডর করি'।

এই ভয় শুধু অল্পবয়সিদের নয়। সাত থেকে সত্তর কেউ বাদ যায় না।

সেদিন নাকি স্কুল থেকে ফেরার পথে পরিকে টোটোচালক কী সব অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। কু ইঙ্গিত করেছে। পরির মতো অনেকেরই সমস্যা এটা। সেদিন সবাই নেমে গেলে ও একাই আসছিল। ভয়ের চোটে পরি গন্তব্যের আগেই টোটো থেকে নেমে যায়। পরিচিত একজনের সাইকেলে চেপে তবে ঘরে ফেরে।

পরি, কল্পনাদের এই জাতীয় সমস্যা নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। কল্পনার স্বামী তিন, চার বছর হল বাইরে আছে। করোনায় কাজ হারিয়ে ওদের গ্রামের অনেক পুরুষ এখন পরিযায়ী শ্রমিক।

সংসার চালানোর জন্যে মহিলারা নানা কাজ করছেন।

মেয়ে বড় হলে তাই মায়েদের ঘুম ছুটে যায়। কয়েকজন পরোপকারী তরুণ প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে অল্পবয়সি বৌ-মেয়েদের কাজ পাইয়ে দেবার কথা বলছে। দূরে নয়, কলকাতার আশপাশে। কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথাও বলিয়ে দিয়েছে। চাকরিজীবী দম্পতিদের বাচ্চা মানুষ করা, কেউ চাইছে বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখভালের জন্যে। মাইনেপত্র ভালোই দেবে। কথাও বলিয়ে দিচ্ছে।

দুই মাস আগে কল্পনার বর এসেছিল। তখনই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা বলে এসেছে। ছেলের বাড়ি পঞ্জাবে, 'বিরাট ধনী'। এক পয়সা লাগবে না।

স্বামীর খুশিতে সেদিন কল্পনা না বলতে পারেনি।

একদিন শুনি পরির বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ে দিয়ে ক'দিন বেশ মনমরা ছিল।

সেদিন বলল, মেয়েটার বহুদিন হল কোনও খবর পাচ্ছি না।

কল্পনার মন ভালো নেই বুঝতে পারি। কাজের ভিতরে কতবার যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আজ পরির কথা জিজ্ঞেস করতেই কেঁদে ফেলল।

ওর কথাগুলো শুনে চমকে উঠি, কী বলছিস?

হ্যাঁ গো, সত্যি।

কল্পনার বর নাকি ওর একজন পরিচিত বন্ধুর কাছে মেয়ের বিয়ের কথা বলেছিল। সে এই পাত্রের সন্ধান দেয়।

একদিন মেয়েকে মালদায় নিয়ে যায় দেখাতে। সেদিনই পাত্রপক্ষ নাকি বিয়ে করে মেয়েকে নিয়ে সোজা পঞ্জাবে চলে যায়। পরানের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছে।

কল্পনা পরে জানতে পেরেছে সেদিন পরান ওর মেয়েকে দালালদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আদৌ মেয়ের বিয়ে হয়নি। এটাও মেয়ে পাচারকারীদের একটা চক্রান্ত।

ভাটিখানায় আসত ওই তরুণ দুজন। এরাই খোঁজখবর নিত কাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে। পুরুষমানুষগুলো কে কখন কোথায় থাকে।

শহরের মেয়েদের কথা বাদ দিলে মফসসলের দিকে মেয়েদের অবস্থা বেশ খারাপ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দীপার পাত্র

ছোটগল্প

জয়ন্ত দে
আঁকা : অভি

দ্যুতিমানকে দুশ্চরিত্র কোন শালা বলে। দ্যুতিমান ভগবান নন! দ্যুতিমান খোদা নন! দ্যুতিমান মানুষ। নিখাদ মানুষ। কিন্তু এটা যদি তিনি ঠিক ঠিক করতে পারেন, তাহলে তিনি সত্যি সত্যি সবাইকে জানিয়ে দেবেন— সবার ওপরে ভগবান আর নীচে আছে দ্যুতিমান! সে খোদ ঈশ্বরের পাঠানো দূত।

দ্যুতিমান ফোনটা নিয়ে নাড়ছেন চাড়ছেন। মনে মনে ভাঁজছেন। তিনি কী করবেন? কী করতে পারেন? কীভাবে করবেন? ছোটবেলায় ষোলোঘুঁটি খেলেছেন, বাঘবন্দি খেলেছেন, বড়বেলায় দাবা খেলেছেন। এখনও তিনি খেলছেন। একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিচ্ছেন, একটা ঘুঁটি ডানে বামে। রবিকান্তটা প্রায় ম্যানেজ হয়েই গিয়েছিল—।

রবিকান্ত নয় আসলে ভ্যাবলাকান্ত। অমন একটা মেয়েকে রিফিউজ করল? বলল, 'না, দাদা আমাকে ছেড়ে দিন।'

দ্যুতিমান বললেন, 'আমি তো তোমাকে ধরিনি ভাই, একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এমন মেয়ে তুমি পাবে না। এই বলে দিলাম।'

'জানি দাদা।'

'তাহলে রাজি হচ্ছ না কেন?'

রবিকান্ত ভ্যাবলাকান্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অ্যাঁ অ্যাঁ করল।

দ্যুতিমান হালকা গলায় হাসলেন, বললেন, 'পরে আফসোস করবে। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ ভাই। এখনও বলো—'

'না দাদা, থাক!'

'থাকবে কেন? তুমি আমাকে খুলে বলতে পারো? তোমার দ্বিধা কোথায়?'

দ্বিধা আর কোথায়? খুলে আর কী বলবে, রবিকান্ত এখনও ভ্যাবলাকান্ত হয়ে আছে। দ্যুতিমান সেনের মুখের ওপর বলা কি যায়? যায় না! অন্য কেউ হলে রবিকান্ত বলে দিত। কিন্তু দ্যুতিমানদা বড়মানুষ, নামী মানুষ, তাঁর মুখের ওপর কি কথা বলা যায়? রবিকান্ত ফোনের এপার থেকেই মাথা চুলকাল।

'তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো? তুমি জানো আমি জহুরি। আমি বলছি, দীপা একদিন দাঁড়াবে। আজ ছোটখাটো পার্ট করছে। আজ ও জেলার নাট্যদলের একজন কর্মী। হ্যাঁ সামান্যই কর্মী। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি দীপা একদিন দাঁড়াবে। কলকাতার মঞ্চ, ছোট পর্দা, বড় পর্দা দাপিয়ে বেড়াবে। সব অন্যায়ের জবাব দেবে।'

'হ্যাঁ, দাদা দীপার কাজ খুব ভালো। আপনি ঠিকই বলেছেন, একদিন ও খুবই নাম করবে।'

'করবে, করবেই। ও আমার হাতে মানুষ। আমি মানুষ চিনি। আর তোমরা আমাকে চেনো।'

রবিকান্ত মনে মনে বিড়বিড় করল, হ্যাঁ চিনি খুব চিনি। আমরা সবাই জানি দীপা আপনার প্রেমিকা। সারা জেলা জানে। এখন কেন যে আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন কে জানে? কিন্তু আমি তোমার ফাঁদে পড়ছি না। আসলে দোষের মধ্যে রবিকান্ত বেশ কয়েক মাস হল দীপার সঙ্গে একটু বেশি বেশি গল্প করছিল। একটু বেশিই হয়তো। একটা নাটকে দুজনে একসঙ্গে বেশ ক'টা শো করেছে। বেশ একটা বন্ডিং হয়েছিল। এই বন্ডিং না থাকলে কি অভিনয় করা যায়! সেখান থেকেই ভাব। তবে শুধু ভাবই, ভাব-ভালোবাসা নয়।

রবিকান্তের মনে হল আচ্ছা দীপা কি দ্যুতিমান সেনকে কিছু বলেছে? কই দীপা তো তাকে সরাসরি বলতে পারত?

দ্যুতিমান বললেন, 'আচ্ছা, এমন নয়তো? দীপা ডিভোর্সি। তুমি ফ্রেশ, অবিবাহিত একটা ছেলে- তাই দ্বিধা! এটাই কি আপত্তির কারণ? তাহলে বলতে হয়, নাটক প্রগতিশীল মানুষের কাজ। আর যার মন সেই মান্ধাতার যুগে পড়ে আছে, সে আর যে কোনও মহান কার্য করুক, নাট্যকর্মী হওয়া তার উচিত নয়। তোমার জন্যও নাটক নয়।'

কথাটা শেলের মতো রবিকান্তর বুকে এসে বিঁধল। দ্যুতিমানদা তাকে এমন কথা বলতে পারলেন! সে আদর্শ নাট্যকর্মী নয়! রবিকান্ত হালকা কাশল, বলল, 'দাদা আমার ছোটমুখে বড় কথা মানায় না। তাই দাদা আমি এই বিষয়ে থাকতে চাইছি না। আসলে আমার বাড়ি থেকে আপত্তি আছে, পারিবারিক আপত্তি বুঝতেই তো পারেন।'

'তার মানে তোমার মত আছে। বাধা পরিবার। ছি! মেয়ে ডিভোর্সি বলে? না, ঘরের বৌ নাটক করবে বলে?'

রবিকান্ত এবার সত্যি সত্যি ভ্যাবলা হয়ে গেল। কী বলবে সে? শান্ত গলায় দ্যুতিমান বললেন, 'তুমি কি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি আমাকে একবার বসাতে পারবে? তাহলে তোমার ইচ্ছেটাও আমি ওদের জানিয়ে দিতাম। স্পষ্ট করে বলে দিতাম দীপাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, ওঁদের আপত্তির জন্য তুমি স্যাক্রিফাইস করছ, যা ঠিক নয়। তোমার আপত্তি না থাকাটা ওঁরা জেনে যেতেন।'

রবিকান্ত বলল, 'শুধু পরিবার নয় দাদা, আমারও আপত্তি আছে?'

'তোমার আপত্তি কোথা থেকে এল? তুমি যে আবার প্রথম থেকে শুরু করলে, এই তো বললে তোমার আপত্তি নেই- এই রবিকান্ত তুমি ভ্যাবলাকান্তের মতো কথা বোলো না। এটা তোমার মতো একটা শিক্ষিত ছেলেকে মানায় না।'

রবিকান্ত ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি ভ্যাবলাকান্তই দাদা, আমি রবিকান্ত নই। আমার সঙ্গে দীপাকে মানায় না।'

রবিকান্ত রাজি হয়নি। রবিকান্তের নাটকের দলের বন্ধুরা বলল, 'তুই কিন্তু স্পষ্ট বলে দিতে পারতিস রবি- দাদা আপনার মাল আপনি সামলান!'

রবিকান্ত বুঝতে পারছিল না, দ্যুতিমান সেন হঠাৎ দীপার বিয়ের জন্য খেপে উঠলেন কেন? বেশ তো ছিলেন। সর্বদা পাশে একটা সখী নিয়ে ঘুরতেন। যে কোনও প্রোডাকশনে সেরা রোলটা ওর জন্য তুলে রাখার চেষ্টা করতেন। সবসময় সফল হত না। তবে দীপা গুণী মেয়ে। যথেষ্ট ভালো অভিনয় করে। দ্যুতিমান এমন একটা ভাব করেন যেন দীপাকে তিনি সুচিত্রা সেনের জায়গায় ফিট করে দেবেন। দ্যুতিমানের রকমসকমের জন্য আশপাশের লোকজনও খুব বিরক্ত। রবিকান্ত আলাদা করে দীপার কোনও দোষ খুঁজে পায়নি। যদিও দ্যুতিমানদার স্বভাবের জন্য তাঁকে যাঁরা অপছন্দ করেন তাঁরাও এখন দীপাকে অপছন্দ করেন। যা সত্যি বলতে দীপার প্রাপ্য নয়।

রবিকান্তের পরিষ্কার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সে দীপাকে আলাদা একটা মানুষ হিসেবে দেখে, ভালো অভিনেত্রী হিসেবে দেখে এবং অবশ্যই দ্যুতিমানদার প্রেমিকা হিসেবেই দেখে।

রবিকান্ত নীতিপুলিশ নয়। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজেদের ভেতর কেমন সম্পর্কে বাঁচবে সেটা তারাই ঠিক করবে। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে দ্যুতিমান সেনের স্ত্রীর বলা কথাগুলো রবিকান্ত স্মরণ করতেই পারে।

দ্যুতিমান যখন দীপাকে ডিভোর্স করাচ্ছে, বা বলা যায় ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের টুকরোটাকরা গোলমালের ভেতর নিজে ঢুকে ঘেঁটে ঘ করে দিচ্ছে, তখন বৌদি বারবার বলেছিল- ওটা কোরো না। সব স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সমস্যা হয়, হতে পারে, ওরা নিজেরা নিজেদের মতো করে মিটিয়ে নেবে। তুমি ঢুকো না। কিন্তু তখন দ্যুতিমানদা অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা নারী হিসেবে দীপাকে উপস্থিত করল। এবং ওদের মাঝে যদি ছোট ছিদ্র থাকে তার মধ্যে আঙুল, পরে সম্পূর্ণ হাত গলিয়ে বড় করে দিল।

তবে দীপা গুণী মেয়ে। যথেষ্ট ভালো অভিনয় করে। দ্যুতিমান এমন একটা ভাব করেন যেন দীপাকে তিনি সুচিত্রা সেনের জায়গায় ফিট করে দেবেন। দ্যুতিমানের রকমসকমের জন্য আশপাশের লোকজনও খুব বিরক্ত। রবিকান্ত আলাদা করে দীপার কোনও দোষ খুঁজে পায়নি।

রবিকান্ত এসব কিছু শুনেছে। সরাসরি নয়। দ্যুতিমান সেনের যুক্তি দীপাকে নাটকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। ও প্রতিভাময়ী, নাহলে ও নাটক করতে পারবে না। বাইরের কোনও ছেলে ওকে বুঝবে না। একটা প্রতিভা ঝরে যাবে।

কেন? নাটকের লোকজন কি নাটকের বাইরের মানুষের সঙ্গে সংসার করছে না!

একজন একটা কথা বলেছিল- আসলে দীপা এসেছে খুব সাধারণ ঘর থেকে। কিন্তু দীপা নাটক করতে এসে নাটকের সব ঝকঝকে ছেলেদের দেখেছে। ওর কী করে খুব সাধারণ একটা ছেলেকে পছন্দ হবে? ঠিক এই কারণেই ওর প্রথম ডিভোর্সটা হয়েছিল। ওকে কেউ বোঝানোর ছিল না, জীবনটাও একটা রঙ্গমঞ্চ। সেখানে আমরা সবাই অভিনয় করছি। স্বয়ং ঠাকুর বলে গিয়েছেন- সংসারে সং হয়ে থাকতে হয়।

একজন বলেছিল— আচ্ছা দ্যুতিমান কি এখন দীপাকে বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে?

একজন বলেছিল— আচ্ছা দ্যুতিমান কি একটা দীপার জন্য একটা ভ্যাবলাকান্ত স্বামী চাইছে, যে দ্যুতিমানকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলবে না।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কেইবা দ্যুতিমান সেনের কাছে জানতে চাইবে? সবাই দেখছে আর হাসছে।

দ্যুতিমান সেন গেম সাজাচ্ছেন।

কোথা থেকে শুনেছিলেন বা উড়োখবর পেয়েছিলেন— ইদানীং নরেশের সঙ্গে ওর স্ত্রীর সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না।

নরেশ নাটকের ছেলে। অভিনয়ের গুণ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে ছেলেটার চেষ্টা আছে। উড়োখবরটা দ্যুতিমান ধরতে চাইলেন। একদিন ফোন করলেন নরেশকে। বললেন, 'নরেশ তোমার সঙ্গে শুনলাম তোমার স্ত্রীর কীসব গোলমাল চলছে?'

এমন আপন কথায় নরেশ বিগলিত, বলল, 'হ্যাঁ, দাদা আমি আমার স্ত্রীকে ঠিক আমার কাজকর্ম বোঝাতে পারছি না। ও আমার এই নাটক করা পছন্দ করছে না। তার থেকে আমি যদি আরও দুটো টিউশনি করি, আরও বেশি টাকা রোজগার করি— এটাই ওর বক্তব্য।'

দ্যুতিমান গলা ভারী করলেন, 'ডেঞ্জারাস! এভাবে দুটো টাকা, বাড়তি রোজগারের জন্য কত প্রতিভা মুকুলে ঝরে যায়।'

'তাই তো দাদা!'

'তোমার কাজকে যে রেসপেক্ট করছে না, তার সঙ্গে থাকবে কী করে? গোটা জীবন কাটাবে কী করে?'

'আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দাদা। সহজে আমি হার মানব না।'

'কার সঙ্গে লড়বে নরেশ? এই লড়তে লড়তে বোঝাতে বোঝাতে তো তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে ভাই।'

'আমাকে লড়তেই হবে দাদা। আগে ও এমন ছিল না। প্রথম থেকেই আমার সব জানত— মানে নাটকের কথা—।'

'তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?'

'ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে।'

'নিশ্চয়ই অশান্তি করে গেছে?'

'না, মানে তেমন না হলেও, নাটক নিয়ে নিত্য অশান্তি আমাদের লেগেই আছে দাদা।'

'আর নয়। তুমি ওকে আনবে না। তোমার বাড়িতে এলে ঢুকতে দেবে না।'

'আনব না, ঢুকতে দেবে না বলছেন— তাহলে সবিতা ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, ঠিক হবে না। তোমাকে আরও বিগড়ে দিতে হবে। যদি সত্যি নাটক করতে চাও, তাহলে শক্ত হও। ওকে জীবন থেকে তাড়াও।'

'মানে?'

'মানে সহজ। দীপারও তো এমন হয়েছিল, ওর স্বামী বুঝতে চাইছিল না। রিহার্সালে নাটকের শোতে আসবে। আমি বললাম, দীপা এটা হবে না। তোমার স্বামী কি তোমাকে সন্দেহ করে? নাকি তোমার স্বামী তোমাকে পাহারা দেয়? এভাবে আর যা হোক নাটক করা যাবে না। তোমার স্বামী বাড়িতে তোমার স্বামী। বাইরের লোক আমি অ্যালাউ করব না। সে রেগে গেল। দীপা কিন্তু স্বামীকে ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরবে বলে ঠিক করেছিল। আমিই আপত্তি তুললাম। দীপাকে বোঝালাম। তারপর সেপারেশন। তারপর ডিভোর্স। উকিল আমার চেনা, তুমিও সেই পথে হাঁটো।'

'সবিতাকে ডিভোর্স দিয়ে দেব দাদা, না, না, এটা হয় না। ও ঠিক বুঝতে পারছে না বলে অবুঝপনা করছে।'

'ওর অবুঝপনা তোমার অভিনয়ের ক্ষতি করছে নরেশ। এখনও পর্যন্ত তুমি একটা ভালো চরিত্র করতে পারলে না। বয়স বাড়ছে— আর কবে স্টেজ পাবে? অথচ আমি জানি, তোমার মধ্যে ছাইচাপা আগুন আছে। একদিন তুমি মঞ্চ কাঁপাবে।'

'আমি মঞ্চ কাঁপাব!'

'আমি নিশ্চিত। তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। একশো পারসেন্ট অভিনয় ক্ষমতা আছে। কিন্তু তুমি সাংসারিক অসুবিধায় এমন ফেঁসে আছ, যে নিজেকেই জানতে পারছ না। শেষ, শেষ হয়ে যাচ্ছ। অশান্তির চাপে তুমি চাপা পড়ে যাচ্ছ। সম্পূর্ণটা দিতে পারছ না।'

'আপনি ঠিক বলছেন না দাদা। আমার মধ্যে তেমন প্রতিভা নেই। আমি দেখেছি, আমার করা চরিত্র যখন অন্যরা করে তখন কত ভালো হয়। আমি ঠিক ফোটাতে পারি না। আমি নাটক ভালোবাসি, আজীবন নাটকের সঙ্গেই থাকব দাদা। প্রয়োজনে ব্যাক স্টেজে কাজ করব। কিন্তু নাটক ছেড়ে যাব না।'

'নরেশ তুমি ভালো ছেলে। তুমি আমার কথা শোনো। তোমার উপকার হবে। তোমার সব স্বপ্নপূরণ হবে। তুমি সবিতাকে ডিভোর্স করো। কীভাবে করবে, সব আমি শিখিয়ে দেব। ওকে সরাতেই হবে তোমার জীবন থেকে। ওকে সরতেই হবে। কিছুদিন এভাবে থাকো, তারপর উকিল দিয়ে ডিভোর্স ফাইল করো।'

'না দাদা আমি ওকে ছাড়তে পারব না।'

'ওকে না ছাড়লে তুমি দীপাকে কীভাবে পাবে? আমি ঠিক করেই রেখেছি, দীপাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব। তুমি আমার কথা শোনো। সবিতাকে ছাড়ো। দীপাকে বিয়ে করো। তোমরাই হবে আমার ডান আর বাঁ হাত। আমি তোমাদের একটা জুটি হিসেবে দেখতে চাই।'

বিব্রত নরেশ বলল, 'না, দাদা, আমি যেমন নাটক ছাড়তে পারব না। তেমন সবিতাকেও ছাড়তে পারব না। আমি যেমন মঞ্চে সফল হইনি, হয়তো তেমন স্বামী হিসেবেও সফল হব না। এটা মেনে নিয়েই থাকব না। মঞ্চেও চেষ্টা করব, সংসারেও চেষ্টা করব। আমাকে এই আশীর্বাদ করুন দাদা। আর আপনি দীপাকে ছাড়বেন না, আপনাদেরও আমরা একটা জুটি হিসেবেই দেখি দাদা।'

দ্যুতিমান ঠোঁট চেপে বললেন, 'শোনো নরেশ আমি তোমাকে বলে দিলাম— তোমার কিস্যু হবে না। সব ভস্মে ঘি ঢালা হবে।'

ফোন ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন দ্যুতিমান। দু'দিনের ছেলে স্টেজে কথা জড়িয়ে যায়— আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। আমাকে বলল— দীপা আর আমি জুটি। কত জুটি গড়লাম কত জুটি ভাঙলাম ও জানে না। এটা দীপা জানে। তাই তো যা বলার আমি বলছি, যা করার আমিই করছি। নাহলে এমন কখনও কারও হয়, দীপার পাত্র চাই, অথচ দীপার কোনও কথা নাই। আসলে দীপা জানে— ওপরে ভগবান, নীচে দ্যুতিমান!

গৃহলক্ষ্মী অথবা গৃহশ্রমিক?

তেরোর পাতার পর

আবার সত্তরোর্ধ্ব স্বামী-স্ত্রীর জনপ্রিয় চ্যানেলটিতে ভারী মধুর স্মৃতিচারণ, পুরোনো রান্নাবান্না, খুনশুটি, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে গল্পগুজবের মুহূর্ত। সারাজীবন পাড়াপ্রতিবেশীদের নানা পরামর্শ দেওয়া, ঘরের কাজে সাহায্য করা, পুজোআচ্চায় হাত বাড়ানো মাসিমা কখনও ভাবেননি তাঁর এই কাজগুলোর কোনও অর্থমূল্যও কখনও হতে পারে। আজ তাঁর মিলিয়ন অনুগামীর সুবাদে যা উপার্জন করেন জীবনে কখনও ভাবেননি। "এই বয়সে এত পরিশ্রম করেন?" "কোনও পরিশ্রম মনে হয় না গো। কত্তা তো সারাজীবন বাইরে চাকরি করলেন। এর চেয়ে কত বেশি কাজ করেছি। তিনি অবশ্য মানেন সেটা, বলেন আমি না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ হত না।" অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর পেনশনের চেয়ে তিনগুণ আয় তাঁর এখন, গর্বিত মাসিমা জানান। "এটা ওই মৌখিক স্বীকৃতির চেয়ে বেশি আনন্দের, সত্যিই মানতে হবে। সবাই এখন সেলেব্রিটির চোখে দেখে গো, এই ঘরের কাজের জন্যই!"

তাহলে গৃহশ্রমের মূল্য শুধুই বাজারনির্ভর? অবচেতনে এই মান্যতা সমাজ আসলে দিচ্ছে যে কাজগুলি, ততটা সহজ বা সাধারণ নয়! নিছক ঘরোয়া কাজের ভিডিও দেখার আগ্রহ বা বর্ধিত দর্শককুল কি সেকথাই বলে না? মেয়েদের কি তাহলে ঘুরপথে নিজের কাজের শ্রমের মূল্য এভাবে আদায় করতে হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারকৃত একটি সমীক্ষার পরিসংখ্যান বলে পুরুষদের মধ্যে মাত্র উনত্রিশ শতাংশ যেখানে পারিশ্রমিক-বিহীন গৃহকর্মে সময় ব্যয় করে থাকেন, একই বয়সের মহিলাদের বিরানব্বই শতাংশ সেই ধরনের কাজে সময় ব্যয় করেন। মল্লিকাদি, কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন সেই কবে,

"আপনি বলুন মার্কস শ্রম কাকে বলে! / গৃহশ্রমে মজুরি হয় না বলে/মেয়েগুলি শুধু ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে?"

আবারও একটা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নারীর জন্য নির্ধারিত শ্রমের সংজ্ঞা না হয় নতুন করে নির্মাণের পক্ষে দাঁড়াই আমরা! যতক্ষণ এই গৃহশ্রম শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্ধারিত থাকবে তা এভাবেই তাচ্ছিল্যের ও অস্বীকৃত রয়ে যাবে। তাই বোধয় এই কাজগুলিরও এবার আবশ্যিকভাবে লিঙ্গনিরপেক্ষ হওয়া খুব প্রয়োজন। বহু উন্নত দেশেই রীতিমতো বিদ্যালয় স্তর থেকে পাঠক্রমভুক্ত করে শেখানো হয় রান্না বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ, স্কিল ডেভেলপমেন্টের অঙ্গ হিসেবেই। প্রয়োজনে হাতেকলমে থাকুক না এক-দুটি ঘরের কাজের অংশ পাঠক্রমভুক্ত হয়ে। ভাষাশিক্ষা যেমন বাধ্যতামূলক, হাতেকলমে নিজের কাজগুলি শেখা কেন নয়? নয়তো ঘরে ঘরে অধিকাংশ বাড়িতেই পুত্রসন্তানটি জানবে এসব কাজ মেয়েদের। মেয়েরা জানবে এগুলো তো শিখতেই হবে। আর সমাজ বানাবে গৃহলক্ষ্মী তকমার আড়ালে গৃহশ্রমকে ঢেকে রাখার রঙিন মোড়ক। লিঙ্গনির্বিশেষে বাধ্যতামূলকভাবে সব কাজ শিখতে হলে হয়তো একদিন ঘরের কাজ যেমন আলাদা করে মেয়েদের কাজ হবে না, সে কাজে ব্যস্ত মেয়েটিকেও সহকর্মী বলে মনে হবে।

সারাজীবন পাড়াপ্রতিবেশীদের নানা পরামর্শ দেওয়া, ঘরের কাজে সাহায্য করা, পুজোআচ্চায় হাত বাড়ানো মাসিমা কখনও ভাবেননি তাঁর এই কাজগুলোর কোনও অর্থমূল্যও কখনও হতে পারে।

নাবালিকার বিয়ে

তেরোর পাতার পর

করোনার পরে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে, বাল্যবিবাহ এবং মেয়েদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের পুরুষরা কাজ হারিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছে। অভিভাবকশূন্য প্রায় গ্রামগুলোতে হিংস্র হায়নারা থাবা বসিয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে জনন অঙ্গ পরিপুষ্ট হওয়ার আগেই মাতৃত্বের আগমন ঘটছে। এর ফলে কত মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছে, কেউ অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিচ্ছে। বিয়ের পরে কত মেয়ে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হচ্ছে। নয়তো নারী পাচারচক্রের নজরে পড়ে জীবন নদীর বাঁক বদল হয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এবং চা বাগানের কতশত মেয়ে এভাবে নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে।

কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়েদের এগিয়ে যেতে হয়। পদে পদে নানা বাধা। নদী, জঙ্গলে ভরা পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে হয়। শিক্ষিত মেয়েদের এদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হয়রানি হতে হচ্ছে। কাজে সেরে রাতে ঘরে ফিরতে কত অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী তারা।

সাধারণ ঘরের মেয়েদের এই গল্প প্রতিনিয়ত রচিত হচ্ছে।

মেয়েদের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে নানা প্রকল্প, আইন, প্রস্তাবনা আনা হয়েছে। সেগুলো কার্যকরী হয়েছে কি না, কতটুকু পাচ্ছে সেটাও দেখা দরকার। শুধু খাতায়-কলমে থাকলে চলবে না। নারী-পুরুষের সমতা অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে।

মেয়েদের জীবনচক্রের তিনটি ধাপ হল- শৈশব, বয়ঃসন্ধি এবং প্রজননকাল। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

এতদিন যে বিধাতাকে কৃপণ মনে হয়েছিল সেটা যে সত্য নয়, সেই বিশ্বাসটুকু পেতে কেবলমাত্র সরকারি সাহায্যই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

সামান্য মেয়েরাই অসামান্যা হতে পারে একপশলা বৃষ্টি পেলে।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার, মেয়েদের সার্বিক উন্নতির জন্যে ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান জরুরি। এই দুইয়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মেয়েদের পাশে দাঁড়াবে ছেলেরা, দুটিতে মিলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে বলবে,- 'কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়, তুমি আছ, আমি আছি।/পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,/মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।'

কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়েদের এগিয়ে যেতে হয়। পদে পদে নানা বাধা। নদী, জঙ্গলে ভরা পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে হয়।

এভাবেও ফিরে আসা যায়

তেরোর পাতার পর

ট্রেনিংয়ের সময় আরও পাঁচ হাজার, তারপরেই তিন মাস পর দশ হাজার ও এক বছর পর কুড়ি হাজার। সেবার এসব প্রলোভনে না পড়েও টিয়ার কন্যাশ্রীর সব টাকা জলে গেছিল কয়েক মাস বাদেই। তারপর রূপশ্রী প্রকল্পের টাকাও। মায়ের মাথায় টিয়ার বিয়ের ভূত চেপেছে তখন। মাসির বরের ফাঁদে পড়ে টিয়ার সে যাত্রায় বিয়ের তোড়জোড় হল আর কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সব গেল ভোগে। সেই মেসো নিল বরপক্ষের কাছ থেকে কাটমানি। আর বিয়ের সব যৌতুক কেড়ে নিয়েছে তারা। টিয়া ততক্ষণে বিউটিসিয়ান কোর্সে চুপিচুপি নাম লিখিয়েছে। সেখানে প্রথমে তিন হাজারে ঢুকলে প্রিলি কোর্স। তারপরে সার্টিফিকেট ছ'মাস পর। আবার চার হাজার দিলে ব্রাইডাল মেকআপ। আবার সার্টিফিকেট। তারপর আবার তিন হাজার দিলে ম্যাসাজ। আবার সার্টিফিকেট। কিন্তু প্রথম থেকে একবারও সার্টিফিকেট পায় না। এনরোলমেন্ট চলতেই থাকে। ঠকে গেল টিয়া। মায়ের কাছে চলে এসেছে অনেকদিন আগেই। পাকাপাকিভাবে।

এখন সন্ধ্যায় কেটারিংয়ের কাজ করে। হাতখরচ প্রাপ্তিতে মন কানায় কানায়। ইভেন্টের কাজের খোঁজ পেলেই বিরিয়ানির বাক্স মায়ের হাতে তুলে দেয়। লক্ষ্মীর ভাঁড় উপচানোর চেষ্টায় ছুটে বেড়ায়। বন্ধুর ফাঁদে পড়ে এক রবিবার মেট্রো ধরে, অটোর ভাড়া গুনে টিয়ারা পৌঁছায় এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

বিশাল লাইন। মাথাপিছু একজন অভিভাবক। মায়েদের টুপি পরানো সহজ। বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে তারা। একসময় ডাক পড়ে টিয়ার। পেলেও পেতে পার অমূল্য রতন! তবে ফোকটে ব্রেনওয়াশটা হয়েও হল না। বনলতা শুনেই বললেন, শেষে তুইও পিরামিড স্কিমের ফাঁদে পড়লি?

না। গাঁটের কড়ি খরচা করে সেই ফাঁদের জাল থেকে মুক্ত করে ফিরে এসেছিল টিয়া সে যাত্রায়। আট হাজারের বিনিময়ে আটহাজারি চাকরি। পিরামিড ব্যবসায়ের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়নি সে।

বনলতা তারিফ করেন টিয়ার বুদ্ধির। এমন কত গল্প বনলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। টিয়ার বাপও ঠগ-জোচ্চোর। পরপর দুই মেয়ের জন্ম দেবার দোষে অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে ভেগে পড়েছিল লোকটা।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাক লাগিয়েছে বনলতার দেখা জীবনের সবচাইতে স্মার্ট সহকারী। সেটাই হাইট! তাঁর বাড়িতে নাগাড়ে কাজ করছে রত্না। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ করলেন, কাজে অমনোযোগ, ভুলভ্রান্তি। ডাকলে সাড়া পান না। ছাদ থেকে তরতর করে নেমে এসে বলে স্যরি।

শিক্ষিত রত্নার বেশ চোখা চোখা ব্যক্তিত্ব। ঝকঝকে চেহারা স্মার্টফোনের যুগে। হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাসে ইনস্টাগ্রামের লিংক দেখে চমকে উঠলেন বনলতা। জিজ্ঞাসা করতেই রত্নাও হাতে চাঁদ পায়। নিজের মুখেই স্বীকারোক্তি তার... ধরাবাঁধা আর থাকবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিব্যি রোজগার চলছে। কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে রত্নার এ যেন মেটামরফোসিস। বনলতা রীতিমতোই আপ্লুত হলেন। এ তো দারুণ কথা রে! যা পাখি, উড়তে দিলাম তোকে...রত্না সেখানে মনের আনন্দে, মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে কখনও সাজগোজ, কখনও চুল বাঁধছে। কখনও রান্না করছে... না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,/ওরে উথলি উঠেছে বারি,/ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ/রুধিয়া রাখিতে নারি।'

নিজের চোখে সেদিন বনলতার এক সত্যিকারের নারী দিবস পালন হল।

শাপলা

মনোনীতা চক্রবর্তী

আরও একটা জন্মদিনের দিকে এগোচ্ছে স্বচ্ছতোয়া। আরও একটা ঝমঝম উদযাপন। যদিও শ্রাবণ নয়, চৈত্রের চড়কমেলার মতো একটা ভিড়ের হইহই আছে। রোদ্দুর আছে। ঝলমল ত্বক, হাসি সব আছে। আর যা আছে, তা হল পিঠে বড়শি বেঁধানো ব্যথার মতো একটা টনটন করা অপেক্ষা।

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে আজ তার। ওয়ার্ডরোবের দিকে সন্ধানী চোখ। কিছুতেই স্বস্তি নেই। নীলপাখি আঁকা ব্রহ্মপুত্রের পাঠানো শাড়িটা, নাকি পুজোয় কেনা সমুদ্ররঙের সালোয়ার! খুব কনফিউজড! কিছুতেই যেন প্রপার মেন্টাল মেকআপ হচ্ছিল না! এদিকে স্কুল; ছুটি নেওয়ার কোনও উপায়ই নেই!

একবার "শাপলা"-য় গিয়ে ক্যানভাসটা ঠিকঠাক দেখে নিচ্ছে, আবার ভালো করে ঢেকে দিচ্ছে। অদ্ভুত একটা শিশু যেন ওর সমগ্রজুড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে! 'শাপলা' ওর ছবিঘর। ওর নিজের এক দুনিয়া। ওর সমস্ত সলিলোকি সেখানে জমা থাকে। থাকে শ্বাসের চলাচল। রঙের সানাই আনমনে ফুসফুসকে উজাড় করে হাওয়া নিংড়ে দেয় সেখানে, আর স্বচ্ছতোয়া অবিকল নাচ হয়ে ওঠে! সরস্বতীরঙের শাড়িতে ও সাক্ষাৎ 'দেবী' হয়ে ওঠে! ওখানে ডায়েরি ডানা পায় কেবল! ভাঁজ-ভাঁজ চুল যখন ওর নরম মুখটাকে আরও নরম করে তোলে, তখন ওর খুব মনে পড়ে প্রথম সূর্যের কথা। মায়ের কথা। বারবার মনে পড়ে সেসব। নীচে মামমাম বারবার খেতে ডাকছে। কোনওরকমে নাকেমুখে দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বচ্ছতোয়া।

সমুদ্রনীলে স্বচ্ছতোয়া আজ সত্যিই ভারী উজ্জ্বল! অপেক্ষার ত্বকে শীতলাগার আগেই যে তাকে যেতে হবে স্টেশনে!

কথায়-কথায় ভুলেই যায় ডায়েরির কথা। তখনকারটা তখনই ডায়েরিতে লিখে রাখা স্বচ্ছতোয়ার বরাবরের অভ্যেস। রাত যখন কালোর গায়ে আরও কালি ঢালছে; ঠিক তখন, সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছুক্ষণ পরপরই ম্যাম ডায়েরি খুলে লিখে রাখেন যাবতীয় স্নানগান, রূপকথা, ফ্যান্টাসি আর হিলহিলে সাপের মতো বাস্তব, শৃঙ্গারের শ্লোক, ঘিনঘিনে পোকা কিলবিল করা ডাস্টবিন থেকে অপ্রকৃতিস্থ চিহ্নহীন মানুষের হামলে পড়ে খাবার খোঁজ; চোখ ঝুঁকে যাওয়া দৃশ্য...সব-সব-সব!

ওই ডায়েরিতেই লুকোনো ছিল লাবণ্যর অস্ফুট সদ্য কৈশোর। ছিল বিছানাবদলের সূক্ষ্ম-সুবিধাবাদ। কোথাও কারও কোনও আপত্তি নেই। শুধু পলক না-পড়া লাবণ্যর যুবতি চোখের বিস্ময়! চামড়ার যুদ্ধে আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে বাঁচাতে চায় তাদের জন্মঅহংকার!

সাবালক হয় ডায়েরির পাতা। স্বচ্ছতোয়া বয়ে চলে খেয়ালে। এমনই ও। হঠাৎ নজর কাড়ে স্রোতস্বিনীদির ফ্যাকাশে মুখ। আসলে, টিফিন-ব্রেকে ওরা ইউটিউবে একটা মুভি দেখছিল। সেখানে একা থাকা বাবার একটা সিন আসতেই কেমন একটা চুপ হয়ে গেল স্রোতস্বিনীদি!

এবারে দেবীদি। তখন থার্ড ইয়ার। কলেজ যায়নি। বাড়ির চারপাশে ঘিরে আছে প্রচুর গাছ। মাঝে উঠোন। পাশেই কুয়োপাড়। উত্তরের জানলা। তাকালেই দেবীদি নস্টালজিক হয়ে পড়ে। সহজপাঠ। অপলকে দেখত পাশের প্রাইমারি স্কুল। জানলা তো নয়, যেন মিনিদরজা! শুনসান বাড়ি। একা দেবীদি। জানলা থেকে ভেসে আসে সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের বাক্যরচনার লাইন। শব্দটা ছিল 'মহাজন'। আর উচ্চারিত বাক্যটি হল - "মহাজন চড়া সুদে টাকা ধার দেন।'' এরপর থেকে আর কখনও সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের আওয়াজ কেউ কখনও শোনেনি। সবে কুয়োয় বালতি নামছে, পরপর বিকট আওয়াজ! সর্বস্ব দিয়ে একদৌড়ে দেবীদি ছুটে যায় জানলার দিকে। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছিল দুজন লোককে। এই যে পরিণতি, ভাবতেই পারেনি! থরথর করে কাঁপছিল দু'পা! ওর মধ্যেই কে যেন এসে বালিশ চাইতেই, আগুপিছু না ভেবে দেবীদি বের করে দেয় বালিশ। ঘিলু বেরোনো সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের জবজবে রক্তেভেজা মাথা! ঠ্যালাগাড়িতে সোহাগ মাস্টারমশাই আর তাঁর নীরবপাঠ! চোখের সামনে রাজনৈতিক উত্তালের শিকার হতে দেখল নিজের ছোটবেলার প্রিয় শিক্ষককে! ভয়ংকর এই ঘটনার আকস্মিকতা না নিতে পেরে মাস্টারমশাইয়ের বড় মেয়ে চিরকালের মতো বাকশক্তি হারায়। তার ঠিক এক মাস পরেই ছোট মেয়েও পরপারে! অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! সোহাগ মাস্টারমশাইকে প্রথম গুলি ছুঁতে পারেনি, বিপদের সংকেত পেয়ে মুরগিরা যেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে, ঠিক সেভাবেই ক্লাস টু ত্রাহি চিৎকার করে সমস্বরে! সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের আগেই গুলিতে জখম ক্লাস টু-এর রোশনি! রোশনি নিভে গেল। এমন রসিকতা ঈশ্বর করেন কেন!

এই জেনারেশনের হয়েও স্বচ্ছতোয়া আজও কোনও সোশ্যাল সাইটে নিজেকে রাখেনি। শুধু ছবি-পড়া-লেখা আর দ্যাখাটুকু নিয়েই ওর আস্তজীবন। শুধুমাত্র এসএমএস বা ফোন। এই দিয়েই স্বচ্ছতোয়া দূরকে দূরে রাখে, নিজেকেও..

আজ, ব্রহ্মপুত্র আসবে। স্বচ্ছতোয়ার জন্মদিনে স্বচ্ছতোয়ার সেরা উপহার নিয়ে!

কথায়-কথায় স্রোতস্বিনীদিকে জিজ্ঞেস করল-

---আচ্ছা, আমার বন্ধু আসবে । প্রথম দেখা হবে। এই আউটফিটটা চলবে গো?

---- প্রথম?

---- কিছু না গো...

ওদের দুজনের কথায় ফোড়ন কেটে রিয়া বলে...

----একজনের সঙ্গে রং নাম্বারে ওর রাইট কানেকশন হয়ে যায়। সেই বন্ধুবর আজ আসছেন। আর মাননীয়া যাবেন তাঁকে রিসিভ করতে, বুঝলে?

কথা শেষ হতে-না-হতেই ব্রহ্মপুত্রের ফোন। এর মধ্যেই স্রোতস্বিনী ওই শাড়িটার কথা কখনও শুনেছিল ওরই মুখে। এবারে দুইয়ে দুইয়ে মেলাতে অসুবিধে হল না।

বলল,

--- শোন-না, তুই একটু আগে বলছিলি যে কী পরবি, আমার মনে হয়, তুই ওর দেওয়া সেই নীলপাখিটার শাড়িটাই পরিস। তোর বন্ধুর একেবারে দিলখুশ হয়ে যাবে!

এরমধ্যেই রিয়া খুব খুশি-খুশি বলে ওঠে—

---- আচ্ছা স্বচ্ছতোয়া, কী করে তোরা একে-অপরকে চিনবি? চিনতে পারবি তো?

স্বচ্ছতোয়া বলে, আমি দেখতে চাই যে, সত্যিই সবকিছুর সাহায্য ছাড়াই আমরা একে-অপরকে চিনে নিতে পারি কি না। শুধু একটাই ক্লু, আমি নীল পরব। আর ব্রহ্মপুত্র খুঁজে নেবে আমায়। ব্যাস...

চিলতে হাসিতে বাঁকা ভ্রূ যেন কৌশল খুলে রেখে আইভরি-ভরসা বিছিয়ে দিয়েছে স্বচ্ছতোয়ার কপালে।

সাগরিকাদির সদ্য শেখা সেলফির বাড়িয়ে দেওয়া হাত; লেন্স জানে কাঁপা হাতেদের কথা...

মিড-ডে মিলের চারুলতাদির দিকে আগের মতো আর তাকাতে পারে না স্বচ্ছতোয়া। কিশোরদা চলে যাবার পর সব যেন কেমন! দেখলে মনে হত, এই-ই তো প্রেম! সব সম্পর্কের কি শিরোনাম দিতেই হয়! ভাসুক না চারুলতাদির যত্ন কাগজের নৌকোয়, যে জলে একদিন সে হারিয়েছিল তার শিশুকন্যা, সে জলে! কিশোরদা নেই প্রায় বছর তিন। চারুলতাদি সিঁদুর পরে। উজ্জ্বল লাল। ওঁর স্বামী ফিরে এসেছেন। আজও কিশোরদার পরিবার আগলে চারুলতা। বিশ্বাসের রং লাল, কমলা না নীল জানা নেই। তবে,

ছবি : এআই

ছোটগল্প

এই জেনারেশনের হয়েও স্বচ্ছতোয়া আজও কোনও সোশ্যাল সাইটে নিজেকে রাখেনি। শুধু ছবি-পড়া-লেখা আর দ্যাখাটুকু নিয়েই ওর আস্তজীবন। শুধুমাত্র এসএমএস বা ফোন। এই দিয়েই স্বচ্ছতোয়া দূরকে দূরে রাখে, নিজেকেও.. আজ, ব্রহ্মপুত্র আসবে। জন্মদিনে স্বচ্ছতোয়ার সেরা উপহার নিয়ে!

শপথের রং প্রেমের রং সমর্পণের রং লাল; সন্ন্যাসিনী আর জলদস্যুর আদরের পর নদী যে লালে ভেসে যায়, তেমনই ...

সবক'টা অক্ষর পা দুলিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে। কেউ কেউ প্ল্যানচেটে, কেউ কেউ দীর্ঘ ইনসমনিয়ার পর উচ্ছন্ন শরীরে, অলৌকিক নদীর ডুবজলে; ওয়াক্সড পায়ে ব্র্যান্ডেড হাইহিলে...

সব তোলা আছে। আজও কেন ওর ক্যামেরা শুধু লাশেদের ছবি ছাড়া আর কারও ছবি তোলে না, সেসব আছে।

বাবিনকে ফোন করে স্বচ্ছতোয়া। হাতে আর ঘণ্টা দুয়েক সময়মাত্র। খুব ঘামছে। অবশেষে বাড়ি। বাবিন একগাদা ফুল আর বেলুনে সাজিয়েছে বাড়ি। মেয়ে তো দেখেই খুশিতে পাগল!

এরপর, লাঞ্চ টেবিল দেখে মেয়ের চক্ষু চড়কগাছ! কী নেই! পঞ্চব্যঞ্জন ছাড়িয়ে ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম ব্লা-ব্লা-ব্লা!

মেয়ের পক্ষ নিয়ে বাবা মেয়ের খাবারের দারুণ এডিটিং করেন!

বাঁকা সুরে বাগেশ্রী বলে ওঠে—

------ সবেতেই জোট না বাঁধলে দেখছি বাবুর শান্তি নেই!

বেশ হেসে-হেসে অন্ত্যমিল বলেন—

-----জোট তো আছেই। অস্বীকার করে কী লাভ। তবে আমরা অপোজিশনকে বেশ সম্মান-টম্মান দিই বুঝলে, গিন্নি!

ততক্ষণে স্বচ্ছতোয়া ফোনে জেনে নেয় ব্রহ্মপুত্র ঠিক কোন জায়গায় এখন। স্টেশনে ঢুকতে আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তো হবেই। ততক্ষণে আবার ডায়েরিতে মন দেয়। ওর বেগুনি কালি লিখে চলেছে পাশের বাড়ির বিন্দিয়ার হাসি-কান্নার যুগলবন্দি...এক্কাদোক্কা, ইচিং-বিচিং , স্কুল ব্যাগ, বার্বিডলের পিংক পেন্সিলবক্স... হ্যানা-মন-টায়নার মনোযোগ সব... সব!

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই টনক নড়ে ম্যামের। এখনও কত কী বাকি! রাসুদিই ওকে পরিয়ে দেবে ওই নীল অ্যাপ্লিক করা পাখির শাড়িটা। ডানা দুটোয় কী চমৎকার মধুবনী কারুকাজ! কতবার যে ও শাড়িটাকে বুকে নিয়ে জড়িয়ে চুমু খেল! ভালোবাসার একটা আলাদা গন্ধ থাকে। রাসুদি, পলিদি সবাই এসে গেছে। জলিদি হেয়ারসেট করবে। চোখটা নিজেই সাজাবে স্বচ্ছতোয়া। শুধু স্রোতস্বিনীদির দেওয়া নীল বড় টিপ।

আরতিদি, অর্চনাদি, জলিদি, মিলি আর নূপুরও এসেছে। এপাড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে এক অসম্ভব সুন্দর সম্পর্ক! ছবিঘরটাও পাল্লা দিয়ে সেজে ওঠে। নূপুর এলেই 'শাপলা'-র প্রিয় রঙমহলে একবার ঢুকবেই! ভেসে আসছেন নির্মলা মিশ্র... ‘‘কে জানে কোথায় কবে কোন ভূমিকায়... জীবনের সাজঘর কাকে কে সাজায়...”

হঠাৎ ওর চোখ যায় ডায়েরিটার দিকে। খোলা পাতা। খুব পরিচিত কয়েকটি বাক্য নজরে আসে। ওর চেনাও একজন যেন শুয়ে আছে রিকেট রোগীর মতো, পেটটা ফুলে ঢোল; পাশের বাড়ির উঠোনে সুপুরি কুড়োতে কুড়োতে যেদিন জেসমিন খালেদচাচার ছোড়া বোমে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, সেদিনের কিশোরী জেসমিনের মতোই অক্ষরগুলো ছিন্নভিন্ন ছিল...চুপ না থাকাই ছিল তার অপরাধ। যদিও রাজরং ঢেলে সাজানো হয়েছিল। নকশাল মুভমেন্টের কথা বাবার কাছে অনেকবার শুনেছে নূপুর। প্রতিবারই অন্য এক মশাল দেখেছে বাবার চোখে! এসব অক্ষর এখানে কেন! কেন স্বচ্ছতোয়া এমন সব অনাহারী বর্ণমালাকে জড়িয়ে রেখেছে! পরের পাতায় একটাই শাপলা, মহারানির মতো হাত-পা ছড়িয়ে... কিছু ব্লিডিং-হার্ট, গোলাপ-পাপড়ি কাগজের ভাঁজে-ভাঁজে...

সমস্ত নীরবতা ঝনঝন করে ভেঙে দিল বাগেশ্রী।

নীলপাখি জড়ানো শাড়িতে স্বচ্ছতোয়াকে অসামান্য লাগছে! পালসটা কিন্তু বেশ হাই মনে হচ্ছে ওর! বেরিয়ে পড়ে স্বচ্ছতোয়া। কত কী-ই যে ভাবছে 'কী জানি কী হয়'!

আনমনেই হেসে ফেলে! গাড়ি থামে আলুয়াবাড়ি স্টেশনে। নিজেকে যেন অবিরত কম্পোজ করতে থাকে স্বচ্ছতোয়া! সারা প্ল্যাটফর্মজুড়ে অসংখ্য নীলপাখি ওর পাড়-কুচি-ইয়ক-আঁচল থেকে উড়তে থাকে; স্টেশন চত্বর ঘিরে ফেলে নীলপাখির ঝাঁক! দার্জিলিং মেল রাজগতিতে এগিয়ে যায় এনজেপি-র দিকে। কোনওরকমে প্ল্যাটফর্মের একটা পিলারে হেলান দিয়ে ওই সাড়ে চার ফুটের পোলিও আক্রান্ত মেয়েটি অপেক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। বড়জোর জনা দশ-বারো প্যাসেঞ্জার নেমেছিল। কারও চোখে কি ওই এক ঝাঁক নীলপাখি চোখে পড়ল না একটিবারও? নাকি, ওই পাখিগুলোই ব্রহ্মপুত্রকে এই পোলিও আক্রান্ত অসাড় পায়ের বিকলাঙ্গ মেয়েটির থেকে বাঁচিয়ে দিল?

ব্যাগ থেকে ওয়ান-স্টেপ-ওয়ান গালে লাগিয়ে, চোখে নীল কাজল বুলিয়ে নিল স্বচ্ছতোয়া। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি... নিজেকেই নিজেকে এসএমএস করে। ড্রাফটে জমা হয় সেসব।

ড্রাইভার দাদা বললে—

---- দিদিমণি, এই ট্রেনেই কি আসার কথা ছিল দাদাবাবুর?

নিজেকে সামলে হাসিমুখে বলল---

----- না গো, রাজীবদা, আমারই ভুল। এই ট্রেনে নয়, অন্য ট্রেনে আসছিল কিন্তু হঠাৎ অফিস থেকে জরুরি তলব। অগত্যা, মালদা স্টেশন থেকে দাদাবাবুকে ফিরে যেতে হচ্ছে! মস্ত পদে কাজ করেন তো! ইসস! আমারই ভুল, একে তো ভুল ট্রেন শুনেছি, তার ওপর কত আগেই চলে এসেছি! এই দ্যাখো না, কতবার আমাকে ফোন-মেসেজ করেছে! ফোনটা সাইলেন্ট মোডে কীভাবে যে হয়ে গিয়েছিল!

রাজীবদার গলার ভেতরটা শুকিয়ে যায়। একটি কথাও বেরোয় না। শুধু চোখ লেগে থাকে মাটির দিকে। এরপর, অনেকগুলো ট্রেন এল-গেল... ফোনের চার্জও শেষ... পার্পল লিপিস্টিকটা ঠোঁটে বুলিয়ে রাজীবদাকে বলল---

---- আমার হাতটা একটু ধরো না গো! পা-টা কী ভারী হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি চলো রাজীবদা; মামমাম-বাবিন খুব চিন্তা করছে! দ্যাখো, ডায়েরিটা আনতেও ভুলে গেছি! এতক্ষণ আমার আরও কমপক্ষে ছ'শো থেকে সাতশো শব্দ লেখা হয়ে যেত। আমার উপন্যাসের শেষের আটচল্লিশ পাতা থেকে ইউটার্ন-এ এসে আরও-একটিবার স্বচ্ছতোয়ার সঙ্গে মহাশূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে সকলে মিলে বলত, 'হেমলক কণ্ঠে থাক, অশ্রুতে নয়...'

কে যেন ডায়েরির পাতায় খুব দ্রুত লিখেই চলেছে --- "একটিবারও নিজের কিনে দেওয়া নীলপাখির শাড়ি, নীলটিপ দেখেও আমায় চেনেনি, এও কি সম্ভব!"

ক্যালিগ্রাফি ফুঁড়ে অক্ষর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তাক্ত ভ্রূণ। দূষিত রক্তের গন্ধে তীব্র গুলিয়ে যাচ্ছে গা! মাস্টারমশাই, যিনি কিনা জেঠুর বন্ধু, তিনি ভালোবেসে বছর চোদ্দোর মেয়েটিকে এই উপহার দিয়েছেন! গর্ভহত্যা করাতে গিয়ে মেয়েটি সারাজীবনের মতো বাকশক্তি হারিয়েছে। কাউকে সেভাবে চিনতেও পারে না আর। আর স্কুলে যায় না সে।

এখনও তেমন কেউ আসেনি বাড়িতে। ঢুকতে-ঢুকতেই বাগেশ্রী বলে------- ব্রহ্মপুত্র কোথায়?

স্বচ্ছতোয়া চুপ। রঙিন বেলুনের সুতো ঝুলছে শুধু।

মামমামের চোখে চোখ রাখতে পারছে না স্বচ্ছতোয়া। শাওয়ারে ভিজছে এভাবেই সাতাশটা জন্মদিন...

রাক্ষসের মতো যা পেয়েছে, সব খেয়েছে স্বচ্ছতোয়া! রাজীবদা একটা দানাও খায়নি।

কার্ভস্ক্রিন 'ল্যাবরেটরি'-র স্বপ্নমদির নেশায় মাখা। সোসাইটির বিবর্তন। কত ধাপ! কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না ওরা। বাবিন শোয়ার পর স্বচ্ছতোয়া মায়ের পেটের ভিতর গুটিশুটি হয়ে শুয়ে, নেভা আলোয় মায়ের দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ আর ওর হাত দিয়ে মায়ের চোখ মোছাতে থাকে...

রাত দুটো প্রায়। এখনও তিনশো শব্দের জন্য সাড়ে তিনশো গুণ সাড়ে তিনহাত মাটি খুঁজতে হবে। পৌনে চারশো কোটি জন্মান্তরকে পিরের দরগায় লাল-কালো সুতোতে বেঁধে আসতে হবে। লালনসাঁই, শাহ আবদুল করিম সাহেবের পাণ্ডুলিপি খুঁজে আনবে একঝাঁক নীলপাখি। গলা ছেড়ে গাইবে ক্যালিগ্রাফি...

ছবিঘর জুড়ে শাপলাবন! অসংখ্য পাপড়ির সমবেত ঘুমমুদ্রা, সঙ্গে মা-মেয়ের দুটো ঘুমন্ত মুখ; ক্রমশ হয়ে উঠছে গোলাপিনক্ষত্র, আর তা থেকে কী নিবিড়ে উপচে পড়ছে প্রিয়তম উচ্চারণ...

---''যে দুঃখ পায়নি, সে বড়ো দুখি...''

এডুকেশন ক্যাম্পাস

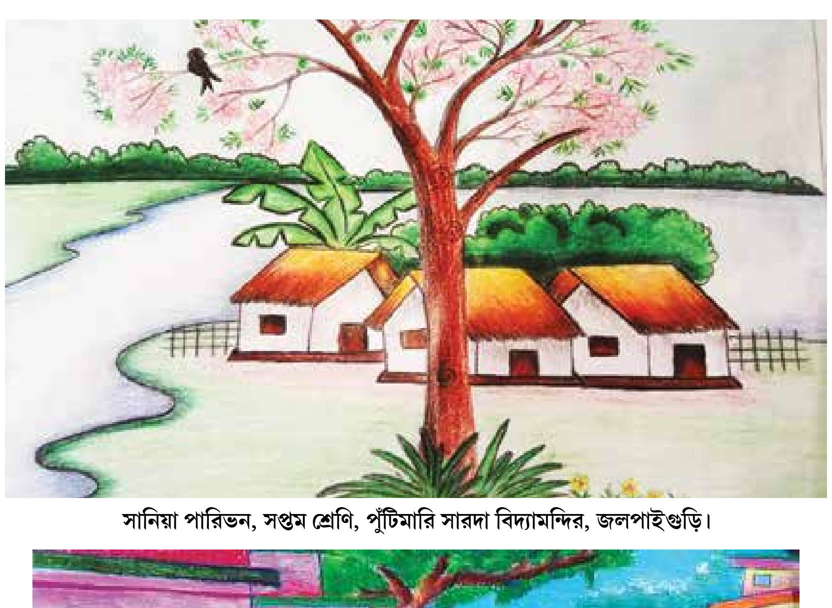

সানিয়া পারিভন, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

বিবেক ভৌমিক, নবম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

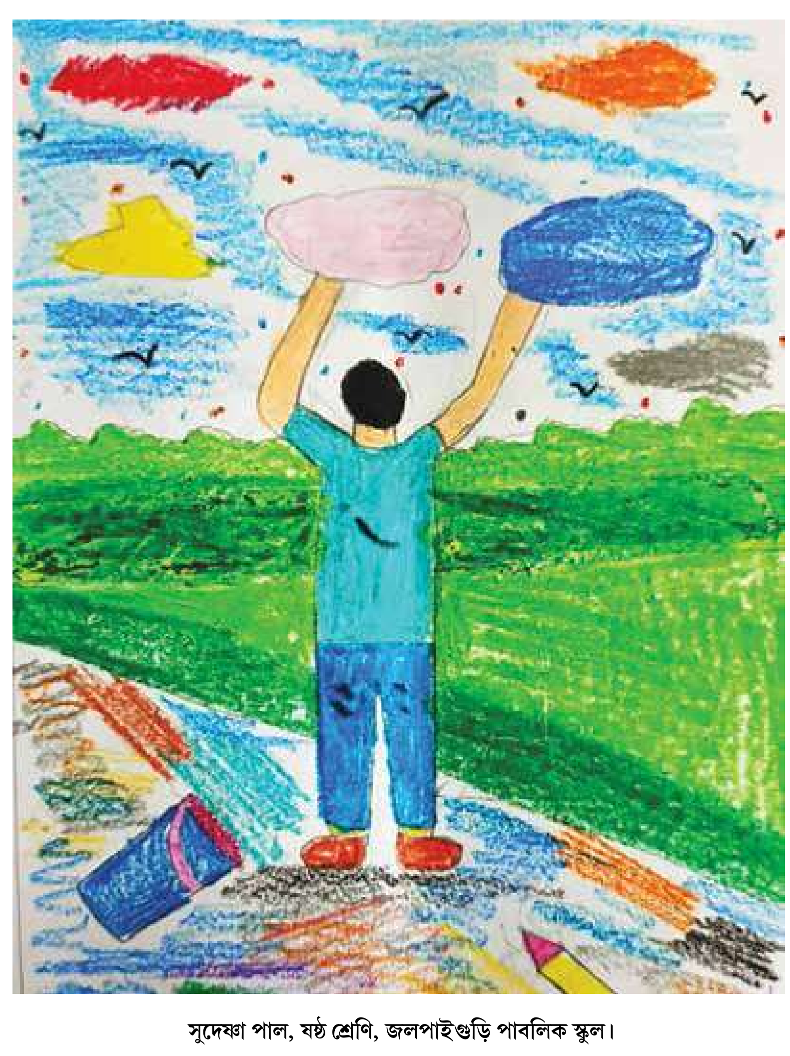

সুদেষ্ণা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদেবতার কথা

পূর্বা সেনগুপ্ত

তখন বৈষ্ণবদের ভক্তির রসে আপ্লুত, তন্ত্রের আচারে সিদ্ধ শক্তিপীঠ এই বঙ্গভূমি। এরই মধ্যে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রামণি দেবী।

এ এক অদ্ভুত পরিবারের বিচিত্র ইতিহাস। স্বর্গস্থিত দেবতা আর মাটির মানুষ- একই সঙ্গে যে পরিবারের মধ্যে জীবন্ত হয়ে বিরাজ করে সে পরিবারের সদস্যরা হয় দেবসত্ত্বায় পরিপূর্ণ। অলীক জগতের ভাষায় মাখানো চমকপ্রদ এক অধ্যায় আমরা আজ তুলে ধরব।

হুগলি, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তরেখায় অবস্থিত শস্যশ্যামলা বৈষ্ণবভাব প্রধান কামারপুকুর গ্রামটি। হুগলি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে- যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা পরস্পর মিলিত হয়েছে, সেই স্থানের কিছু দূরেই তিনটি গ্রাম- শ্রীপুর, কামারপুকুর আর মুকুন্দপুর। ত্রিকোণমণ্ডলীকৃত এই গ্রাম তিনটি পরস্পর এত সন্নিবদ্ধ অবস্থায় বিরাজিত ছিল যে বিদেশিদের কাছে এই তিনটি গ্রাম একত্রে 'কামারপুকুর' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় জমিদার কামারপুকুরে বাস করতেন বলে এই গ্রামটি আরও দুটি গ্রামের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।

তবে আমাদের আলোচনার সূচনা কিন্তু কামারপুকুর নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদিবাড়ি ছিল দেরে বা দ্বরিয়াপুর গ্রামে। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। এক সকালে দেরে গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেরে গ্রামে এই পরিবারের আদি গৃহ তখন সবেমাত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে এসেছে। নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে, সেই মন্দিরের সোজাসুজি প্রাচীন আটচালা ধাঁচের একটি মন্দির। সেখানে এক শালগ্রাম পূজিত হচ্ছেন। যে শালগ্রামের কথা আমরা পরে আলোচনা করব। আগে এই দেরে গ্রাম থেকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কামারপুকুরে চলে যাওয়ার মূল ঘটনাটি জানতে হবে।

সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে- এই তিনটি সমৃদ্ধ গ্রাম পাশাপাশি। এর মধ্যে সাতবেড়ে গ্রামে এই তিন গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় বাস করতেন। তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক, বাংলার অভিশাপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হয়েছে। শুরু হয়েছে জমিদারদের শোষণ। গ্রামবাংলার জনজীবন জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন। জমিদার সহৃদয় হলে গ্রামবাসী স্বচ্ছন্দে বাস করেন, আর অত্যাচারী জমিদারদের অস্তিত্ব জন্ম দেয় নানা করুণ কাহিনীর।

এমনই এক অত্যাচারী জমিদার ছিলেন রামানন্দ রায় বা রামকান্ত রায়। সাতবেড়িয়া গ্রামে বাস ছিল তাঁর। রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষ রামকিরণ রায় সাতবেড়িয়ায় বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তার সঙ্গে মন্দির। সেই মন্দিরে শালগ্রাম রঘুবীরজিউ, মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপ, পাশে অতিথিশালা, গঙ্গাধর নামে শিবের আরও একটি পৃথক মন্দির। সে বিরাট আয়োজন। এর সঙ্গে বিরাট অট্টালিকার অন্দরমহল সাতটি পাঁচিলের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। এই সাতটি দ্বার বা বেষ্টনীর জন্য স্থানটির নাম হয়েছিল সাতবেড়িয়া।

এই রায় পরিবারের কোনও সদস্যের অনুরোধে, হয়তো রামকিরণ রায়ের সময়ই সুলতানপুর থেকে বলরাম চট্টোপাধ্যায় এই সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের পুরোহিত হয়ে এই অঞ্চলে আসেন। দেরে গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এই বলরাম চট্টোপাধ্যায় হলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ।

অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি এই অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আগমনই হয়েছিল রঘুবীর নামে এক শালগ্রামকে পূজা-সেবার অধিকার নিয়ে।

বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচনের একমাত্র পুত্র মানিকরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রায় পরিবারের পূজা অর্চনায় দিনযাপন করতেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবার রামভক্ত বৈষ্ণব। তাঁদের পরিবারের পুরুষদের নামকরণের মধ্যে রাম শব্দটির ব্যবহার তারই প্রমাণ দেয়।

আমরা দেরে গ্রামে যে মন্দিরের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম সেটি ছিল বলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই বংশের গৃহদেবতা 'রঘুবীর'-এর মন্দির। এ পর্যন্ত আমরা দুটি প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক রঘুবীর শিলার কথা জানলাম। এরপরের অধ্যায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জন্য খুবই যন্ত্রণাপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই যন্ত্রণা যেন বজ্রের মতো নেমে এসেছিল এক পরম আনন্দকে লাভ করার দৈব পরিকল্পনা রূপে।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো ছিল। তা তিক্ত আকার ধারণ করল রামানন্দ রায়ের সময়। ধন আছে রামানন্দের, কিন্তু অত্যাচারী তিনি। গ্রামবাসীর জমি গ্রাস করতে তাঁর মতো পটু দ্বিতীয়জন নেই। এই জমি নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ মিত্রের কাছ থেকে দেরের পাশে খেজুরবাঁদি, কোকন্দ ইত্যাদি গ্রামের লাটটি কিনে নেন।

এই নিয়ে দুর্গাচরণের সঙ্গে রামানন্দের মামলা শুরু। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী, তাই সাক্ষীকেও শক্তিশালী হতে হবে। এই সাক্ষী সংগ্রহের জন্য রামানন্দর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পুরোহিত বংশস্থ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। এই ব্রাহ্মণের বিশেষ গুণ তাঁর সত্যবাদিতা। মিথ্যা তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার পায় না। তাঁর কথা কেউ মিথ্যা বলে নাকচ করে দেবে না। তাই রামানন্দ তাঁকেই সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সত্যবাদী ক্ষুদিরাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন না।

রঘুবীর। (ডানদিকে) মা শীতলার ঘট। দ্বিতীয় ছবিটি তুলেছেন বর্তমান পুরোহিত তারক ঘোষাল

মামলায় পরাজিত হতে হল রামানন্দকে। তিনি দুর্গাচরণের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বাধ্য হলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল ক্ষুদিরামের ওপর। অত্যাচারী জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্য নিলেন। ওই সময় পরপর দু'বছর খরা ও অতিবৃষ্টির জন্য ঠিকমতো ফসল হল না। ফলে ক্ষুদিরাম সেবার রামানন্দের তালুকদারকে ঠিকমতো ফসল জমা দিতে পারলেন না। ফসল না দেওয়ার অভিযোগে সমস্ত জমি কেড়ে নিলেন রামানন্দ, বাকি থাকল শুধু বাস্তু জমিটুকু।

চট্টোপাধ্যায় পরিবার যখন চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি, তখন রামানন্দ দশ হাজার টাকার মিথ্যা মামলা রুজু করলেন। ফলে বাস্তুভিটাটিও অধিকার করে নিলেন রামানন্দ। শুধু তাই নয়, রায় পরিবার গহদেবতার

পর্ব - ৩৭

সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে- এই তিনটি সমৃদ্ধ গ্রাম পাশাপাশি। এর মধ্যে সাতবেড়ে গ্রামে এই তিন গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় বাস করতেন। তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক, বাংলার অভিশাপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হয়েছে। শুরু হয়েছে জমিদারদের শোষণ। গ্রামবাংলার জনজীবন জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন।

পুরোহিত বংশকে যে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন, সেই সম্পত্তিও কেড়ে নিলেন। কিংবদন্তি হল, রামানন্দ তাঁর লেঠেল শিবু চাঁড়ালকে আদেশ দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামকে বেঁধে আনতে। লেঠেল বাঁধতে গিয়ে দেখতে পান তাঁর সম্মুখে স্বয়ং জটাজুটধারী শিব দণ্ডায়মান। শিবু তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাতের অন্ধকারে ক্ষুদিরামকে দেরে গ্রাম ত্যাগ করতে সাহায্য করেন।

গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম রাতের অন্ধকারে উপস্থিত হলেন কামারপুকুরে। দেরে গ্রাম থেকে গাড়িতে আধ ঘণ্টা দূরে কামারপুকুর। একেবারে পাশের গ্রামই বলা যেতে পারে। কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী ক্ষুদিরামের বন্ধু ছিলেন। এই সজ্জন ও বন্ধুবৎসল সুখলাল বন্ধুর বিপদের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর উদ্যোগে কামারপুকুর হল চট্টোপাধ্যায়ের নতুন আবাস। যা জগতের কাছে চিরকাল বন্দিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল।

ক্ষুদিরামের পিতা মানিকরামের তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ ছিলেন ক্ষুদিরাম। এছাড়া নিধিরাম ও রামকানাই নামে আরও দুই পুত্র ছিল, একমাত্র কন্যার নাম রামশীলা। ক্ষুদিরাম সম্ভবত ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাই মানিকরামের মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব ক্ষুদিরামের ওপর ন্যস্ত হয়। শোনা যায়, দেরে গ্রামে ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল।

তিনি অর্থকরী অন্য কোনওকিছু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন কি না জানা যায় না। তাঁর জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মপ্রাণতা। সঠিক ব্রাহ্মণত্বকে তিনি জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করতেন না। সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষুদিরামকে যেদিন দেরে গ্রাম ত্যাগ করতে হয় সেদিনও তিনি তাঁর ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। সেই বিপদের দিনে সুখলাল শুধু তাঁকে আশ্রয় দিলেন না নিজের বসতবাড়ির একাংশে কয়েকটি চালাঘর চিরকালের জন্য বন্ধুকে দান করলেন। তাঁর সঙ্গে সংসার নির্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক জমির টুকরো প্রদান করলেন। যে জমিটি 'লক্ষ্মীজলা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কারণ অতটুকু জমিতেই আশ্চর্যভাবে সমস্ত বছরের মোটা ভাতের অভাব মিটে যেত। কামারপুকুরে শুধু এই আশ্রয়টুকু নিয়ে ক্ষুদিরামের জীবনযাত্রা শুরু হল নতুনভাবে। তিনি আবার ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতায় ধ্যান ও সাধনায় মগ্ন হলেন।

আমরা আগেই দেখেছি দেরে গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবার রামায়েত বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। দেরে গ্রাম থেকে কামারপুকুরে চলে আসার পর এক অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে ক্ষুদিরাম একটি রঘুবীর শিলা লাভ করলেন। রঘুবীর শিলার অর্থ কিশোর রামের ভজনা। প্রতিটি শালগ্রাম শিলার পৃথক পৃথক রূপ হয়ে থাকে। ক্ষুদিরাম লাভ করলেন রঘুবীর শিলা।

শোনা যায়, একদিন কোনও এক কাজে ক্ষুদিরাম পাশের এক গ্রামে গিয়েছিলেন। কার্য শেষে যখন কামারপুকুরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন গ্রামের শীতল বায়ু ও বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া তাঁর মন-প্রাণকে শীতল করে তুলল। তিনি একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রামের জন্য দাঁড়ালেন, হঠাৎ তাঁর শয়নের ইচ্ছা জাগল তিনি সেই প্রান্তরের ধারে বৃক্ষের তলে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ডুবে গেলেন। এই সময় নিদ্রিত ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবতা নবদুর্বাদলশ্যাম-তনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের বেশে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলছেন, 'আমি এখানে অনেকদিন ধরে অযত্নে অনাহারে আছি। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। তোমার সেবাগ্রহণ করা আমার একান্ত অভিলাষ!'

বালক রামের মুখে এই কথা শুনে ভক্তিমান ক্ষুদিরাম গদগদ চিত্তে বলতে লাগলেন , 'প্রভু , আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত দরিদ্র। আমার গৃহে তোমাকে যোগ্য সম্মান করব এমন ধন আমার নেই। দরিদ্রের ঘরে তোমার সেবার অপরাধ হলে আমার পাপ হবে। সুতরাং আমি তোমাকে গৃহে নিয়ে যাই কী প্রকারে?' ক্ষুদিরামের এই কথায় বালকবেশী রামচন্দ্র আরও খুশি হয়ে বললেন, 'ভয় নেই ক্ষুদিরাম! আমি তোমার কোনও দোষ গ্রহণ করব না! তুমি আমাকে যেভাবে সেবা করবে, আমি তাতেই তুষ্ট থাকব।'

বালক রামের এই কথা শুনে ক্ষুদিরাম আবেগে ক্রন্দন করে উঠলেন। নিজের কান্নার শব্দে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন তিনি! তাঁর প্রাণের দেবতা তাঁর ভাঙা ঘর আলো করবেন? তিনি আসবেন? কবে? এ কি সম্ভব? এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি?

একটু থিতু হতেই কাছের একটি ধানখেতের দিকে তাঁর চোখ গেল। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এই স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করেছেন। কৌতূহলী হয়ে তিনি গাত্রোত্থান করে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলার ওপর একটি সাপ ফণা বিস্তার করে রয়েছে। শিলাটি হস্তগত করতে তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হল। তিনি সেই দিকে অগ্রসর হতেই সেই ভুজঙ্গও কোথায় অদৃশ্য হল!

ক্ষুদিরাম অনায়াসে সেই শিলাটি গ্রহণ করলেন এবং নিরীক্ষণ করে দেখলেন সেটি নিখুঁত এক রঘুবীর শিলা। ক্ষুদিরামের হৃদয়ে উৎসাহের বন্যা ডাকল, তবে তো তিনি ঠিক স্বপ্নদর্শন করেছেন। এ শিলা তাঁর জন্যই রক্ষিত ছিল। প্রবল উৎসাহ ও আনন্দে তিনি তুলে নিলেন সেই শিলা। নির্জন প্রান্তরে ক্ষুদিরামের 'জয় রঘুবীর' ধ্বনি আকাশে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। এতদিনে কামারপুকুরের বাস পরিপূর্ণ হল। কারণ গৃহদেবতা ব্যতীত গৃহ কখনও নির্মিত হয় না! ক্ষুদিরাম সেই নির্জন প্রান্ত থেকে সেই শিলা মাথায় করে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। পরে সংস্কারকাজ সম্পন্ন করে সেই শিলাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর থেকে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রধান সদস্য হলেন রঘুবীর।

'যা করেন রঘুবীর' এই নীতি নিয়েই ক্ষুদিরামের জীবন আবর্তিত হতে লাগল। ক্ষুদিরামের এই শিলালাভের ঘটনা নিয়ে কিছু কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে, সেই কিংবদন্তি প্রামাণ্য কি না তা আমাদের জানা নেই, তবে বলা হয় নদিয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহে যে শিলাটি পূজিত হত এবং পরবর্তীকালে যে শিলাটির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, সেই শিলাই ক্ষুদিরাম ধানখেত থেকে অলৌকিকভাবে লাভ করেছিলেন। প্রাচীন কোনও কোনও জীবনীতে এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে রঘুবীর শিলা লাভের আগে ক্ষুদিরাম আরেক দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি হলেন শীতলা দেবী। গ্রামবাংলায় লোকায়ত ধারায় মনসা ও শীতলা– উভয় দেবীই জনপ্রিয়। সর্পদংশন ও রোগভোগ নিবারণকারিণী এই দুই দেবী বাংলার সমাজমনের আশ্রয়। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত, অপুষ্টিতে খিন্ন মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য শীতলার থানে ধর্না দিতেন। ক্ষুদিরাম গৃহে দেবীঘট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে নিয়ে একটি কিংবদন্তির দেখা পাওয়া যায়। তবে এটিও কতখানি প্রামাণ্য তা গবেষণার বিষয়।

শোনা যায়, ক্ষুদিরামের বন্ধু ধর্মদাস লাহা তখন জমিদার, তখন সেই অঞ্চলে হরিসভা, ইন্দিরা, অমরপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কলেরা আর বসন্ত মহামারি আকারে দেখা দেয়। ওষুধ আর বৈদ্যের অভাবে ক্লিষ্ট, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলি দিবারাত্র হরিনাম করতে থাকেন। এই সময় মানুষের দুঃখে দুঃখিত ক্ষুদিরাম দিবারাত্র জগৎ জননীর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। এইসময় একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, জগন্মাতা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'ভয় কী বাবা, আমাকে তোমার ঘরে প্রতিষ্ঠা করো। তোমার ও গ্রামের সকলের মঙ্গল হবে। মহামারির ভয় আর থাকবে না। দামোদর নদ যেখানে উত্তরমুখী হয়েছে, কাল সকালে তুমি সেই জায়গায় গিয়ে স্নান করলে আমাকে পাবে। ঘরে তুলে এনে তা প্রতিষ্ঠা করো। আমি মা শীতলা।'

এই স্বপ্ন দেখে ক্ষুদিরাম পরদিনই সকালে বন্ধু ধর্মদাসের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে স্নান সমাপন করে উঠতেই ক্ষুদিরাম ঘটটিকে জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘট জলে পূর্ণ করে মাথায় নিয়ে গৃহে এলেন। যথাবিহিত আচারে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম নাকি শীতলাদেবীর পূজায় ছাগবলিও হত। নিষ্ঠাবান ক্ষুদিরামের প্রতি দেবী শীতলা এতই তুষ্ট ছিলেন যে প্রতিদিন সকালে তিনি যখন পূজার জন্য ফুল তুলতে যেতেন, তখন মা শীতলা ছোট্ট বালিকার রূপ ধরে গাছের ডাল নুইয়ে দিতেন। এ যেন ঠিক সাধক রামপ্রসাদের জীবনের কাহিনী। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের রামভক্তির সঙ্গে এইভাবে মিশেছিল শাক্তভাবনার, দেবীরূপের আরাধনার সংমিশ্রণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষুদিরামের অধিক বয়সের সন্তান। তখন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জীবনধারা রঘুবীর আর মা শীতলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে আবার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। স্বয়ং যিনি শিলারূপে পূজা গ্রহণ করছেন, সেই ভগবান বিষ্ণু জানালেন তিনি সন্তানরূপে তাঁর গৃহে আসতে চান। আবার ক্ষুদিরামের ভয়, দ্বিধা, আবার দেবতার অনুগ্রহ ও ক্ষুদিরামের তাঁর পিতৃত্ব স্বীকার! গৃহদেবতা অনেক গৃহে বিরাজিত, অনেকেরই আগমনের পিছনে আছে অলৌকিকতা কিন্তু গৃহদেবতা রূপে এসে রক্তমাংসে সেই স্বরূপে উপস্থিত হওয়া- সত্যই কামারপুকুরের ওই পরিবার ব্যতীত আর কোথাও পাই না।

গয়া থেকে ফিরে স্ত্রী চন্দ্রামণিকে গর্ভবতী দেখলেন ক্ষুদিরাম। জানতে পারলেন, পাশে যুগীদের শিব মন্দির থেকে জ্যোতির স্রোত এসে নাকি চন্দ্রামণির অঙ্গ স্পর্শ করে গর্ভে প্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছেন চন্দ্রা। কিন্তু জ্ঞান ফেরা অবধি অনুভব হচ্ছে তিনি গর্ভবতী। ক্ষুদিরামও নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন স্ত্রীকে, তারপর শুরু হল অপেক্ষা। কবে দেবতা নেমে আসেন সন্তান রূপে। গর্ভবতী চন্দ্রামণি এই রঘুবীরের আঙিনায় তখন কত দেবদেবীর দর্শনই না পেতেন। একদিন দেখলেন, এক হাঁসে চড়া ঠাকুর আঙিনায় উপস্থিত। তাঁর মুখটি বেশ লাল! তিনি বললেন, 'ও হাঁসে চড়া ঠাকুর, রোদে তোমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে। খেয়ে যাও।' হাঁসে চড়া ব্রহ্মা এ কথা শুনে মৃদু হেসে মিলিয়ে গেলেন। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনে এই ছিল গৃহদেবতার বিস্তৃত ইতিহাস।

ধ্বংসের মাঝেও জীবনের স্পন্দন।। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাঁজায় ইফতার পার্টি। -এএপি

নারীপক্ষে নারীদের কবিতা

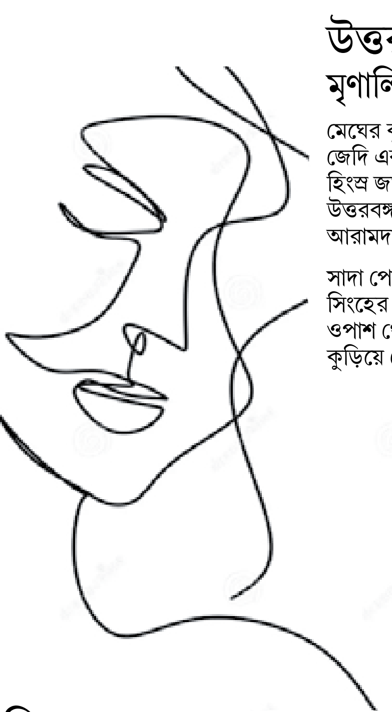

উত্তরবঙ্গ
মৃণালিনী

মেঘের কুয়াশায় ঢাকা পাহার-পর্বতের ঢালে
জেদি একগুঁয়ে ঘাড় বাঁকানো চা বাগান
হিংস্র জন্তুতে ঘেরা ডুয়ার্স
উত্তরবঙ্গ বিশ্ব তথা ভারতের নিভৃত গোপন কক্ষ
আরামদায়ক ব্যবহৃত ডাস্টবিন।

সাদা পোশাকের বেড়াল ওপাশের উচ্চ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিংহের গর্জন ভুলে ম্যাও ম্যাও করে
ওপাশ থেকে ছুড়ে দেওয়া এঁটোকাঁটা
কুড়িয়ে নেয় মাথা নীচু করে পরম ভক্তিতে।

আনমনা
সুব্রতা ঘোষ রায়

বসন্ত এসেছিল পলাশের ডালে,
আনমনা মেয়ে তার
কোন ব্যথা নিয়ে কাঁদে
আড়ালে আড়ালে!
দেখা দিয়ে চলে যায়,
বাঁশি শুধু পড়ে থাকে পথে,
অতীত পাথর হয়!
ঈশ্বরী ওঠেন জয়রথে!
জয় আর পরাজয়
মাঝখানে বয়ে যায় নদী,
ভালোবেসে কারা ভাসে?
ভেসে যায়, ভাসে নিরবধি!
যাওয়া আসা স্রোতে ভাসা-
তবু কিছু কথা তোলা থাকে,
বসন্ত চলে যায় পলাশের কাছে
তার মনের গোপন গান জমা দিয়ে রাখে!

বিষাদ বসন্ত
কণিকা দাস

অনিঃশেষ রয়ে গেল সুখ দুঃখের বাতিঘর
কেউ সেখানে জ্বালেনি কোনও আলো
আলোয়ানের ভিতর থেকে উঠে আসা কুয়াশা
বাতাস ভিজিয়ে দেয় শীতল হতে চেয়েছ বলে
বাতাসেরও তো মান-অপমান বোধ আছে...
এখন আর কোনও ওজর-আপত্তি নেই
হয়তো এমনি করেই একদিন নিঃশেষ হবে
এক জীবনের ইতিকথা..

সংবিধান
অর্পিতা ঘোষ পালিত

ফুলশয্যার রাতে ছেলেটি সমর্পণ করে
রোদ মাখা গাঢ় লাল গোলাপ
আর কোঁচড় ভর্তি উপহার
পবিত্র মেয়েটির তোলপাড় বুকে
আঁকা ছিল অঙ্গীকারের স্নানের ছবি
স্পর্শের অভাবে ঢেকে যায় তা ধূসর মেঘে
বুকে লাগা রং নিঃশেষ হয় মুহূর্তেই

প্রেমের সংবিধান জানে
আগুন ছাড়া হয় না ভালোবাসা

ওরা যে নারী
সন্ধ্যা দত্ত

জলন্ত লাভায় তোমার জীবন,
গড়িয়ে চলছে অবিরত।
ধর্ষণ অপহরণ, খুন...
বিক্রি করা হয় চড়াদামে তোমাকে।
সবসময় নগ্ন করা হয়...
বিজ্ঞাপন হতে বিছানায়।
কোথাও একবিন্দু স্বস্তি নেই!
চলকে পড়ে না কোনও আশ্বাস।
ওঁত পেতে হায়নার দল,
খুবলে খাবার অপেক্ষায়।
তবুও কিছু কিছু দলছুট,
অ্যাসিড পোড়া মুখে...
সদর্পে দাঁড়ায় পর্দার সামনে।
আধপেটা খেয়ে জয়ের পতাকা,
তুলে দেয় দেশের মাটিতে।
ওর যে নারী!!
নিজেকে চেনাবার প্রতিজ্ঞায় অটল।
অসম্ভব মনের জোরে,
এগিয়ে চলার ব্রতে শামিল আজও।।

জন্মনাড়ি
বাবলি সূত্রধর সাহা

ভূমিহীন মানুষ। না হয় নির্মাণ করোনি
সাংসারিক যাপন।

তবে এসো উভচর হই
উন্মোচিত করি কালচিহ্ন।

দহন আর দহন... ছাই ছাই অগ্নিস্নান
আত্মপীড়ন দেখেছ তো!

আজ নয় কাল চিতাতেই আশ্রয়
তবে কেন আবৃত এত জন্মদাগ!

ভূমিহীন মানুষ। না হয় বিনির্মাণ করো
খণ্ডিত অন্তর্জগৎ অথবা কাঙ্ক্ষিত মুক্তিপথ।

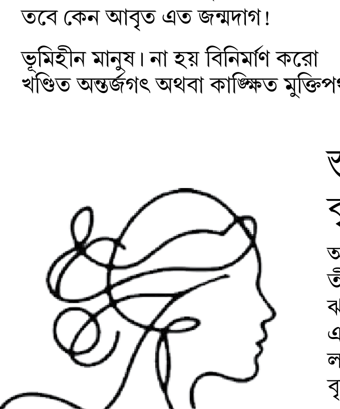

স্তব্ধতা
বৃষ্টি সাহা

আমাদের নীরবতা এখন মৃতের মতন শান্ত;
তীব্র কোনও শব্দ নেই,
ঝাঁঝালো কোনও মাথাব্যথা নেই।
এক সন্ধ্যা বুকে বসে কয়েক মুহূর্ত ধরে,
ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছি।
বৃষ্টিমুখর সন্ধেয় হাঁফিয়ে উঠেছি স্মৃতিতে।

দূরত্ব একটি বিশাল উঠোন,
বিশাল দূরত্বের উঠোন পেরিয়ে ঘরে পৌঁছানো হয় ওঠে না আমাদের।
তুমি উঠোনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকো,
সহজ ভাষায় তোমাকে বোঝা হয়নি তোমায়।

কুসংস্কারের জোয়ারে বানভাসি বিজ্ঞানমনস্কতা

শিক্ষিত সমাজ অন্ধবিশ্বাসের বাইরে নয়। রাজনীতিক, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলেব্রিটিরা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞানবিরোধী আচার পালন করেন। অথচ আমাদেরই দেশে চার্বাক দর্শনের জন্ম। ভারতীয় উপমহাদেশে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বিজ্ঞান এবং লোকায়ত দর্শনের চর্চাও এ মাটিতে হয়ে আসছে প্রাক খ্রিস্টীয় যুগ থেকে। ভাবলে অবাক লাগে সেসব কীভাবে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় হয়ে গেল! আলোচনায় সুদীপ মৈত্র

ভারতের জ্ঞাত ইতিহাসের গোড়ায় চার্বাক এবং তারপরে গৌতম বুদ্ধকে যুক্তিবাদী বলা যেতে পারে। এঁরা মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে অনুসন্ধিৎসু জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রায় ২৫০০ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের সারনাথে তাঁর প্রথম ধর্মাদেশ দেন বুদ্ধ। আজকের দিনে সারনাথের তুলনায় পাশের বারাণসীর চাকচিক্য দেখলে ভড়কে যেতে হয়। কিন্তু এটাই বাস্তব। যেখানে কুসংস্কার প্রবলভাবে টিকে আছে, আর বৈজ্ঞানিক চেতনা অপসারিত।

২৯ জানুয়ারি ভোররাতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় অন্তত ৩০ জনের। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি। তথাকথিত পবিত্র ত্রিবেণি সংগমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করাকে সর্বাধিক শুভ ও পুণ্যের বলে মনে করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। লোক টানতে সরকারি ও বেসরকারি স্তরেও প্রচার সেইভাবে হয়েছিল। ফলে একই সময়ে একসঙ্গে বিপুল মানুষের ভিড় হয় এবং মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার জন্য প্রশাসনের বেওসায়ী লোভ ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব এবং আমজনতার কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে দায়ী করলে কি খুব ভুল হবে? তবে এটাও সত্য যে, এটাই প্রথম নয়, বরং ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা ঘটবে— যা ভারতের বিদ্যমান পরিস্থিতিরই বহিঃপ্রকাশ।

কুম্ভমেলা সহ নানা ধর্মীয় উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা একেবারেই নতুন কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে আজকের প্রয়াগরাজেই এক কুম্ভমেলায় ৮০০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রিতে মহাপুষ্করম অনুষ্ঠানে একই ধরনের ভিড়ের চাপে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। এমনকি মাত্র মাস কয়েক আগেও তিরুপতি মন্দিরে টিকিট কেনার সময় ছয়জন প্রাণ হারান।

সরকার এ ধরনের অস্বাভাবিক ভিড় এড়ানোর চেষ্টা তো দূরের কথা, বরং রাজনৈতিক নেতারাও এসব আয়োজনে অংশ নিয়ে বা সাধারণ মানুষের জন্য বড় বড় আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরও উৎসাহিত করেন। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, ভারী বাজেটের সিনেমার মুক্তির দিনও পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে, যা দেশের এক ভিন্নধর্মী অন্ধবিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক যেটা তা হল, শিক্ষিত সমাজও এসব অন্ধবিশ্বাসের বাইরে নয়। রাজনীতিক, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলেব্রিটিরা সমান আগ্রহ নিয়ে এসব বিজ্ঞানবিরোধী আচার পালন করেন। অথচ আমাদেরই দেশে চার্বাক দর্শনের জন্ম। ভারতীয় উপমহাদেশে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং লোকায়ত দর্শনের চর্চাও এ মাটিতে হয়ে আসছে প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগ থেকে। ভাবলে অবাক লাগে সেসব কীভাবে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় হয়ে গেল! তার বদলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমাজকে কেবল পিছিয়েই দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা ও দেবদেবীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা এখানে সর্বস্তরে উপেক্ষিত। যদিও অতীতে কবীর, গুরু নানক, বাবাসাহেব আম্বেদকর, জ্যোতিরাও ফুলে কিংবা রামস্বামী পেরিয়ার সহ অনেকেই কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক কূটকৌশলে তাঁদের আদর্শকে বিকৃত করে কুসংস্কারের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে।

অনেককেই দেখা যায় গৌতম বুদ্ধের বিরাট মূর্তি দিয়ে ঘর সাজাতে। কিন্তু তাতে তাঁর যুক্তিবাদী আদর্শ বিন্দুমাত্র থাকে না। 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে' থাকার মতো ব্যাপার। আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিই আমরা। অথচ জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটা ভুলে যাই।

রাষ্ট্রীয় স্তরে যুক্তিবাদী ও মানবিক নীতিগুলি সম্ভবত প্রথম কার্যকর করেছিলেন সম্রাট অশোক। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের সেই ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। আজকের ভারতে এই পরিস্থিতির উন্নতি আশা করাও কঠিন। কারণ, আজ বিজ্ঞানের উলটোপথে হেঁটে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে 'অজৈবিক' বলে দাবি করেন। ছোট-বড় বহু নেতা-নেত্রী খুল্লম খুল্লা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেন। এমনকি ইসরোর বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত রকেট ছোড়ার আগে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রতিকৃতি নিয়ে পুজো দিতে যান তিরুপতিতে। সরকারের উচ্চপদস্থ এইসব ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দেখে মনেই হয় না যে, দেশে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান আছে শুধু তা-ই নয়, সেই সংবিধানের ৫১(এ)(এইচ) অনুচ্ছেদে 'বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসারকে সর্বস্তরের সমস্ত নাগরিকের আবশ্যিক মৌলিক কর্তব্য' বলে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে প্রাথমিকভাবে দরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দৃঢ় পদক্ষেপ। কিন্তু যে রাষ্ট্র ধর্মীয় কুসংস্কারের আজ্ঞাবহ ও পৃষ্ঠপোষক, সেখানে তারা নিজে থেকে কিছু করবে, সে গুড়ে বালি। ফলে যা কিছু করার তা করতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাঁরা সচেতন না হওয়া পর্যন্ত হুজুগ আর হিস্টিরিয়ার শিকার হয়ে পদপিষ্ট হয়ে মরা ছাড়া গতি নেই।

তিরুবনন্তপুরমে একটি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ।

মহাকুম্ভ ২০২৫

নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল আরও একটা বিজ্ঞান দিবস। ভারতবাসী ও তাঁদের নেতা-নেত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেতে রইলেন কুম্ভস্নান নিয়ে। ধর্মের ঘোলা জলে তলিয়ে গেল ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী। আমরা ভুলেই গেলাম কেন, কী উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান দিবস!

মঙ্গলে প্রাণের সন্ধানেও অবদান রমণের

২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এখনও এই দিনে যাঁর কথা ভেবে আমরা গর্বে ফুলে উঠি, সেই সিভি রমণের (ছবিতে) জন্মদিন নয়, মৃত্যুদিন নয়, এমনকি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দিনও নয়, বরং বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার করার দিন। কিন্তু ক'জন তা মনে রেখেছে!

ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করা হয় পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমণের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'রমণ এফেক্ট'-কে সম্মান জানাতে। তাঁর এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে, এমনকি আজ মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধানেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

রমণ এফেক্ট কী

১৯২৮ সালে বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী রমণ আলো ও বস্তুর মিথস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, যখন আলো স্বচ্ছ কোনও পদার্থের মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন পদার্থের আণবিক গঠনের ওপর নির্ভর করে, যা তার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।

এই আবিষ্কারের জন্য রমণ ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। পরবর্তীতে এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপি' প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে। এই উদ্ভাবন আজ রসায়ন, চিকিৎসা এবং মহাকাশ অনুসন্ধানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগছে।

রমণ স্পেকট্রোস্কোপি ও মঙ্গলে প্রাণের সন্ধান

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নাসার পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গলে অবতরণ করে। এই রোভারে সংযুক্ত 'স্ক্যানিং হ্যাবিটেবল এনভায়রনমেন্টস উইথ রমণ অ্যান্ড লুমিনেসেন্স ফর অর্গ্যানিক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস' (শার্লক) নামের একটি উন্নত সরঞ্জাম রয়েছে, যা রমণ স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করে মঙ্গলের শিলা ও মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে।

শার্লকের ডিপ-আল্ট্রাভায়োলেট লেসার মঙ্গলের মাটিতে জৈব যৌগ ও খনিজ পদার্থ শনাক্ত করতে পারে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মূল্যায়ন করতে পারেন অতীতে মঙ্গলের পরিবেশ প্রাণের জন্য অনুকূল ছিল কি না।

হিন্দুস্তান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড সায়েন্স-এর গবেষণা পরিচালক সুসান ইলিয়াস বললেন, 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপি এমন এক প্রযুক্তি যা আলোর সাহায্যে নমুনার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে এবং বিশেষ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে, যা অতীতে প্রাণের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম।'

বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার

রমণ স্পেকট্রোস্কোপির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি কোনও নমুনাকে প্রক্রিয়াজাত না করেই তার রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করতে পারে। ফলে মঙ্গলের মতো প্রতিকূল পরিবেশে এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রযুক্তি।

এমআইটি-ওয়ার্ল্ড পিস ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলার মিলিন্দ পান্ডের কথায়, 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপির অন্যতম প্রধান ব্যবহার হল বায়োসিগনেচার শনাক্ত করা, যা পারে অতীতে প্রাণের অস্তিত্বের রাসায়নিক প্রমাণ দিতে।'

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, প্রায় শতবর্ষ আগে ১৯২৮ সালে ল্যাবরেটরিতে বসে করা এক গবেষণা আজ কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে মহাকাশে প্রাণের সন্ধানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ এক অনন্য বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার, যা মানবজাতিকে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করছে— 'আমরা কি এই মহাবিশ্বে একা?'

স্পেকট্রোস্কোপি

বার্ধক্য ঠেকানোর নতুন কৌশল

বিজ্ঞানীদের দাবি, এপি২এ১ নামের প্রোটিন শরীরের জৈবিক ঘড়িকে পিছন দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই এই প্রোটিনের মাধ্যমে মানুষের বার্ধক্য ঠেকানোর পাশাপাশি বয়স কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে

'বয়স আমার মুখের রেখায় শেখায় আজব ত্রিকোণমিতি'।

বয়স বাড়লেই শরীরে তার ছাপ পড়তে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে মানুষের শরীরের বিভিন্ন কোষের কার্যকারিতাও। চামড়া ঝুলে পড়ে। টান ধরে হাঁটুতে। শরীর ঝুঁকে পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের গতি কমে যায়।

মানুষের শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মানুষের শরীরে থাকা এমন এক প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন, যা শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকানোর পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, এপি২এ১ নামের প্রোটিন শরীরের জৈবিক ঘড়িকে পিছন দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই এই প্রোটিনের মাধ্যমে মানুষের বার্ধক্য ঠেকানোর পাশাপাশি বয়স কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

সাধারণভাবে মানবদেহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ পুরোনো হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এসব কোষকে সেনসেন্ট কোষ বলেন। এরা বিভাজন ও নিজেদের কাজ ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়। এসব কোষকে জম্বি কোষও বলা হয়। কোষগুলি ধ্বংস হয় না, বরং বাড়তে থাকে। বিভিন্ন প্রদাহজনক রাসায়নিক তৈরি করে বয়স-সম্পর্কিত রোগের বিকাশ ঘটায়। তবে এপি২এ১ প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে কেবল সেনসেন্ট কোষকে তরুণ ও সুস্থ কোষে পরিণত করা সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা সেলুলার স্তরে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে বিপরীত করে অ্যালজাইমার্স বা আর্থ্রাইটিসের মতো বয়স-সম্পর্কিত রোগের প্রতিকার করতে চান।

এ বিষয়ে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পিরাওয়ান চান্টাচোটিকুল জানিয়েছেন, আমরা এখনও জানি না বিভিন্ন সেনসেন্ট কোষ তাদের বিশাল আকার কীভাবে বজায় রাখতে পারে। এসব কোষ থেকে প্রোটিন সরিয়ে কোষকে সক্রিয় করার রাস্তা আছে। এই প্রোটিনের পরিমাণ কমানো হলে কোষ তাদের স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে, আবার বিভক্ত হতে শুরু করে ও তারুণ্যের লক্ষণ দেখায়।

তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা সেলুলার স্তরে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে বিপরীত করে অ্যালজাইমার্স বা আরথ্রাইটিসের মতো বয়স-সম্পর্কিত রোগের প্রতিকার করতে চান।

রোহিত-বিরাটের অবসর জল্পনা ওড়ালেন শুভমান

ঋষভ পন্থের সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি। শনিবার দুবাইয়ে।

দুবাই, ৮ মার্চ : আমরা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য এখন শুধুই কালকের ফাইনাল। দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা সবাই।

রোহিতভাই, বিরাটভাইও কালকের ফাইনাল নিয়ে ভাবছে। আমাদের দলের অন্দরমহলে ওদের অবসর নিয়ে কোনও কথাই হয়নি। আর হবেই বা কেন।

গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ফাইনাল জয়ের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে আমাদের আগামীকাল। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে আমাদের হারতে হয়েছিল। সেই হারের অভিজ্ঞতাও আমাদের আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে কাজে লাগবে।

সহ অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে দল পরিচালনা করতে হয়, এখনও শিখছি আমি।

কখনও সাবধানি। কখনও বাস্তববাদী। আবার কখনও একটু বেশিই সাবধানি। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে এভাবেই সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেকে মেলে ধরলেন সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। একদিকে যেমন ক্রিকেট দুনিয়ায় চলতি জল্পনা ওড়ালেন। বলে দিলেন, 'রোহিতভাই ও বিরাটভাই কালকের ফাইনাল নিয়েই ভাবছে। ওদের অবসর নিয়ে সাজঘরে কোনও কথাই হয়নি।' ভারতীয় সহ অধিনায়কের কথায়, 'স্পষ্ট বলছি, রোহিত বা বিরাটভাইয়ের সঙ্গে আমার বা আমাদের দলের সাজঘরে অবসর নিয়ে কোনও কথাই হয়নি। ওরা প্রবলভাবে কালকের ফাইনালের দিকে ফোকাস করে রয়েছে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা সবাই রয়েছি।'

২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শুভমানের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হেরেছিল রোহিতের ভারত। আগামীকাল আরও একটি আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলতে নামছেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'কালকের ফাইনাল নিয়ে আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। অতীতের ভুল আর করা যাবে না। ম্যাচটা ফাইনাল ভেবেও খেলতে চাই না। বরং আরও একটা ম্যাচ মনে করেই মাঠে নামব আমরা।' চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একমাত্র অপরাজিত দল ভারত। দলের ব্যাটিং শক্তিও দুর্দান্ত। আগামীকাল কিউয়ি বোলাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং শক্তির পরীক্ষা প্রসঙ্গে শুভমান বলছেন, 'আমাদের ব্যাটিং শক্তি ও গভীরতা দুর্দান্ত। রোহিতভাই সেরা ওপেনার। বিরাটভাই সর্বকালের সেরাদের একজন। এরপরও শ্রেয়স, হার্দিক, কেএলরা রয়েছে। ফলে আমাদের ব্যাটিং শক্তি নিয়ে মনে হয় না কারও কোনও সংশয় রয়েছে বলে।'

দুবাইয়ের বাইশ গজ নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে কম বিতর্ক হয়নি। মন্থর বাইশ গজ। আগামীকাল ফাইনালের আসরেও তেমনই পিচ থাকবে বলে মনে করছেন ভারতীয় সহ অধিনায়ক। শুভমানের কথায়, 'দুবাইয়ের পিচের চরিত্র বিশেষ বদলাবে না। আগের কয়েকটি ম্যাচে যেমন ছিল পিচ, তেমনই থাকবে। এমন পিচে স্পিনারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।' ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিউয়ি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্পিনারদের লড়াইয়ের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য। শুভমান অবশ্য বিষয়টা একটু ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর কথায়, 'ফাইনালের মতো ম্যাচে চাপ থাকবেই। এমন মঞ্চে যারা স্নায়ুর চাপ সামলাতে পারবে, তারাই জিতবে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এমনটাই শিখেছি। আগামীকাল সেটা কাজে লাগানোর পালা।'

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN

ফাইনাল আজ

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : দুবাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

ভারত-বধের পরামর্শ শোয়েবদের

দুবাই, ৮ মার্চ : শত্রুর শত্রু বন্ধু। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজের দল আগেই ছিটকে গিয়েছে। সেই হতাশার আক্ষেপে প্রলেপ দিতে ফাইনালে ভারতের হার চাইছে পাক ক্রিকেটমহল। শোয়েব আখতার, শোয়েব মালিকও সেই দলে। প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিচ্ছেন ফাইনাল যুদ্ধে তাঁদের ভোট নিউজিল্যান্ডের দিকে।

ভারতকে হারাতে মিচেল স্যান্টনারদের প্রতি আখতারের পরামর্শ, 'তোমরা ভুলে যাও, প্রতিপক্ষ ভারত। মাথায় রেখো না তোমরা তুলনায় কমজোরি। নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখো। রোহিত শর্মা চাইবে কিউয়ি স্পিনারদের ছন্দ ঘেঁটে দিতে। স্যান্টনারকেই সেই চ্যালেঞ্জটা সামলাতে হবে। ভারত এগিয়ে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড তাদের সেরা খেলা বের করে আনলে অনেক হিসেব বদলে যাবে।'

মালিকের পরামর্শ, 'ভারতীয় ব্যাটাররা স্ট্রাইক রোটেট করে, প্রচুর খুচরো রান নেয়। রান তাড়ায় ওটাই ওদের ইউএসপি। স্টিভেন স্মিথের দুর্দান্ত ইনিংস ভারতীয় স্পিনারদের ধার কমিয়ে দিয়েছিল। যা মাথায় রাখতে হবে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের।'

> দুবাইয়ের পিচের চরিত্র বিশেষ বদলাবে না। আগের কয়েকটি ম্যাচে যেমন ছিল পিচ, তেমনই থাকবে। এমন পিচে স্পিনারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
> -শুভমান গিল

সর্বাধিক জয়

(২০১১ সাল থেকে আইসিসি-র সাদা বলের ইভেন্টে)

দল	ম্যাচ	জয়	হার	টাই	নো রেজাল্ট	জয়/হার
ভারত	৮৬	৭০	১৫	১	০	৪.৬৬৬
অস্ট্রেলিয়া	৭৭	৪৯	২৩	০	৫	২.১৩০
নিউজিল্যান্ড	৭৭	৪৫	২৭	৩	২	১.৬৬৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭৭	৪৫	২৯	১	২	১.৫৫১

শেষ পাঁচ ম্যাচ

তারিখ	জয়ী দল	ব্যবধান	স্থান
২ মার্চ, ২০২৫	ভারত	৪৪ রান	দুবাই
১৫ নভেম্বর, ২০২৩	ভারত	৭০ রান	মুম্বই
২২ অক্টোবর, ২০২৩	ভারত	৪ উইকেট	ধরমশালা
২৪ জানুয়ারি, ২০২৩	ভারত	৯০ রান	ইন্দোর
২১ জানুয়ারি, ২০২৩	ভারত	৮ উইকেট	রায়পুর

সামির পাশে জাভেদ আখতার

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : রোজা-বিতর্কে মহম্মদ সামির হয়ে এবার ব্যাট ধরলেন জাভেদ আখতার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার ফলে রোজা রাখতে না পারা সামিকে 'ক্রিমিন্যাল' বলে আক্রমণ করেন 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত'-এর সভাপতি মৌলানা শাহাবুদ্দিন। দাবি, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার যে অভিযোগের পালটা লিখেছেন, 'সামি সাহেব, যারা কট্টরপন্থী মূর্খ, দুবাইয়ে তীব্র রোদে আপনার ড্রিংকস করা নিয়ে সমস্যা দেখছে, তাদের কথায় কান দেবেন না। এটা ওদের এক্তিয়ারও নয়। দুর্দান্ত ভারতীয় দলের অংশ আপনি। গোটা দল এবং আপনার প্রতি অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

এদিকে, রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদকে তোপ

শামাকে তোপ হরভজনের

হরভজন সিংয়ের। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'রোহিতের ফিটনেস, নেতৃত্ব, স্কিল নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। যিনি রোহিতকে নিয়ে এসব বলেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, আপনি কি বিসিসিআইয়ে আছেন? ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনার অর্জনই বা কী? কারও দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেকে ভালো করে দেখে নিন। দেশের হয়ে খেলতে হলে প্রচুর পরিশ্রম, ঘাম ঝরাতে হয়। সামলাতে হয় পাহাড়প্রমাণ চাপ। রোহিত নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। ওর মতো ক্রিকেটার, অধিনায়ক পাওয়া সৌভাগ্যের।'

প্রস্তুতির ফাঁকে মহম্মদ সামি। শনিবার।

আইসিসি নকআউট পর্বে
ম্যাচ ৪। ভারত ১। নিউজিল্যান্ড ৩

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি
ম্যাচ ২। ভারত ১। নিউজিল্যান্ড ১

আইসিসি ইভেন্ট
ম্যাচ ১২। ভারত ৬। নিউজিল্যান্ড ৬

ওডিআই
ম্যাচ ১১৯
ভারত ৬১। নিউজিল্যান্ড ৫০
টাই ১। নো রেজাল্ট ৭

অনুশীলনে হালকা মেজাজে রোহিত শর্মা।

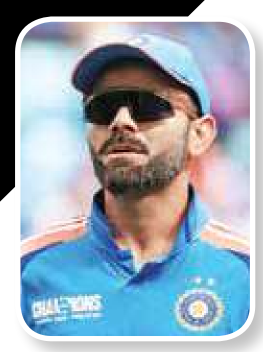

কোহলির 'বিরাট' হাতছানি

- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বাধিক রানের মালিক হওয়ার জন্য ৪৬ রান দরকার বিরাট কোহলির। বর্তমানে শীর্ষে ক্রিস গেইল (৭৯১ রান)।
- নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে বিরাটের রান ১৬৫৬। আর ৯৫ রান করলে শচীন তেন্ডুলকারকে টপকে ওডিআইয়ে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের মালিক হয়ে যাবেন কোহলি।
- ওডিআইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক শতরানের মালিক বীরেন্দ্র শেহবাগ (৬টি)।
- আইসিসি-র ওডিআই ইভেন্টে নকআউটে ৫৩০ রান রয়েছে বিরাট কোহলির। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক শচীন তেন্ডুলকারের (৬৫৭)। রবিবার ১২৮ রান করলে শচীনকে টপকে যাবেন বিরাট।
- আইসিসি-র ইভেন্টে নকআউটে সর্বাধিক ছয়টি অর্ধশতরান রয়েছে শচীন তেন্ডুলকারের। রবিবার পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোলে শচীনকে ছুঁয়ে ফেলবেন বিরাট কোহলি।
- রবিবার মাঠে নামলে ভারতের হয়ে ওডিআই খেলার নিরিখে যুবরাজ সিংকে (৩০১ ম্যাচ) টপকে যাবেন বিরাট কোহলি।
- আইসিসি-র ওডিআই টুর্নামেন্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক পাঁচটি ফাইনাল খেলার নজির রয়েছে শচীন তেন্ডুলকার ও জাহির খানের। রবিবার দুইজনকে ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে বিরাটের।

হিটম্যান শো

- দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার রান ৪২১। আর ৭৯ রান করতে পারলে এই মাঠে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০-এর গণ্ডি স্পর্শ করবেন হিটম্যান।
- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৭টি)। রবিবার ছয়টি ছক্কা মারতে পারলে সৌরভকে ছুঁয়ে ফেলবেন রোহিত শর্মা।

পাঁচ ফ্যাক্টর

হেনরির বোলিং
- ১০ উইকেট নিয়ে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বাধিক উইকেটশিকারি।
- গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।
- ম্যাট হেনরির গতি ও সিম মুভমেন্ট ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ।
- কাঁধে চোট পাওয়ায় অবশ্য ফাইনালে হেনরির নামা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বরুণের রহস্য স্পিন
- গ্রুপ পর্বে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের নায়ক ছিলেন।
- সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন।
- দুবাইয়ের মন্থর স্পিনিং ট্র্যাকে বরুণের বোলিং নির্ণায়ক হতে চলেছে।

রাচিন-উইলিয়ামসন কাঁটা
- দুইজনেই সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করেছেন।
- স্পিনের বিরুদ্ধে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের সেরা ব্যাটার।
- ফাইনালে রাচিন ও উইলিয়ামসনের উপর কিউয়িদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে।

রোহিতের শুরু
- বড় স্কোর না পেলেও প্রথম পাওয়ার প্লে-তে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছেন।
- রোহিতের ঝোড়ো শুরু মিডল অর্ডারের চাপ কমিয়ে দিচ্ছে প্রতি ম্যাচে।
- ফাইনালে অধিনায়ক ও ব্যাটার রোহিত ক্লিক করলে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের রাস্তা সুগম হবে।

দুবাইয়ের পিচ
- মন্থর বাইশ গজ, স্পিনারদের জন্য সহায়ক।
- সেমিফাইনাল সহ গ্রুপের তিনটি ম্যাচ ভারত দুবাইয়ে খেলেছে। যা কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ।
- যে কোনও পিচ ও পরিবেশে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের মানিয়ে নেওয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে।

কেয়ার্নসের স্মৃতি ফেরাতে বদ্ধপরিকর ইয়ংরা

দুবাই, ৮ মার্চ : রাত ফুরোলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল।

খেতাবি যুদ্ধে আবারও মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। ২০০০ সালের পর ২০২৫। মাঝে আড়াই দশকের লম্বা ব্যবধান। নিউজিল্যান্ড অপেক্ষায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে। টিম ইন্ডিয়ার চোখ সেদিনের হারের বদলা চুকিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরিতে।

কোচের মুখে ব্যস্ত সফরসূচি

নাইরোবিতে ২০০০ সালের ফাইনালে ক্রিস কেয়ার্নস একাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিগেডের জেতা ম্যাচ ছিনিয়ে নেন। গোটা টুর্নামেন্টে শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ, যুবরাজ সিং, জাহির খানরা দাপট দেখালেও কেয়ার্নস-স্পেশালে ট্রফি হাতছাড়া। এবারও দাপট দেখিয়ে ফাইনালে ভারত। ফেভারিটও। তবে দমে যেতে রাজি নয় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। কেন উইলিয়ামসন বলেও দিচ্ছেন, ফাইনালে অন্য লড়াই হবে।

প্রশ্ন ভারতের বিরুদ্ধে কিউয়ি শিবিরে আগামীকাল কে 'কেয়ার্নস' হয়ে উঠবেন। ধারেভারে মিচেল স্যান্টনারের এই দলটা বেশ শক্তিশালী। কারও কারও মতে, এক-দুইটি নয়, গোটা পাঁচেক কেয়ার্নস রয়েছেন বর্তমান দলে। ফাইনালে বাইশ গজের যুদ্ধে যার প্রতিফলন ঘটাতে বদ্ধপরিকর উইলিয়ামসনরা।

লক্ষ্যপূরণে স্যান্টনারদের অন্যতম অস্ত্র উইল ইয়ং আবার অতীতের স্মৃতিতে ডুব দিলেন। কেয়ার্নসদের ইতিহাস তৈরির সময় ইয়ংয়ের বয়স আট। সবে ক্রিকেটপ্রেমে পড়তে শুরু করেছেন। পূর্বসূরিদের সাফল্য যে ভালোবাসা উসকে দিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আসার আগে স্কট স্টাইরিসের মুখে সেদিনের সাফল্যের বেশ কিছু গল্প শুনেছেন। ইয়ংয়ের বিশ্বাস, আগামীকাল তালিকা আরও দীর্ঘ করে ফিরতে সক্ষম হবেন।

ভারতের বিরুদ্ধে বর্তমানে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর, সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কিউয়ি ওপেনার ইয়ং বলেছেন, 'সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আকর্ষণীয় দ্বৈরথ হয়েছে আমাদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। সাফল্যও পেয়েছি আমরা। তবে অতীত নয়, আগামীকাল কে কেমন খেলবে, তার ওপর সব নির্ভর করবে। মোদ্দা কথা, দ্রুত পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আশা করি নার্ভ ধরে রেখে তা পারব।'

> সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আকর্ষণীয় দ্বৈরথ হয়েছে আমাদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। সাফল্যও পেয়েছি আমরা। তবে অতীত নয়, আগামীকাল কে কেমন খেলবে, তার ওপর সব নির্ভর করবে। মোদ্দা কথা, দ্রুত পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আশা করি নার্ভ ধরে রেখে তা পারব।
> **উইল ইয়ং**

গ্রুপ লিগের হার থেকেও শিক্ষা নিচ্ছেন। ইয়ংয়ের মতে, কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় উন্নতি দরকার, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। বিশ্বাস, দলের ব্যাটাররা যেমন নিজেদের ফাঁকফোকর শুধরে নেবেন, তেমনই বোলাররাও প্রস্তুত ভারতীয় ব্যাটারদের পরিকল্পনা ভাঙতে।

দলের ব্যস্ত সফরসূচি নিয়ে কোচ গ্যারি স্টিড অবশ্য কিছুটা চিন্তায়। করাচিতে অভিযান শুরু। রাওয়ালপিন্ডির পর দুবাইয়ে ভারতের সঙ্গে গ্রুপ লিগের ম্যাচ। ফের লাহোরে সেমিফাইনাল। খেতাবি যুদ্ধে ফের বুর্জ খালিফার শহরে পা। ধকল কাটাতে শুক্রবার ছুটিতে ছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

স্টিড বলেছেন, 'সবকিছু আমাদের হাতে নেই। দিন দুয়েক পেয়েছি এখানে আসার পর। শারীরিক ধকল কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি পরিকল্পনা, প্রস্তুতির কিছুটা সময় মিলেছে। শরীর ও মনকে যথাসম্ভব তাজা করে ফোকাস এখন ফাইনালে। ভারত এখানে চারটি ম্যাচ খেলেছে। আমরা ভাগ্যবান গ্রুপ লিগে ভারতের সঙ্গে দুবাইয়ে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি। উপভোগ্য লড়াই হয়েছিল। ফাইনালের লক্ষ্য পরিষ্কার, ওদের টেক্কা দেওয়া।'

আরও একবার ভারতীয় বোলিংয়ের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। দুবাইয়ে।

ফাইনালের সম্ভাবনা ৫০-৫০, বলছেন অশ্বীন

‘বিরাট আরও দুই বছর খেলবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : দুবাইয়ের মাঠে সব ম্যাচ খেলার জন্য টিম ইন্ডিয়া কি হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে?

প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। রীতিমতো আগ্রাসী ভঙ্গিতে বলে দিলেন, ‘পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ। ওরা ঘরের মাঠে খেলেছে। কিন্তু তারপরও প্রতিযোগিতার শুরুতেই ছিটকে গিয়েছে। ওদের ভারতের হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে বলার অধিকার রয়েছে কি?’

বল হাতে তিনি যেমন বাইশ গজে বরাবরই সাবলীল ছিলেন, কথা বলার ক্ষেত্রেও অশ্বীনের জুড়ি মেলা ভার। গুছিয়ে কথা বলতে জানেন। তাঁর ক্রিকেট মস্তিষ্কও অত্যন্ত পরিষ্কার। এতটাই যে, ভারতীয় টেস্ট দলে তিনি অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, যেদিন বুঝে গিয়েছিলেন তারপরই ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে অবসর ঘোষণা করে দেন। কলকাতায় আজ এক স্পোর্টস কনক্লেভে অশ্বীনের আচমকা অবসরের চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে অশ্বীন বলেছেন, ‘যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেদিন অবসর নেব, সেটা হবে সম্পূর্ণ আমার সিদ্ধান্ত, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন। মাঠে জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় দলে থাকতে চাইনি আমি। তাছাড়া সবাইকে একদিন থামতেই হয়।’

রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। সেই ম্যাচের আগে ক্রিকেটমহলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, ফাইনালে কারা ফেভারিট? ব্যক্তিগত কারণে চেন্নাই থেকে কলকাতায় স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হতে না পারা অশ্বীন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিলেন ‘দুসরা’। বলে দিলেন, ‘খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি নিজেই কালকের ফাইনাল নিয়ে টেনশনে রয়েছি। ভারতীয় দল দারুণ ছন্দে রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই কথাও ঠিক যে, নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। ওদের দলটা দুর্দান্ত। দুবাইয়ের পিচ, পরিবেশ নিয়ে ওরা বেশি কথা না বলে মাঠে কাজটা করে দেখাতে চাইবে। তাই আমার মনে হয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ৫০-৫০।’ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। ফাইনালের পরই রোহিত অবসর নিতে পারেন, এমন জল্পনাও রয়েছে। রোহিত শেষপর্যন্ত কী করবেন, সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে কোহলিতে মজে রয়েছেন অশ্বীন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলছেন, ‘বিরাটের যা ফিটনেস এবং যেভাবে ও ছন্দে ফিরেছে, তারপর আমি নিশ্চিত আরও দুই বছর ক্রিকেট খেলবেই ও। কোহলির মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি।’

অনুশীলনের ফাঁকে আলোচনায় বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। দুবাইয়ে।

‘দুবাইয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছে না রোহিতরা’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ফেভারিট : সৌরভ

কলকাতা, ৮ মার্চ : পঁচিশ বছর আগের সেই দিনটা তাঁর স্মৃতিতে এখনও টাটকা। অধিনায়ক হিসেবে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন করার। ক্রিস কেয়ার্নসের দুরন্ত শতরান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ করেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতের।

সেই ম্যাচের কথা মনে পড়লে এখনও মনের অন্দরে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয় তাঁর। হয়তো কখনও হতাশাও গ্রাস করে। পরে ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যুগ্মজয়ী হওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও কেয়ার্নসের সেই ইনিংস মহারাজকে এখনও কষ্ট দেয়। সময়ের দাবি মেনে সেদিনের ভারত অধিনায়ক এখন প্রাক্তন ক্রিকেটার। এহেন সৌরভ আজ দুপুরে কলকাতায় আজই শেষ হওয়া এক স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হয়ে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে মুখ খুলেছেন। সঙ্গে রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল নিয়ে তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করেছেন।

শেষ পাঁচ ম্যাচ (আইসিসি ইভেন্টে)

সাল	প্রতিযোগিতা	জয়ী দল
২০০০	আইসিসি নকআউট ট্রফি ফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০১৯	ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০২১	বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০২৩	ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল	ভারত

সেই কনক্লেভের মাঝেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গেও একান্তে কথা বলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি।

দুবাইয়ে বাড়তি সুবিধা রোহিতদের

দুবাইয়ে রোহিত শর্মারা সব ম্যাচ খেলার জন্য বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, এমনটা মনে হয় না আমার। ভারত সরকার ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা ভারতীয় ক্রিকেটারদের এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। বরং আমার তো মনে হয়, লাহোর-করাচির রানে ভরা পিচে খেলার সুযোগ পেলে রোহিত-বিরাট কোহলি-শুভমান গিলরা আরও বেশি রান করত।

ফাইনালের ফেভারিট

অবশ্যই ফেভারিট ভারতীয় দল। শেষ চারটি ম্যাচে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে রোহিতরা যে ক্রিকেট খেলেছে, তারপর ভারতকে ফেভারিট বলে মানতেই হবে। কিন্তু তারপরও বলছি, আগামীকাল রোহিতদের কাজটা সহজ হবে না।

ফ্লেমিংয়ের দল বনাম স্যান্টনারের দল

সময় বদলেছে। ক্রিকেটও অনেক বদলেছে। কিন্তু তারপরও আমি একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, সাদা বলের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ড বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ। সম্ভবত চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের ব্যাটিং গভীরতা যেমন ভালো, তেমনই বোলিং বৈচিত্র্যও দুর্দান্ত। রোহিতদের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলতেই পারে ওরা।

অতীতের স্মৃতি

স্মৃতি তো অনেক রয়েছে। তবে সবই এখন অতীত। সেসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই।

সাদা বলের ক্রিকেটে ভারত

দল হিসেবে সাদা বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দারুণ। পরিসংখ্যান দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল, ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে শুরু করে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে অপরাজিত থেকে পৌঁছানো, রোহিত-বিরাটদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স চমকে দেওয়ার মতোই।

ফাইনালের স্পিন চতুর্ভুজ

হ্যাঁ, অবশ্যই ফাইনালে চার স্পিনারেই খেলা উচিত। শুনলাম ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ যে পিচে হয়েছিল, সেখানেই ফাইনাল। দুবাইয়ের মন্থর পিচে স্পিনাররা সুবিধা পাবেই। আর হ্যাঁ, ফর্মে থাকা কেন উইলিয়ামসন-রাচিন রবীন্দ্রদের বিরুদ্ধে বরুণ চক্রবর্তীকে কাজে লাগাও।

ফাইনালের প্রস্তুতিতে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র।

কেউ পারলে নিউজিল্যান্ডই পারবে : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : মাঝে আর কয়েকঘণ্টা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারত নাকি নিউজিল্যান্ডগামী বিমানে উঠবে, তার ফয়সালা ম্যাচ। রাত পোহালেই দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যে ফাইনাল দ্বৈরথে মুখোমুখি রোহিত শর্মা বনাম মিচেল স্যান্টনার ব্রিগেড। ২০২৪ সালের পর আরও এক আইসিসি ট্রফিতে চোখ ভারতের। নিউজিল্যান্ড মরিয়া ২০০০ সালের পর আড়াই দশকের খরা কাটাতে।

হাইভোল্টেজ যে ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে সতর্ক করছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ভারতীয় দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে নিউজিল্যান্ড। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, ‘যদি কোনও দল ভারতকে হারাতে পারে, তা হল নিউজিল্যান্ড। ভারত ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। কিন্তু ব্যস ওইটুকুই।’

শাস্ত্রীর মতে, চলতি টুর্নামেন্টের ধারা মেনে ফাইনালে অলরাউন্ডাররা ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। ‘ম্যাচে সেরা হিসেবে আমার বাজি অলরাউন্ডাররা। ভারতীয় দলে অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে। নিউজিল্যান্ড শিবিরে গ্লেন ফিলিপস। বিদ্যুৎগতির ফিল্ডিং, ঝোড়ো ৪০-৫০ রানের ইনিংস এবং সঙ্গে প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে একটা-দুইটি উইকেট।’

পোড়খাওয়া কেন উইলিয়ামসন, বিরাট কোহলিকেও এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন। শাস্ত্রীর যুক্তি, কোহলি এই মুহূর্তে খুব ভালো ফর্মে। উইলিয়ামসনও। আর কোহলি-উইলিয়ামসনের মতো প্লেয়ারকে থিতু হওয়ার সুযোগ দিলেই বিপদ। মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিউয়ি তরুণ তুর্কি রাচিন রবীন্দ্রকে নিয়েও প্রশংসার সুর। দাবি, আগামীকাল রাচিনের মতো প্রতিভাকে দ্রুত ফেরাতে না পারলে ম্যাচের সমীকরণ বদলে দিতে পারে।

আলোচনার কেন্দ্রে ফের মাঝের বাইশ গজ। টার্নিং পিচের হাতছানি। শাস্ত্রী যদিও মনে করেন, এরকম ভাবনা ফাইনালে উলটে যেতে পারে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-ভারত ম্যাচের পিচেই ফাইনাল। দুবাইয়ে প্রথমদিকের ম্যাচগুলির তুলনায় পিচ ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। ফাইনালের আগে দিন পাঁচেক সময় পেয়েছেন পিচ প্রস্তুতকারকরা। সেক্ষেত্রে পিচের চরিত্র বদলে গেলে শাস্ত্রী অবাক হবেন না। ২৮০-৩০০ রানের পিচের সম্ভাবনাও দেখছেন। রোহিতদের প্রতি তাই পরামর্শ, পিচ-ধাঁধায় আটকে না থেকে সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে।

> ম্যাচে সেরা হিসেবে আমার বাজি অলরাউন্ডাররা। ভারতীয় দলে অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে। নিউজিল্যান্ড শিবিরে গ্লেন ফিলিপস। বিদ্যুৎগতির ফিল্ডিং, ঝোড়ো ৪০-৫০ রানের ইনিংস এবং সঙ্গে প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে একটা-দুইটি উইকেট।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

ভক্তকে কুৎসিত বললেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৮ মার্চ : তখনও ম্যাচ শুরু হয়নি। ওয়ার্ম আপে ব্যস্ত দুই দল আল নাসের ও আল শাবাব। গ্যালারিতে বেশ কিছু সমর্থকও হাজির। এরমধ্যে এক সমর্থককে দেখা গেল পুরো রোনাল্ডোর মতো দেখতে। পর্তুগালের জার্সি পরে মাঠে এসেছেন। তাঁকে দেখে ওয়ার্ম আপে ব্যস্ত সিআর সেভেন এগিয়ে যান। সেই ভক্তকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘ভাই তুমি মোটেও আমার মতো দেখতে নও। তুমি অনেক কুৎসিত।’ প্রত্যুত্তরে সেই ভক্ত রোনাল্ডোকে বলেছেন, ‘ভাই তুমি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়।’ ভক্তের মুখে সেই কথা শুনে হাত নাড়েন রোনাল্ডো। ভক্তের সঙ্গে খুনশুটিতে মাতলেও ম্যাচ জেতাতে ব্যর্থ রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল শাবাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করেছে তার দল। ম্যাচটা শেষ হয়েছে ২-২ গোলে। ৪৪ মিনিটে হামদাল্লার গোলে এগিয়ে যায় আল শাবাব। তবে সংযোজিত সময়ে আয়মান ইয়াহানা ও রোনাল্ডোর গোলে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল নাসের। ৬৭ মিনিটে শাবাবের হয়ে গোল করেন মহম্মদ আল সুইরেক। তবে ৫২ মিনিটে আল ফাতিল লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় আল নাসেরকে।

তৃতীয় রাউন্ডে মিঠুন-দীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে শনিবার তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মিঠুন অধিকারী-দীপ সাহা, রতন বিশ্বাস-পাপন মজুমদার, শশাঙ্ক চন্দ-পঙ্কজ বারুই, অনুপ সরকার-সুশীল হালদার, বিজয় রায়-অচিন্ত্য সরকার, তাপস কর-পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি, সুব্রত সরকার-অসিত সরকার, জিতেশ বর্মন-রামকানাই পাল, বিরাজ দে-পাপাই দত্ত ও কমলেশ গুহ-স্বপন দাস। রবিবার প্রতিযোগিতায় বিরতি রাখা হয়েছে।

আরও একবার কিউয়িদের তুর্কি নাচন নাচাতে তৈরি হচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী।

প্রথম দুই সপ্তাহ বুমরাহহীন মুম্বই

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর মাঠে ফেরার প্রতীক্ষা লম্বা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আইপিএলের প্রথম দুই সপ্তাহে স্পিডস্টারকে পাচ্ছে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কয়েকদিনের মধ্যে সদলবলে মেগা লিগের প্রস্তুতি শুরু করবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। যদিও এপ্রিলের আগে বুমরাহর পক্ষে দলের অনুশীলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

পিঠের ব্যথায় আপাতত বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) রিহ্যাবে রয়েছেন। বোর্ড সূত্রের খবর, ‘বুমরাহর মেডিকেল রিপোর্ট ঠিক আছে। বোলিংও শুরু করেছে। তবে পুরো রানআপে বোলিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা না পর্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ২২ মার্চ শুরু মেগা লিগে প্রথম থেকে খেলতে পারছে না। ফিরতে ফিরতে হয়তো এপ্রিল মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ।’ যার অর্থ, প্রথম ৩-৪ ম্যাচে বুমরাহহীন মুম্বই পেস-আক্রমণ।

আইপিএলের পর জুনে গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড সফর। ৫টি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। কিন্তু পেস ব্রিগেডের দুই মুখ মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহর চোটপ্রবণতা ভাবাচ্ছে। ফলে দুইজনকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার ইঙ্গিত বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের। জানান, আইপিএল বুমরাহদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর পুরো ইংল্যান্ড সফরে দুজনকে খেলানো ঝুঁকিপূর্ণ। ২-৩টি টেস্টে সামি-বুমরাহ জুটিকে ব্যবহার করলে ঠিকঠাক হবে।

আইপিএলের আশায় আমির

এদিকে আইপিএল খেলার স্বপ্নে বিভোর মহম্মদ আমির। বিশ্বাস, শীঘ্রই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব (স্ত্রী নার্জিস ব্রিটিশ নাগরিক) হাতে আসছে। ২০২৬ সালে মেগা লিগে খেলতে অসুবিধা হবে না। নিষেধাজ্ঞার পরও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেন পাকিস্তানের আজহার মেহমুদ (২০১২ ও ২০১৩)। আমিরও সেই পথে হাঁটতে চান। বলেছেন, ‘আশাবাদী, আগামী বছর সুযোগ আসবে। যদি আসে অবশ্যই আইপিএলে খেলব।’

শেষ ম্যাচে চার গোল হজম ইস্টবেঙ্গলের

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৪
(নেস্টর, আলাদিন-২, বেমাম্মের)
ইস্টবেঙ্গল-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : এবার আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের শুরুটা হয়েছিল হার দিয়ে। শেষটাও হল একইভাবে।

শিলংয়ের মাঠে প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। লাল-হলুদের তরুণ ব্রিগেডের কাছে লড়াইটা যে কঠিন হবে তা জানাই ছিল। তবে চার গোল হজমটা বোধহয় প্রত্যাশিত ছিল না। অন্তত প্রথমার্ধে লাল-হলুদের লড়াই দেখে একেবারেও তা মনে হয়নি। চারটি গোলই তারা হজম করল দ্বিতীয়ার্ধে।

গোলের নীচে দেবজিৎ মজুমদার সহ প্রথম একাদশে পাঁচ বাঙালি। দলের সঙ্গে শিলং যাওয়া একমাত্র বিদেশি ক্লেইটন সিলভাকেও রেখেই দল সাজান বিনো জর্জ। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে খেলালেন একটু পিছন থেকে। সামনে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ফলে ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ আক্রমণই তৈরি হল ডেভিডকে কেন্দ্র করে। যদিও তা কোনও কাজেই এল না। দেবজিৎও দুর্গ অক্ষত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলেন। কিন্তু নর্থইস্টের আক্রমণের সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ল লাল-হলুদের রক্ষণ।

২০ মিনিট নাগাদ প্রথম সুযোগটা তৈরি করেন ডেভিড। বল নিয়ে বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও তার আগেই তাঁকে ফাউল করা হয়। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তাঁর আরও একটা প্রয়াস আটকে যায় নর্থইস্ট রক্ষণে। ৪০ মিনিটে হীরা মণ্ডলের ভাসানো লম্বা বল বক্সের সামনে পেয়ে শট নেন পিভি বিষ্ণু। দুরন্ত দক্ষতায় তা রুখে দেন নর্থইস্ট গোলরক্ষক মির্শাদ মিচু। ৪৪ মিনিটে বিষ্ণু থেকে ক্লেইটন হয়ে বক্সে ফের বল পান ডেভিড। যদিও তাঁর পায়ে-বলে সংযোগ হওয়ার আগেই তা চলে যায় মির্শাদের হাতে।

উলটোদিকে শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে যথেষ্ট চাপে রাখে নর্থইস্ট। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বেশ কিছু দুর্দান্ত শটও বাঁচান দেবজিৎ। দ্বিতীয়ার্ধে বহু চেষ্টা করেও আর দুর্গ আগলে রাখতে পারেননি। ৫৯ মিনিটে তংডোম্বা সিংয়ের নিখুঁত সেন্টার ধরে জালে জড়ান নেস্টর আলবিয়াক। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি আলাদিন আজারেইয়ের। তার আগে বল নর্থইস্টের রবিন যাদবের হাতে লাগলেও তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। এরপর ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ৩-০ করেন আলাদিনই। ৮৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের জাল ছিঁড়ে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন মহম্মদ বেমাম্মের।

তন্ময় দাস লাল কার্ড দেখায় শেষ কিছুক্ষণ দশজনে খেলতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। এদিকে এই হারের ফলে পয়েন্ট টেবিলেও ফের নয় নম্বরে নেমে গেল লাল-হলুদ। আরেকদিকে ২৪ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে নর্থইস্ট উঠে এল তিন নম্বরে।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, নীশু, মার্ক, চাকু, সুমন, হীরা (অনন্থু), ক্লেইটন, তন্ময়, বিষ্ণু (সায়ন), জেসিন (রোশাল) ও ডেভিড।

আটকে গেলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। শিলং থেকে জিতে ফেরা হল না ইস্টবেঙ্গলেরও। শনিবার।

নারী দিবসে চমক বৈশালীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : ‘ভানাক্কম, আমি বৈশালী’- শনিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এই লেখাটা ভেসে উঠে। আসলে এদিন ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তাই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হয়। যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দাবাড়ু বৈশালী। নারী দিবস উপলক্ষ্যে তিনি মহিলাদের নিজেদের স্বপ্ন অনুসরণ করার বার্তা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এই মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার বলেছেন, ‘আমি সকল নারীদের বিশেষ করে তরুণীদের উদ্দেশে একটি বার্তা দিতে চাই। যতই বাধা আসুক না কেন, তোমরা নিজেদের স্বপ্নকে অনুসরণ কর। তোমার আবেগ তোমার সাফল্যের পথ তৈরি করবে।’

প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত বৈশালী। বলেছেন, ‘নারী দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। আপনারা জানেন, আমি দাবা খেলি এবং অনেক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত।’

ভারতী স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : প্রয়াত টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষের স্মরণসভা শনিবার আয়োজন করল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। যেখানে মেয়র গৌতম দেব, বিধায়ক শংকর ঘোষ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তী ছাড়াও বেশ কিছু ভেটারেন্স খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। এদিন দেশবন্ধুর তরফে মেয়রের কাছে ভারতীর নামে রাস্তার আবেদন রাখা হয়।

মোহনবাগানে মাঠের দলটার মতোই বুদ্ধিমান আড়ালের লোকেরা

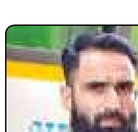

মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু

আইএসএল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে অভিনন্দন।

নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত আধিপত্য রেখে এই ট্রফি জয়। এই নিয়ে কারওরই সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও জায়গা নেই। যে কোনও দল যখন সাফল্য পায় তখন তার পিছনে অনেক কারণ থাকে। মোহনবাগানের সাফল্যের পিছনে একটাই দল বহুদিন ধরে রাখা অন্যতম কারণ। যাদেরই দলে প্রয়োজন মনে হয়েছে, তাদের কখনও ওরা ছেড়ে দেয়নি বা প্রতি বছর নতুন নতুন ফুটবলার এনে চমক দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তাদেরই নেওয়া হয়েছে, যাদের সত্যিই প্রয়োজন আছে। আবার যে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে, তার সঙ্গে লম্বা চুক্তি করতে কোনও দ্বিধা করেনি ম্যানেজমেন্ট। ফলে ফুটবলারদের মধ্যেও নিজের সেরাটা মেলে ধরার চেষ্টা সবসময় থাকে। আর একটা বিষয়। সেটা হল, মোহনবাগানে মাঠে একটা দল যেমন দুর্দান্ত খেলছে তেমনি মাঠের বাইরে আর একটা দল নিজেদের কাজ করে যায় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে। অনেকেই হয়তো ভাবেন যে ওদের প্রচুর টাকা, তাই ওরা যা ইচ্ছে তাই করছে। কিন্তু টাকা আছে বলেই ওরা কিন্তু যার-তার পিছনে ছোটে না। সঠিক জায়গায় সঠিক ফুটবলারটাকেই নিয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখবেন, মোহনবাগানে যে ফুটবলারই এসেছে সেই কিন্তু পারফর্ম করেছে। এমন নয় যে মনে হয়েছে, একে কেন নিয়ে এল? এবারই দেখুন প্রচুর অর্থ দিয়ে আপুইয়াকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর কার্যকারিতার দিকে তাকালে আপনার মনে হবে যে এই অর্থ খরচ অকারণ নয়। হ্যাঁ, ভালো দল গড়তে গেলে অবশ্যই টাকা দরকার। কিন্তু সেটা কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেটাও বড় ফ্যাক্টর। সঠিক স্কাউটিং খুব জরুরি। বেঞ্চ শক্তিশালী রাখাটাও ওদের দর্শন। যা যে কোনও দলের জন্য বড় অস্ত্র। মোহনবাগানের বেঞ্চ এত শক্তিশালী, কোনও ফুটবলার চোট পেলে মনেই হয় না যে কোনও সমস্যা আছে। যেটা আমাদের বা ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হয়। একজন চোট পেলে কাকে খেলাব? সেখানে ওদের বেঞ্চে বসে থাকে অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। এরা অন্য যে কোনও দলের সেরাদের মধ্যে থাকবে। কথায় বলে খাওয়ার একজন তৈরি করে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য পিছনে যারা থাকে তাদেরও সমান রান্নার জ্ঞান থাকতে হয়।

আর সবশেষে বলব, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কথা। একটা তারকাখচিত দলকে সামলানোর জন্য কিন্তু একজন হাই প্রোফাইল কোচ দরকার হয়। ফুটবলাররা যদি বুঝতে পারে যে এই কোচের জ্ঞান কম, তাহলে কয়েকদিন পর থেকে তাঁকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। মোলিনা স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপে খেলেছেন, উনি ওদেশের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন। ফলে ওঁর যেমন জ্ঞান অগাধ তেমনি ফুটবলাররাও কিন্তু ওঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখাতে পারে না। তাই এই জয়ের কৃতিত্ব যতটা ফুটবলারদের, ততটাই কোচ এবং ম্যানেজমেন্টের।

শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ Krishang (আশিঘর, শিলিগুড়ি): শুভ অন্নপ্রাশনে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **"মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট"** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ Sanskriti (শান্তিনগর, শিলিগুড়ি): শুভ অন্নপ্রাশনে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **"মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট"** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

মধুর প্রতিশোধে লিগ শেষ বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(বরিস-আত্মঘাতী ও গ্রেগ)
এফসি গোয়া-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : গ্যালারিজুড়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠতেই যেন দুর্গাপুজোর আলোর কোলাজ। ম্যাচ শেষে ওই আলোই হয়ে গেল সবুজ-মেরুনের রোশনাই।

মোহনবাগানিদের কাছে তো এদিনটাই দুর্গাপুজো। তাঁদের সামনে টানা দুইবার লিগ-শিল্ড হাতে তুলবে প্রিয় দল। এর থেকে খুশির দিন আর কিইবা হতে পারে? সমর্থকদের কাছে ক্লাবই তো ধর্ম। এদিনটা তাঁদের কাছে ছিল অঞ্চল। কে গোল করলেন, খেলার মান কেমন, দল কতটা ভালো খেলছে এই সব তো তখন নগণ্য। আসল তখন শুধু ওই গোলটাই। ৯৪ মিনিটে গ্রেগ স্টুয়ার্টের করা দ্বিতীয় গোলটা ঘরের মাঠে টানা এগারোটা জয় নিশ্চিত করা ছাড়া। সঙ্গে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ফতোরদায় হারের মধুর প্রতিশোধ। গোটা টুর্নামেন্টে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ঘরের মাঠে একটা ড্র ছাড়া বাকি সব জয়ের সঙ্গে মাত্র দুইটি হার। এই অনন্য রেকর্ড আইএসএলে (আই লিগে মোহনবাগানের ছিল) আগে তো ছিলই না। আগামীতেও কেউ ভাঙতে পারবে কিনা তা ভবিষ্যৎই বলবে।

দলে এদিনও একাধিক পরিবর্তন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। তবে

হাজার পয়েন্টের নজির সবুজ-মেরুনের

সেই ধর্মের উৎসব পালনের দিন। অনেক আগেই প্রাপ্তির ভাঁড়ারে উপচে পড়া খুশি। চ্যাম্পিয়নশিপের উৎসব পালন করতেই এসেছিলেন ওঁরা। তাই গান-নাচ-আলো-বাজি, এসবের আয়োজনে কোনও খামতি থাকার কথা নয়। ছিলও না। তাঁদের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হয়তো ভুলটা করে ফেললেন বরিস সিং থাংজাম। ৬২ মিনিটে টম অ্যালড্রেডের তোলা বলটা ব্যাক হেড করে বরিস গোলরক্ষক ঋতিক তিওয়ারিকে দিতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে ফেলতেই ৬১৫৯১-এর গগনভেদী চিৎকারে কেঁপে উঠল যেন গোটা সল্টলেক এদিন আর আনকোরা ফুটবলার নামানো নয়, বরং প্রথম একাদশ নামালেন একেবারে সেরাদের নিয়েই। সামনে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের সঙ্গে জেসন কামিংস নয়, নামলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। এছাড়া একমাত্র বিশাল কেইথকে বিশ্রাম দিয়ে আইএসএল মরশুমের প্রথমবারের জন্য মাঠে নামালেন ধীরাজ সিং মৈরাংথেম। হেড কোচ নিজের খেলোয়াড় জীবনে ছিলেন গোলরক্ষক। হয়তো সেই কারণেই এদিন ধীরজকে দেখে মনে হয়নি কোথাও আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। প্রথমার্ধে একবারই উদান্তা সিং তিনকাঠির মধ্যে বল রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ধীরাজের বিশ্বস্ত হাত প্রতিপক্ষকে উচ্ছ্বাসের সুযোগ দেয়নি।

বরং উচ্ছ্বাসের সুযোগ প্রথমার্ধে ছিল মোহনবাগানেরই। ৪৫ মিনিটে দিমিত্রির বাড়ানো বল থেকে দর্শনীয় গোল ছিল মনবীর সিংয়ের। কিন্তু গোল বাতিল হয় দিমির হ্যান্ডবলের জন্য। কার্ল ম্যাকহিউয়ের ট্যাকলের সময়ে বল হাত দিয়ে টেনে আনাটা রেফারি রাহুলকুমার গুপ্তা না দেখলেও দেখেন চতুর্থ রেফারি হরিশ কুণ্ডু। আসলে চিরকালই উৎসবের আবহে কিছু তাল কাটেই।

প্রথম গোলের পর টম অ্যালড্রেডের কোলে চড়ে উচ্ছ্বাস দীপেন্দু বিশ্বাসের। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মোহনবাগানেরও হয়তো নিজেদের মাঠে যতটা সংগঠিত ফুটবল খেলার ভাবনা ছিল, বাড়তি উত্তেজনায় আর তেমনটা হয়ে ওঠেনি। আসলে এদিনের ম্যাচটা ফুটবলারই হোক কী সমর্থক, সবার কাছেই ছিল শিল্ড জয়ের উৎসব পালনের দিন। গ্যালারিতে বহুকাল পরে ব্যান্ড-তাসার আওয়াজ! কলকাতায় গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ বলেই হয়তো এদিন এফএসডিএল-পুলিশ-ক্লাব ম্যানেজেন্ট সকলেই উদার। তবে তাতে খেলার মান একটুও বাড়েনি। বরং এদিন সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেওয়া দুই দলের মাঝমাঠেই বল বেশি ঘোরাফেরা করেছে। উদান্তারটা ছাড়া ১৭ মিনিটে একটা ভালো সুযোগ ছিল গোয়ার। ইকের গুয়ারোটক্সিনা বল বাইরে মারেন। সন্দেশ ঝিঙ্ঘান আসার পর থেকেই গোয়া ডিফেন্স ভালো খেলছে। এদিনও ছিল রীতিমতো আঁটোসাঁটো।

এই ম্যাচের পর মানোলো মার্কুয়েজের দল তাদের অভিযান শেষ করল ৪৮ পয়েন্টে। আট পয়েন্টে এগিয়ে থেকে মোহনবাগান থামল ৫৬ পয়েন্টে। এদিনের জয়ের ফলে ভারতের প্রথম দল হিসেবে এদেশের লিগ পর্যায়ের টুর্নামেন্টে হাজার পয়েন্ট অর্জনের নজির গড়ল সবুজ-মেরুন।

মোহনবাগান : ধীরাজ, আশিস (দীপেন্দু), টম, আলবার্তো, আশিক, মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, লিস্টন, গ্রেগ (সুহেল) ও দিমিত্রিস (কামিংস)।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারাল নটিংহাম

খেতাবের কাছে লিভারপুল

নটিংহাম, ৮ মার্চ : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে ২০২৪-'২৫ মরশুম। দুই-তিন ম্যাচ জয়ের পরই হোঁচট খাওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ০-১ গোলে হারল নটিংহাম ফরেস্টের কাছে। ৮৩ মিনিটে গোল করলেন ক্যালাম হাডসন-ওডোই। হেরে চার নম্বরে থাকল সিটি। ২৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪৭। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে নটিংহাম রয়েছে পয়েন্ট তালিকার ৩ নম্বরে।

সাদাম্পটনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগ জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেল লিভারপুল। উইল স্মলবোনের গোলে তারা বিরতিতে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডারউইন নুনেজ সমতা ফেরান। পরে ৫৪ ও ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করেন মহম্মদ সালাহ। ২ ম্যাচ বেশি খেলে লিগ শীর্ষে থাকা লিভারপুল ১৬ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে সেকেন্ড বয় আর্সেনালের থেকে।

রিচার লড়াইয়েও বিদায় আরসিবির

লখনউ, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই কথা মাথায় গোলাপি জার্সিতে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শনিবার খেলতে নেমেছিল ইউপি ওয়ারিয়র্স। বাইশ গজের খেলাতেও গোলাপি শক্তির কামাল দেখিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ইউপি সর্বাধিক রানের নজির গড়ল। প্রতিযোগিতা থেকে আগেই ছিটকে যাওয়া ইউপি ৫ উইকেটে করে ২২৫ রান। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পরও জর্জিয়া ভল অপরাজিত থেকে গেলেন ৯৯ রানে (৫৬ বলে)। ওপেনিং জুটিতে গ্রেস হ্যারিসের (৩৯) সঙ্গে তিনি ৭৭ রানের জুটি গড়েন। এরপর কিরণ নাভগিরেও (১৬ বলে ৪৬) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়ায় বেঙ্গালুরুর বোলাররা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাননি। ইনিংসটি খেলার পথে নাভগিরে ৫টি ওভার বাউন্ডারি মারেন। রানতাড়ায় নেমে সাবিনেনি মেঘানা (১২ বলে ২৭) শুরুতেই ঝড় তুললেও তা বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারেননি। স্মৃতি মান্ধানা আউট হন ৪ রানে। তারপরও বেঙ্গালুরুকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন রিচা ঘোষ (৩৩ বলে ৬৯)। শেষপর্যন্ত তাঁকে থামান দীপ্তি শর্মা (৫০/৩)। বেঙ্গালুরু ১৯.৩ ওভারে অল আউট হয় ২১৩ রানে। ১২ রানে হেরে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই বিদায় ঘটে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরুর।

ফাইনালে আইএমএ, এসএমকেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : ক্রিকেট লাভার অফ শিলিগুড়ির পানু দত্তমজুমদার ও সুকমল বাগচী ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটের ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। খেতাবি লড়াইয়ে নামবে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ (এসএমকেপি) ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে জার্নালিস্ট ক্লাবকে হারায় আইএমএ। এসএমকেপি-র বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৯ উইকেটে হেরেছে। পরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৮ রানে হেরে যায় আইএমএ-র বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার কো-অর্ডিনেটর মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিরুদ্ধে জার্নালিস্ট ক্লাব খেলতে রাজি না হওয়ায় রবিবার এই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে আইএমএ-এসএমকেপি ম্যাচ গুরুত্বহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাইনালের পর টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী চার দলের প্রতিটি ক্রিকেটারদের স্মারক দেওয়া হবে।

ডেকাথলনের ওয়াকাথন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ডেকাথলন স্পোর্টস ইন্ডিয়া শিলিগুড়ি ওয়াকাথন প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে। রবিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের সহযোগিতায় তরাই স্কুল মাঠে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। এর আগে সকালে ৩x৩ ফিসবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ডেকাথলনে। একই জায়গায় বিকেল ৪টা থেকে রয়েছে ১x১ বাস্কেটবল শুটিং।

শুভাশিস বসু লিগ শিল্ড নিতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররা। -ডি মণ্ডল

ফুল ছড়িয়ে দিমিদের অভ্যর্থনা সমর্থকদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ মার্চ : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ইতিহাস গড়ে টানা দুইবার লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই মুহুর্মুহু আতশবাজি ফেটে উঠল গ্যালারি থেকে। সবুজ-মেরুন মশালে আলোকিত হয়ে উঠে যুবভারতী। সেইসময় ৬১ হাজার সবুজ-মেরুন সমর্থকের চিৎকারে উত্তাল যুবভারতী।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর হাতে শিল্ড তুলে দিলেন। সেইসময় আরও একদফা গর্জে উঠে গ্যালারি। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা তাদের পরিবারের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। মোহনবাগানের বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়রাও এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তারা গিয়ে সিনিয়ার ফুটবলারদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে নিয়ে ট্রফি হাতে গোটা মাঠ ঘুরলেন বাগান অধিনায়ক। মোহনবাগানের পক্ষ থেকে কোনও উৎসবের আয়োজন না করা হলেও সমর্থকরা কিন্তু সেলিব্রেশনে কোনও খামতি রাখেননি। স্টেডিয়ামে টিমবাস ঢোকার সময় ফুল ছড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে অভ্যর্থনা জানান তাঁরা। ভিআইপি গেটের কাছে শিল্ডের রেপ্লিকা রেখে একটা সেলফি জোন তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ছবি তোলার জন্য সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগে থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে সমর্থকদের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের সবুজ-মেরুন রঙে রাঙিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছিল অকাল হোলি নেমে এসেছে যুবভারতীর সামনে। কারও হাতে ছিল পালতোলা নৌকা, কারও হাতে দেখা গেল শিল্ডের রেপ্লিকা। ড্রাম বাজিয়ে ক্রমাগত প্রিয় দলের নামে স্লোগান দিয়ে গেলেন তাঁরা। সোনারপুর থেকে পরিবার নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন সূর্য ঘোষ। তিনি এতটাই মনেপ্রাণে মোহনবাগানি যে, নিজের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছেন আইএফএ শিল্ড জয়ী অমর একাদশের অভিলাষ ঘোষের নামে। শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। অসংখ্য মহিলা সমর্থককে এদিন মাঠে এসেছিলেন। সল্টলেকের বাসিন্দা পুষ্পিলা হালদার, খুশি হালদাররা এতদিন শুধু বন্ধুদের মুখে মোহনবাগান নিয়ে অনেক কথা শুনেছেন। এই প্রথমবার তাঁরা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখলেন। স্টেডিয়ামের সামনে বসে কৃষ্ণা সরকার জার্সি বিক্রি করছিলেন। এদিন বিক্রিবাটা ভালো হওয়ায় তাঁর মুখে ছিল চওড়া হাসি। আসলে মোহনবাগানের সাফল্য একবিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে পুষ্পিলা, কৃষ্ণাদের।

স্টেডিয়ামের ভিতরেও প্রায় একই চিত্র দেখা গেল। ম্যাচ শুরুর আগে এফসি গোয়ার পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় মোহনবাগানকে। ক্লাব ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে 'হোম অফ চ্যাম্পিয়ন্স' লেখা টিফো ম্যাচের অনেক আগে থাকতেই রাখা ছিল। ম্যাচ শুরুর সময় গোটা স্টেডিয়ামজুড়ে গোটা দশেক টিফো দেখা গেল। কোনও টিফোতে সাতটি ভারতসেরা মোহনবাগান দলের অধিনায়কদের দেখা গিয়েছে। আবার একটি টিফো অধিনায়ক শুভাশিসকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। গোলরক্ষক বিশাল কেইথ সহ দলের ডিফেন্ডারদের নিয়েও একটি টিফো দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে শনিবার যুবভারতী যেন আক্ষরিক অর্থে 'মোহনভারতী' হয়ে উঠেছিল।

প্রথম বড় শিরোপার স্বাদ অ্যালড্রেডের

আরও বড় সাফল্যের অপেক্ষায় মোলিনা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : সাফল্যই শেষ কথা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এটাই বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন পরিশ্রমে।

শনিবার এফসি গোয়া ম্যাচের পর আইএসএল শিল্ড হাতে তুলল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন জনতার কাছে বিশেষ দিন। দিনটা বাগান কোচ মোলিনার কাছেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্প্যানিশ কোচ বললেন, 'ওড়িশা এফসি ম্যাচ এই মরশুমে আমাদের অন্যতম সেরা। স্মরণীয় ম্যাচ। ওই ম্যাচ জিতে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। তেমন এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এই ম্যাচটাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ আজ জিতলাম, একইসঙ্গে শিল্ড হাতে পেলাম।' কোচ হিসেবে কলকাতায় প্রথম মরশুমেও সাফল্য পেয়েছিলেন। এবারও খেতাব এনে দিয়েছেন। তবে মোলিনা আরও বড় কিছুর অপেক্ষায় আছেন। বললেন, 'আমি অবশ্যই খুশি। তবে কোচিং কেরিয়ারে এটা আমার সেরা সাফল্য নয়। মনে করি আরও বড় কিছু অপেক্ষা করছে।'

দীর্ঘ ফুটবল কেরিয়ারে প্রথমবার বড় কোনও শিরোপার স্বাদ পেলেন টম অ্যালড্রেড। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুভূতি কিছুটা আলাদা। ম্যানেজমেন্ট, সতীর্থ, সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে টম বললেন, 'আমরা হৃদয় দিয়ে খেলেছি। খেতাবটা তারই ফসল। তবে এখানেই শেষ নয়, আইএসএল ট্রফিও একইভাবে জিততে চাই আমরা।' মোহনবাগানে খেলা তাঁর কাছে সম্মানের। বললেন, 'মোহনবাগানের মতো ক্লাবে খেললে বাড়তি দায়িত্ব থাকে। আমি তা উপভোগই করি।' এত খুশির মাঝে দুঃসংবাদও রয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। আশিস রাই চোটের কবলে। তিনি জাতীয় শিবিরেও যাচ্ছেন না বলে খবর। এদিকে মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কবে শিল্ড যাবে গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে? সচিব দেবাশিস দত্তর দাবি, 'সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এখন বিদেশে। কলকাতায় ফিরলে তিনিই শিল্ড নিয়ে ক্লাবে যাবেন।'

জিততে হলে সুনীলকে প্রয়োজন : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে সুনীল ছেত্রীকে প্রয়োজন। কোনও দ্বিধা না করে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচের পর তাঁকে সুনীলকে কেন ডাকা হল, এই প্রশ্নের উত্তরে মানোলো বলেছেন, 'আমি জানি সবার মনেই এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনারা সবাই দেখেছেন, হায়দরাবাদ বা অন্যান্য জায়গায় ফ্রেন্ডলি ম্যাচের সময়ে কিন্তু আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। কিন্তু এবার আমরা যে টুর্নামেন্ট খেলব, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এখানে আমাদের জিততেই হবে।

আর এটাও সবার জানা যে, সুনীলই এই আইএসএলে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতা, ব্রাইসন (ফার্নান্ডেজ) দ্বিতীয় ও শুভাশিস (বসু) তৃতীয়। তাহলে বলুন এঁদের ছাড়া আমার চলবে কীভাবে?' তিনি আরও বলেছেন, 'সুনীল কিন্তু সুনীলই। জিততে হলে ওকে প্রয়োজন এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই।' এই বিষয়ে কোনও সমালোচনায় তিনি কর্ণপাত করছেন, এটাও বুঝিয়ে দেন।

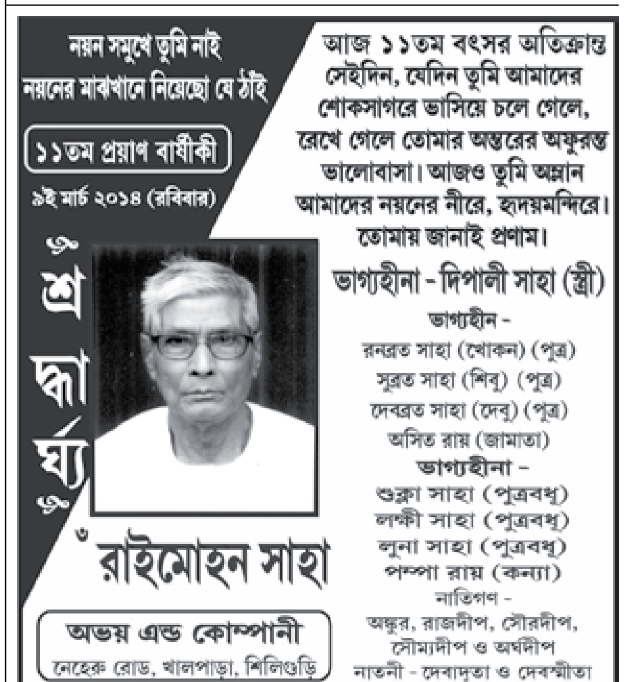

মোহনবাগানের লিগ শিল্ড জয়ে শিলিগুড়িতে উচ্ছ্বাস সমর্থকদের।

কেক কেটে উৎসব শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : টানা দ্বিতীয়বার আইএসএলে লিগ শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শনিবার রাতে কলকাতায় শিল্ড হাতে নেওয়ার আগেই একপ্রস্থ উৎসব হয়ে যায় শিলিগুড়িতে। সভাপতি চিরঞ্জীব বসু, কোষাধ্যক্ষ সৈকত রায়ের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ির মেরিনার্স ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা দুপুরবেলায় শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সবুজ-মেরুন রংয়ের কেক কাটেন। উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি খাওয়ান। চিরঞ্জীব বলেছেন, 'আমরা র‍্যালি করে শিল্ড জয় সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক চলায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। তবে ক্লাব আইএসএল ফাইনালে উঠলে আমাদের কিছু পরিকল্পনা অবশ্যই করতে হবে। আশা করছি, লিগ শিল্ডের পর কাপ জিতে আমাদের দল এবার ডাবল করবে।'

সেমিফাইনালে ইসলামপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ইসলামপুর কলেজ। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তাদের সঙ্গে ফালাকাটা কলেজের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। তবে ভালো রান রেটের সুবাদে সেমিফাইনালে পৌঁছাল ইসলামপুর। টসে জিতে ইসলামপুর ৭ উইকেটে ১৫১ রান করে। অর্ক দাস ৫৭ বলে অপরাজিত থাকেন ৯১ রানে। অঙ্কুশ রায়ের অবদান ২৫ রান। সুজন দাস ২৩ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ফালাকাটা ৫.৩ ওভারে ২ উইকেটে ২৯ রান তোলার পর খেলা এগোয়নি। রবিবার দুটো খেলা রয়েছে। খেলবে শিলিগুড়ি কলেজ-সূর্য সেন কলেজ ও দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ-আইআইএলএস।